Bengali/বাংলা

জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020

শিক্ষা মন্ত্রক

ভারত সরকার

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	ভূমিকা	3
ভাগ I. বিদ্যালয় শিক্ষা		
1	প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা : শিক্ষার ভিত গঠন	7
2	বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণা : শিক্ষার একটি জরুরী এবং প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত	9
3	ড্রপ আউটের হার কম করা ও সর্বস্তরে শিক্ষার সার্বজনিক বিস্তার ঘটানো	11
4	শিশুদের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি : শিক্ষা সার্বভৌম, সমন্বিত, আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয়ও হওয়া উচিত	12
5	শিক্ষক	21
6	পক্ষপাতহীন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষাঃ সকলের জন্য পড়াশুনা	26
7	বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টার গুলির মাধ্যমে দক্ষ সংশাধন ও কার্যকর প্রশাসন	30
8	বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য মান নির্ধারণ ও স্বীকৃতি	32
ভাগ II. উচ্চতর শিক্ষা		
9	গুণগত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ- ভারতবর্ষের উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এক নতুন ও ভবিষ্যৎ মুখী দৃষ্টিকোণ।	35
10	প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং সমন্বয় সাধন	37
11	সম্পূর্ণ এবং বহু বিষয়ক শিক্ষার অভিমুখে	39
12	বিদ্যা শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ এবং ছাত্রদের জন্য সহায়তা	41
13	প্রাণোদ্দীপ্ত প্রবলভাবে সক্রিয় এবং দক্ষ ফ্যাকাল্টি	44
14	উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি	45
15	শিক্ষক-শিক্ষা	46
16	বৃত্তিমূলক শিক্ষার নবীকল্পীকরণ-	48
17	নতুন রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান ফাউন্ডেশন মাধ্যমের দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন অ্যাকাডেমিক গবেষণাকে ক্যাটালাইসিং বা অণুঘটিত করা	50
18	উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রর নিয়ন্ত্রক প্রণালীতে আমূল রূপান্তর	52
19	উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কার্যকরী প্রশাসন এবং নেতৃত্ব	55
ভাগ III. অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে জোর দেওয়া		
20	পেশামূলক শিক্ষা	56
21	বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিখন	57

22	ভারতীয় ভাষাসমূহ, কলা এবং সংস্কৃতির সংবর্ধনা	59
23	প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার এবং একীকরণ	63
24	অনলাইন এবং ডিজিটাল শিক্ষাঃ- প্রযুক্তিবিদ্যার যথার্থ প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা	66
ভাগ IV. প্রকৃত অর্থে সম্ভব করে তোলা		
25	কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদকে শক্তিশালী করা	68
26	অর্থায়ন- সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও গুনগতমানসম্পন্ন শিক্ষা	68
27	বাস্তবায়ন	70
	অ্যাব্রিভিয়েশন	71

ভূমিকা

এক পক্ষপাতহীন সমাজের অগ্রগতির জন্য এবং জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে, সর্বোপরি মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। সর্বজন গ্রাহ্য এই গুণগত শিক্ষাই ভারতকে বিশ্বের দরবারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রমশই অগ্রগতির পথে এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয়- সামাজিক নিরপেক্ষতা এবং সমান অধিকার, বৈজ্ঞানিক সাফল্য, জাতীয় সংহতি এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ সর্বক্ষেত্রেই এই গুণগত শিক্ষা চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে। উচ্চ গুণমান সমৃদ্ধ সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষাই বিশ্বের একটি দেশের একটি সমাজের এবং সর্বোপরি একজন ব্যক্তির প্রতিভা এবং সম্ভাবনা গুলিকে বৃদ্ধি করতে এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বোত্তম। পরবর্তী দশক থেকে পৃথিবীতে ভারতই হবে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুবক সম্প্রদায়ভুক্ত দেশ এবং আমাদের অবশ্যই এই যুবক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত দৃঢ় করতে উচ্চ গুণমানসমৃদ্ধ শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হতে হবে।

2015 সালে ভারতবর্ষ কর্তৃক যে 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল তা (এসডিজি 4) হিসাবে 2030 এর লক্ষ এবং এই কার্যক্রমে বৈশ্বিক শিক্ষার যে অগ্রগতি তাই প্রতিফলিত হয়েছে, মূলত 2015 এর এই বিষয়সূচি অন্বেষিত করা হবে 2020 - 2030 এর মধ্যে। সকলের পক্ষপাতহীন গুণগত শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষণের সুবিধাতে উন্নত করা। একটি মহৎ/ উচ্চ লক্ষ্যমাত্রার প্রয়োজন সমগ্র শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠিত করার জন্য এবং এই শিক্ষাপদ্ধতি কে সমর্থন ও লালন পালন করার জন্য, যাতে সমস্ত সমালোচনার যোগ্য জবাব দিয়ে 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' এর এই বিষয়সূচি 2030 এর মধ্যে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারে।

জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বর্তমান পৃথিবীর অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বিবিধ চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি, বৃহৎ - ডাটা অভ্যুত্থান, মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিভিন্ন অদক্ষ কাজ পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রের দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কর্ম ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তি বিশেষতঃ গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স এবং ডাটা সায়েন্স এবং এরই সাথে বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখা, সমাজবিজ্ঞান এবং হিউম্যানিটিজ্ প্রভৃতি শাখায় দক্ষ লোকেদের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস, দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীতে যে বৃহৎ পরিবর্তন ঘটছে তার সাথে মানিয়ে চলার জন্য প্রাকৃতিক শক্তি, খাদ্য, পানীয় এবং নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন, তার জন্য প্রচুর দক্ষ লোক দরকার। বিশেষত জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, জলবায়ু বিজ্ঞান ও সোশ্যাল সায়েন্স বা সমাজবিজ্ঞান এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচুর দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রয়োজন। বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের মোকাবিলায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, টিকাকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য কোলাবরেটিভ গবেষণার আয়োজন করতে হবে, যাতে মহামারী ও অতিমারি রোগের প্রকোপ কমে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন শাখা ভিত্তিক শিখন অবশ্য প্রয়োজন। যেহেতু ভারতবর্ষ উন্নত দেশে পরিণত হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, সেই কারণেই হিউম্যানিটিজ্ ও কলা বিভাগের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্বের বাস্তুতন্ত্র এবং কর্মসংস্থানের প্রেক্ষাপট অতি দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুদের জানার জগতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে, ফলে তাদের শুধু শিখলেই বা জানলেই হবে না, কেমন ভাবে জানবে বা শিখবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ, বিষয়বস্তু নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে হতে হবে স্বল্প বিষয়বস্তু নির্ভর এবং সর্বোপরি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও তার্কিক বিশ্লেষণ করে, তার সমাধান খুঁজে বার করার উপর জোর দিতে হবে। কি করে সৃষ্টিশীল ও বহুবিষয়ক হতে হবে এবং কিভাবে উপন্যাসের কাহিনী পরিবর্তনের মধ্যে নতুন নতুন পটভূমির অবতারণা উপস্থাপন করে তাকে নতুনভাবে গ্রহণ করা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে অবতারণা করা শিখতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতি অবশ্যই ছাত্র কেন্দ্রিক, গবেষণামূলক, পূর্ণাঙ্গ, একীকরণ, অন্বেষণমূলক এবং আলোচনা কেন্দ্রিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে শিক্ষা পদ্ধতি কে অবশ্যই নমনীয় ও আনন্দদায়ক হতে হবে। পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান ও গণিত ছাড়াও বুনিয়াদি কলাবিদ্যা, কারুশিল্প, হিউম্যানিটিজ্, খেলাধুলা এবং ফিটনেস, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ ইত্যাদিকেও অবশ্যই যোগ করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতে পারে, এবং শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকরী ও যথাযথ রূপ শিক্ষার্থীদের উপকারে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ রূপায়ণই শিক্ষার্থীদের যত্নবান, বুদ্ধিমান, মানবিক ও সহানুভূতিশীল করে তুলতে পারে এবং সেইসঙ্গে যথার্থভাবে তাদের একজন রোজগেরে মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যাতে তারা কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ করতে পারে। বর্তমান শিখন ফলাফলের যে পরিস্থিতি এবং যা আবশ্যক, তার মধ্যে যে দূরত্ব, তা দূর করার একমাত্র উপায় হলো- প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা থেকে শুরু করে, উচ্চতর শিক্ষার

মাধ্যমগুলিকে অধিকমাত্রায় সংশোধন করে, তারমধ্যে উচ্চ গুণমান, ন্যায্যতা এবং সংহতি বজায় রাখা।

2040 এর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য সবার চেয়ে এগিয়ে যাওয়া। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তার আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা যাই-ই হোক না কেন, সবাইকেই এই উচ্চ গুণমান সম্পন্ন নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার আয়ত্তে আনা হবে যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে।

2020 সালের এই জাতীয় শিক্ষানীতি, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম শিক্ষা নীতি এবং এর লক্ষ্যই হলো আমাদের দেশের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করা। এই নীতি ভারতের পরম্পরা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কে অক্ষুন্ন রেখে একুশ শতকের শিক্ষার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাময় লক্ষ্যমাত্রা, যার মধ্যে এসডিজি 4 (SDG 4) ও যুক্ত আছে ও তারই সাথে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়মাবলী ও গভর্নেন্স সমেত বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও পুনর্গঠন এর প্রস্তাব রাখে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নিহিত সৃষ্টিশীল রচনাত্মক ক্ষমতা বিকাশের উপর বিশেষ দৃষ্টি বা জোর দেয়। এই নীতি একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের উপর আধারিত, যে শিক্ষার দ্বারা কেবল ব্যক্তির সাক্ষরতার বা সংখ্যা জ্ঞানের মত 'বুনিয়াদি' ক্ষমতা বৃদ্ধি করা নয় তার সাথে সাথে উচ্চতর স্তরের যেমন বিষয়বস্তুর বিশদ আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিকাশ এবং এর সাথে সাথে ব্যক্তির নৈতিক, সামাজিক এ ভাবানুভূতিরও যথাযথ বিকাশ হবার প্রয়োজন।

প্রাচীন ও সনাতন ভারতবর্ষের যে সমৃদ্ধশালী জ্ঞান ও পরম্পরা তারই আলোকে আলোকিত এই নীতি। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সত্যের যে সাধনা তা ভারতীয় চিন্তাধারা পরম্পরা এবং দর্শনের সর্বোচ্চ মানবীয় গুণ বলে মানা হতো। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সাংসারিক জীবন যাপনের জন্য বা বিদ্যালয় পরবর্তী জীবনে জীবিকা রূপে পরিগণিত হতো না, বরং তা মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা বা আত্মমুক্তির জ্ঞান রূপেই পরিগণিত হতো। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা ,বল্লভীর মতো বিশ্ব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন ভারতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিদ্বান ও শিক্ষার্থীদের কাছে জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হতো এবং এই প্রতিষ্ঠান গুলির বিভিন্ন শাখায় শিক্ষালাভের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থীগণ ও বিদ্বানগণ ছুটে আসতেন এবং জ্ঞান অর্জন করতেন। চরক, সুশ্রুত, আর্য ভট্ট ,বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, চাণক্য, চক্রপাণি দত্তা, মাধব, পানিণি, পতঞ্জলি, নাগার্জুন, গৌতম, পিঙ্গলা, শংকরদেব, মৈত্রী, গার্গী এবং থিরুভাল্লা – এর মতো অগণিত বিদ্বান এর জন্ম দিয়েছে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা। যাঁরা তাঁদের অসীম জ্ঞান ভান্ডার দিয়ে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, এবং শল্যচিকিৎসা, পদার্থবিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, গৃহনির্মাণ, জলযান নির্মান এবং দিকনির্ণয়, যোগব্যায়াম, ললিতকলা, দাবা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে ভারত বর্ষ তথা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের এক সুবিশাল প্রভাব বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের এই উত্তরাধিকার শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত ও লালন পালন করে রাখতে হবে তাই নয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা এর উপর অনুসন্ধান করে ও একে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, এবং এর নতুন নতুন প্রয়োগ কৌশল শিখতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বুনিয়াদি পরিবর্তনের মূল কেন্দ্র অবশ্যই শিক্ষকদের হতে হবে। এই নতুন শিক্ষানীতিতে নিশ্চিতরূপে সব স্তরের শিক্ষকদের সর্বাধিক সম্মানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রূপে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ শিক্ষকরাই জাতির মেরুদন্ড। এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক রূপে আকার দিতে সক্ষম। সেই কারণে শিক্ষকদের সঠিকভাবে সক্ষম রূপে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাঁরা তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারেন। এই শিক্ষানীতিতে সব স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিকেই শিক্ষক পদে নিয়োগ করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে তাদের উপজীবিকা, আত্ম সম্মান, মর্যাদা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এই ব্যবস্থার গুণগত মাননিয়ন্ত্রণ এবং দায়িত্ববোধের যে মৌলিক কার্যপ্রণালী তা স্থাপিত করতে হবে।

এই নতুন শিক্ষানীতি সমাজের সমস্ত বিদ্যার্থীদের জন্য, তা সে দেশের যেকোনো প্রান্তের ই হোক না কেন, সবার জন্য এই গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। এই নীতিতে বিশেষ করে যারা বহু বছর ধরে (ঐতিহাসিকভাবে) প্রান্তিক, অনুন্নত, বঞ্চিত ও কম প্রতিনিধিত্ব গোত্রের মানুষজন, তাদের উপর বিশেষ রূপে দৃষ্টিপাত করার বিষয়ে বলা হচ্ছে। শিক্ষা সবার সমান অধিকারের একটি বিরাট মাধ্যম এবং অর্থনৈতিক - সামাজিক গতিশীলতা বজায় রাখার, সমানাধিকারের ও সকলের অন্তর্ভুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এই সমস্ত গোত্রের সকল শিশু যাতে পরিস্থিতি- সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন কে অতিক্রম করে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করে শিক্ষাপ্রাঙ্গনে উৎকৃষ্ট ফলাফল প্রদর্শন করতে পারে। এই সমস্ত আলোচ্য বিষয়বস্তুর সমাবেশ ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ, বিবিধতা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত করে এবং পাশাপাশি দেশের স্থানীয় ও বৈশ্বিক চাহিদাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত রাখতে হবে। ভারতবর্ষের যুবক সম্প্রদায় কে দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত আবশ্যকতার সাথে এর অদ্বিতীয় কলা, ভাষা এবং

জ্ঞানের যে পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও তার শক্তিশালী মূল্যবোধ সম্পর্কে সহিষ্ণু ও জ্ঞানবান করে তোলা যাতে তারা দেশের গৌরব, আত্মবিশ্বাস, আত্মজ্ঞান, সহযোগিতা এবং সংহতির ব্যাপারে সচেষ্ট হন ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হন।

বিগত নীতি

বিগত শিক্ষানীতিতে মুখ্যত শিক্ষার সমান অধিকার ও সকলের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা উপর জোর দেয়া হয়েছিল। 1986 সালের জাতীয় শিক্ষানীতি, যা 1992 সালে (NPE 1986/92) সংশোধন করা হয়েছিল, তা এই অসমাপ্ত কার্যকে এই সংশোধিত নীতি দ্বারা পূর্ণ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছিল। 1986/92 সালের এই শিক্ষানীতির একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটানো হয়েছিল 2009 সালের পেশ হওয়া একটি আইনে। যা ছিল দেশের সমস্ত শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক নিঃশুল্ক শিক্ষা, 2009 এর এই আইনের দ্বারা শিশুদের জন্য সার্বভৌমিক প্রারম্ভিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

এই নীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ

এই শিক্ষা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো - যাতে তারা বুদ্ধিমত্তার সাথে চিন্তা এবং অনুরূপ কার্য করতে পারে। যার মধ্যে সমবেদনা ও সহানুভূতি থাকবে। সাহসিকতা ও প্রাণোচ্ছলতা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তি ও উচ্চমানের মূল্যবোধ এবং আধার থাকবে। এই শিক্ষকদের উদ্দেশ্য হবে এমন একজন মানুষ তৈরি করা যারা আমাদের সংবিধান দ্বারা পরিকল্পিত নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী ও সকলের তরে কাজ করে সমাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ও উৎকৃষ্ট নাগরিক তৈরিতে যোগদান করবে।

একটি ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেটাই, যেখানে প্রত্যেক ছাত্রকে যত্নের সাথে স্বাগত জানানো হয়, যেখানে একটি সুরক্ষিত ও প্রেরণাদায়ক শিক্ষণ বাতাবরণ মজুত আছে, যেখানে শেখার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, যেখানে পরিকাঠামো ও শেখার যথাযথ উপকরণ আছে ও তার উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত গুণাবলী প্রাপ্ত করায় প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। একই সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অভিন্ন সংহতি ও সমন্বয় থাকা আবশ্যক।

শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গুলি যা একই সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতি এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান গুলির পথ প্রদর্শন করবে, তা হল

- প্রত্যেক ছাত্রের বিশেষ ক্ষমতা গুলোকে খোঁজা, চিহ্নিত করা এবং সেগুলিকে বিকাশের উপর জোর দেয়া।

  শিক্ষক এবং অভিভাবকের এই সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে ছাত্ররা পড়াশোনার সাথে সাথে এই সমস্ত অ-কেতাবি বিষয়বস্তুতেও পারদর্শী হয়ে নিজেদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে পারে।
- **বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যাতত্ত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া** -- যাতে সমস্ত শিশুই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সাক্ষরতা ও সংখ্যাতত্ত্বের প্রাথমিক কৌশলগুলি রপ্ত করে ফেলে।
- **নমনীয়তা** -- যাতে ছাত্ররা নিজেরা নিজেদের শেখার রীতিনীতি ও কার্যসূচি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এবং সেই অনুসারে নিজেদের প্রতিভা ও ইচ্ছা - অনুরূপ পথে চলতে পারে।
- **কোন সুস্পষ্ট ভেদাভেদ নয়** -- কলা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে, পার্থক্য এবং পাঠ্যবহির্ভূত বিষবস্তুর মধ্যে, বৃত্তিমূলক এবং পাঠ্য শাখা গুলির মধ্যে কোন স্পষ্ট ভেদাভেদ না থাকে, যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রের মধ্যে কোন রূপ ক্ষতিকর ছোট-বড় ভেদ এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর জনিত দূরত্ব সৃষ্টি না হয়।
- **এক বহু বিষয়ক এবং সার্বভৌম শিক্ষা** -- এক বহু বিষয়ক বিশ্বের জন্য সঠিক জ্ঞানের একতা এবং সংহতি সুনিশ্চিত করতে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কলা, হিউম্যানিটিজ্ এবং খেলাধুলার মধ্যে এক বহু বিষয়ক এবং সার্বভৌম শিক্ষার বিকাশ।
- মুখস্ত বিদ্যা এবং পরীক্ষার জন্য পড়াশোনার চেয়ে ধারণা সংগত অনুধাবনের উপর জোর দেওয়া।
- **সৃষ্টিশীল এবং বিশদরূপে চিন্তা ভাবনার উপর জোর** -- যাতে তার্কিক, যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এবং নতুনত্বের প্রতি উৎসাহিত হতে পারে।
- **নৈতিকতা, মানবিক এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ** -- সহানুভূতি, অন্যের প্রতি সম্মান, পরিছন্নতা, শিষ্টাচার, গণতান্ত্রিক মনন, সেবার মানসিকতা, দেশের সম্পত্তির প্রতি সম্মান, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, সততা, দায়িত্ববোধ, বহুত্ববাদ, সমতা এবং ন্যায়।
- বহুভাষিকতা এবং শেখা ও শেখানোর মাধ্যমে ভাষার ক্ষমতা সম্পর্কে উৎসাহিত করা।

- **জীবনশৈলী** যেমন -- নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ, সহযোগিতা, দলবদ্ধ কার্য এবং নমনীয়তা।
- শেখার জন্য নিয়মিত গঠনমূলক মূল্যায়ন এর উপর জোর দিতে হবে, কারণ বছরের শেষের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন বর্তমান যুগের কোচিং সংস্কৃতিকেই উৎসাহিত করে।
- **প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তৃত প্রয়োগের উপর জোর** – শেখা ও শেখানোর কাজে ভাষা সংক্রান্ত ব্যবধান দূর করতে, দিব্যাঙ্গ শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে করায়ত্ত করতে এবং শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনাকে তদারকি করার জন্য।
- সমস্ত পাঠ্যক্রম শিখন শাস্ত্র (পেডাগগি) এবং নীতিতে স্থানীয় পরিবেশের বিবিধতার প্রতি সম্মান, কারণ সর্বদা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা একটি সমবর্তী বিষয়বস্তু।
- **সমস্ত সঠিক সিদ্ধান্তে ভিত্তিপ্রস্তর হল পূর্ণ সমানতা এবং অন্তর্ভুক্তি** -- পাশাপাশি শিক্ষাকে সকলের সামর্থাধীন করতে হবে, এটা সুনিশ্চিত করতে যে, সকল ছাত্রবৃন্দ শিক্ষা প্রণালীর সফলতা প্রাপ্ত করতে পারে।
- প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা থেকে শুরু করে স্কুল শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার অর্থাৎ সমস্ত স্তরের পাঠ্যক্রমের ঐক্যতান বজায় রাখতে হবে।
- **শিক্ষক এবং ফ্যাকাল্টি বৃন্দদের শিখন প্রণালীর কেন্দ্রবিন্দু মানতে হবে** -- এদের নিয়োগ, নিরবিচ্ছিন্ন পেশাদারী বিকাশ, ইতিবাচক কাজের পরিবেশ এবং চাকরি ক্ষেত্রে পদমর্যাদা।
- শিখন প্রণালীর অখন্ডতা স্বচ্ছতা (পারদর্শিতা) এবং সংসাধন কুশলতা, অডিট এবং সর্বজনীন দৃষ্টিগোচরের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে 'হালকা অথচ প্রভাবী' পরিকাঠামো নিয়ামক করার পাশাপাশি স্বায়ত্বতা, সুশাসন এবং শক্তিশালীকরণ এর মাধ্যমে নতুনত্ব এবং প্রচলিত চিন্তা ধারার বাইরের (out-of-the-box) মতামতকে উৎসাহিত করা।
- উচ্চ গুণমান সমৃদ্ধ শিক্ষা ও তার বিকাশের জন্য উৎকৃষ্ট গবেষণা অতি অবশ্য প্রয়োজন।
- দক্ষ শিক্ষাবিশারদ দ্বারা নিরবিচ্ছিন্ন অনুসন্ধান এবং নিয়মিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে উন্নতির প্রকৃত সমীক্ষা।
- ভারতের গভীরতা এবং গরিমার সাথে একাত্ম হওয়া এবং এর সমৃদ্ধ, নানাবিধ প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কৃতি ও জ্ঞান অর্জনের যে প্রণালী ও পরম্পরা তার সাথে একাত্ম হওয়া এবং প্রেরিত হওয়া।
- **শিক্ষা একটি পাবলিক সার্ভিস জনসেবামূলক কাজ** -- গুনমানসম্পন্ন শিক্ষা লাভ করা প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার।
- **একটি মজবুত প্রাণবন্ত সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গতিপূর্ণ বিনিয়োগ** -- পাশাপাশি প্রকৃত জনদরদী ব্যক্তিগত এবং দলগত/ সম্প্রদায়গত যোগদান কে উৎসাহিত করা এবং সুবিধা দেওয়া।

এই নীতির দৃষ্টিভঙ্গি

এই জাতীয় শিক্ষানীতির দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ভারতীয় মূল্যবোধ দ্বারা বিকশিত এক শিক্ষাব্যবস্থা যা সবাইকে উচ্চতর গুনমান সমৃদ্ধ শিক্ষা প্রদান করতে পারে এবং ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে জ্ঞানের এক মহা শক্তিধর দেশ হিসেবে তুলে ধরে। যেখানে ভারতবর্ষের এই প্রাণবন্ত ও ন্যায় সঙ্গত জ্ঞান সমাজ পরিবর্তনের এক প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে যোগদান করবে। এই নীতিতে পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষণ শাস্ত্র এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, যাতে ছাত্ররা নিজেদের মৌলিক দায়িত্ব এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলির প্রতি সম্মান, দেশের সাথে একাত্মতা ও পরিবর্তিত বিশ্বের নাগরিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব - কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এই নীতির লক্ষ্যই হলো -- ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় হিসেবে গৌরবান্বিত হওয়া, তা শুধুমাত্র চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নয়, পাশাপাশি উদ্দীপনা, প্রতিভা এবং কাজে ও প্রকাশ পায়। তাছাড়া ও জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং চিন্তা ধারার মধ্যে এই প্রমাণ থাকা চাই, মানবাধিকার এবং জীবনযাপন ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা। যাতে তারা প্রত্যেকেই প্রকৃতরূপে একজন যথার্থ বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

ভাগ I. বিদ্যালয় শিক্ষা

এই নীতি বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু থাকা 10 +2 এই কাঠামোটিকে 3-18 বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের 5+3+3+4 এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম এর সাথে পুনর্গঠন এর কথা বিবেচনা করেছে যা নিম্নে চিত্রিত করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

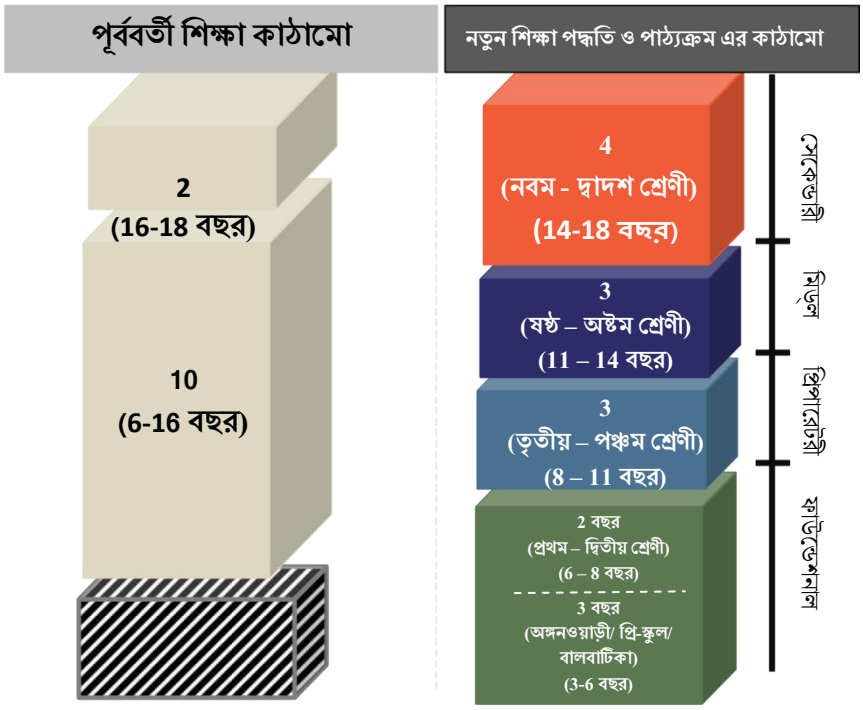

প্রথম শ্রেণি - ছয় বছর বয়সে শুরু হওয়ায় 3 থেকে 6 এই বয়সের শিশুরা বর্তমানে 10+2 এই কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত নয়। নতুন 5+3+3+4 কাঠামোয় তিন বছর বয়স থেকে প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষার একটি শক্ত ভিতও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার লক্ষ্য আরো উন্নত সামগ্রিক শিক্ষার বিকাশ ও সুস্বাস্থ্য।

1. প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা : শিক্ষার ভিত গঠন

1.1 85% এর ওপর মস্তিষ্কের ক্রমান্বয় বিকাশ শিশুর ছয় বছর বয়সের আগেই ঘটে যা মস্তিষ্কের সুস্থ বিকাশ ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রথমদিকের বছরগুলিতে মস্তিষ্কের যথাযথ যত্ন ও উদ্দীপনার বিশেষ গুরুত্ব নির্দেশ করে। বর্তমানে কোটি- কোটি অল্প বয়স্ক শিশুদের বিশেষত আর্থসামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য গুনমানসম্পন্ন ইসিসিই সহজলভ্য নয়। ইসিসিইতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ছোট শিশুদের এই সুযোগ দেয়া সম্ভব যা তাদের সারা জীবন ধরে শিক্ষাব্যবস্থায় অংশ নিতে এবং প্রস্ফুটিত হতে সক্ষম করবে। প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ যত্ন ও শিক্ষার সাববর্জনীন বন্দোবস্তের মাধ্যমে এইভাবে 2030 এর মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্জন করা উচিত যাতে নিশ্চিত করা যায় যে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত।

1.2 ইসিসিই আদর্শগতভাবে নমনীয়, বহুগুণসম্পন্ন, বহুস্তরীয়, খেলাধুলা ভিত্তিক, কার্যকলাপ ভিত্তিক ও অনুসন্ধান ভিত্তিক শিক্ষা যার মধ্যে রয়েছে বর্ণমালা, ভাষা, সংখ্যা, গণনা, রং, আকার, বাইরে ও ঘরের মধ্যে খেলাধূলা, ধাঁধা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনার সমস্যার সমাধান, অংক , চিত্রকর্ম, ভিজুয়াল আর্ট, কারুশিল্প, নাটক ও পুতুল নাচ, সঙ্গীত এবং চলাফেরা। এতে সামাজিক সক্ষমতা, সংবেদনশীলতা, ভালো আচরণ, সৌজন্যতা, নীতিশাস্ত্র, ব্যক্তিগত ও জনসাধারণের পরিষ্কার - পরিছন্নতা, দলগত কাজ এবং সহযোগিতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শারীরিক ও অঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশ, মোটর ডেভেলপমেন্ট, জ্ঞানীয় বিকাশ, আর্থ – সংবেদনশীল - নৈতিক বিকাশ,

সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং যোগাযোগ ও প্রাথমিক ভাষা সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফল পাওয়া হল ইসিসিই এর সামগ্রিক লক্ষ্য।

1.3 উপরিউক্ত নির্দেশিকা ইসিসিই এর ওপর সাম্প্রতিক গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সেরা অনুশীলনগুলির ওপর ভিত্তি করে, আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য এনসিইআরটি প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির রূপরেখা (এনসিপিএফইসিসিই) তৈরি করবে, যেখানে দুটি ভাগ থাকবে। 0 থেকে 3 বছর বয়সের জন্য একটি উপ রূপরেখা এবং 3 থেকে 8 বছর বয়সের জন্য আরেকটি উপ রূপরেখা। সহস্রাব্দ ধরে গড়ে ওঠা ভারতের অসংখ্য সমৃদ্ধশালী স্থানীয় ঐতিহ্য বিশেষত শিল্প, কাহিনী, কবিতা, খেলাধুলা, গান ইত্যাদিতে বিষয়গুলিও যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পিতা-মাতা ও প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্য রূপরেখাটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

1.4 মূল উদ্দেশ্য হলো দেশজুড়ে পর্যায়ক্রমে উচ্চমানের ইসিসিইএর সার্বজনীন সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। বিশেষত আর্থসামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জেলা ও স্থান গুলিকে বিশেষ মনোযোগ ও অগ্রাধিকার দেয়া হবে। নিম্নলিখিত প্রারম্ভিক শৈশব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বিত একটি প্রসারিত ও শক্তিশালী ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসিসিই প্রদান করা হবে- ক) শুধুমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি, খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অবস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি, গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অবস্থিত প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষাদান করতে পারবে এবং ঘ) শুধুমাত্র প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় -- এইসব বিদ্যালয়গুলিতে ইসিসিই পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী/ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

1.5 ইসিসিই কে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য উচ্চ মানের পরিকাঠামো, খেলার সরঞ্জাম এবং ভালভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী/ শিক্ষকদের দ্বারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা হবে। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ির ভালো বায়ু চলাচল যুক্ত, সু – নকশাকৃত, শিশুবান্ধব এবং সুনির্দিষ্ট ভবনের সাথে একটি সমৃদ্ধ শিক্ষার পরিবেশ থাকবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলির শিশুরা শিক্ষামূলক ভ্রমণ করবে। এই ভ্রমণের সময়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথেও যুক্ত হবে। শিশুরা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করবে যাতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে রূপান্তর সহজতর হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টারের সাথে সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত থাকবে এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির শিশুদের পিতা মাতা ও শিক্ষকরা যেমন বিদ্যালয়/ বিদ্যালয় পরিসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকবে তেমনি বিদ্যালয়ের সবাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

1.6 পরিকল্পনা করা হয়েছে যে প্রতিটি শিশু পাঁচ বছর বয়সের আগে প্রিপারেটরি ক্লাস বা বালবাটিকা (অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর পূর্বে) যেখানে একজন ইসিসিই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক আছে যেখানে যাবে। প্রিপারেটরি ক্লাসে পড়াশোনা মূলতঃ খেলাধুলা ভিত্তিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করে জ্ঞানীয়, সংবেদনশীল এবং সাইকো মোটর ক্ষমতা, প্রাথমিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণার বিকাশ কে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হবে। মধ্যাহ্নভোজ বা মিড-ডে-মিল কর্মসূচি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিপারেটরি ক্লাসেও প্রসারিত হবে। অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থায় শিশুদের যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে তা অঙ্গনওয়াড়ি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিপারেটরি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জন্যও ব্যবস্থা করা হবে।

1.7 অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে উচ্চমানের ইসিসিই শিক্ষকদের প্রাথমিক ক্যাডার তৈরীর জন্য এনসিইআরটি দ্বারা প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম/ শিক্ষা পদ্ধতির রূপরেখার সাহায্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বর্তমান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। 10 + 2 বা তার চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/ শিক্ষকদের ছয় মাসের শংসাপত্র প্রোগ্রাম এবং কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের এক বছরের ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হবে যেখানে প্রারম্ভিক সাক্ষরতা, সংখ্যার ধারণা এবং ইসিসিই এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই প্রোগ্রামগুলি ডিজিটাল/ ডিসট্যান্স মোডে, ডিটিএইচ চ্যানেল গুলোর পাশাপাশি স্মার্টফোনের মাধ্যমে করা যেতে পারে, যাতে শিক্ষকরা তাদের বর্তমান কাজে ন্যূনতম বিঘ্ন না ঘটিয়ে ইসিসিই এর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী/ শিক্ষকদের প্রশিক্ষন স্কুল শিক্ষা বিভাগের ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার দ্বারা পরিচালিত হবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন এর জন্য মাসে অন্তত একটি কন্টাক্ট ক্লাস রাখা হবে। দীর্ঘমেয়াদে রাজ্য সরকার গুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পেশাদার প্রশিক্ষণ, পরামর্শদান এবং ক্যারিয়ার ম্যাপিং এর মাধ্যমে প্রারম্ভিক শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষার জন্য পেশাদার ভাবে দক্ষ প্রশিক্ষকদের ক্যাডার প্রস্তুত করবে। এই

প্রশিক্ষকদের প্রাথমিক পেশাগত প্রস্তুতির জন্য এবং তাদের নিরবিচ্ছিন্ন পেশাগত (সিপিডি) বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

1.8 ইসিসিই পর্যায়ক্রমে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আশ্রমশালা এবং বিকল্প বিদ্যালয়ের সকল ফরম্যাটে চালু করা হবে। আশ্রমশালা ও বিকল্প বিদ্যালয় গুলোতে ইসিসিই একীকরণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হবে।

1.9 প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করতে ইসিসিই পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতি পঠন -পাঠনের দায়িত্ব এন এইচ আর ডি ওপর বর্তাবে। প্রারম্ভিক শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা পাঠ্যক্রম এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পরিচালনা করবে। প্রারম্ভিক শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা এবং বিদ্যালয় শিক্ষার সুসংহতকরনের ধারাবাহিক দিক নির্দেশনার জন্য একটি বিশেষ যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করা হবে।

2. বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা : শিক্ষার একটি জরুরী এবং প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত

2.1 পড়তে ও লিখতে পারা এবং সংখ্যা নিয়ে প্রাথমিক গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করার ক্ষমতা ভবিষ্যতের সমস্ত বিদ্যালয় শিক্ষার ও আজীবন শিক্ষার জন্য একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি ও অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সার্ভে ইঙ্গিত দেয় যে আমরা বর্তমানে একটি শিক্ষণ সংকটে রয়েছি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি বৃহৎ অংশ যার সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ কোটিরও বেশি, তারা প্রাথমিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণা অর্জন করতে পারেনি অর্থাৎ মৌলিক পাঠ্যটি পড়ার ও বোঝার ক্ষমতা এবং ভারতীয় সংখ্যাগুলির যোগফল ও বিয়োগফল সম্পাদন করার ক্ষমতা।

2.2 সমস্ত শিশুদের জন্য মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণা প্রাপ্তি এইভাবে একটি জরুরী জাতীয় মিশনে পরিণত হবে, যাতে করে স্বল্প মেয়াদে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা যায় (প্রতিটি ছাত্রও তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা অর্জন করার বিষয়টাকেও অন্তর্ভুক্ত করে)। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হবে 2025 সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সার্বজনীন মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা অর্জন করা। এই নীতির বাকি অংশগুলো কেবল তখনই আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে যদি এই একদম প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি (অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে পড়া, লেখা ও পাটিগণিত) প্রথমে অর্জন হয়। এই লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বুনিয়াদি সাক্ষ্রতা ও সংখ্যার ধারণা সম্পর্কিত একটি জাতীয় মিশন স্থাপন করবে। তদানুসারে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বজনীন বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণা অর্জনের জন্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে, 2025 সালের মধ্যে পর্যায়ভিত্তিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে এবং এর অগ্রগতি নিবিড় ভাবে অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণ করবে।

2.3 প্রাথমিক শিক্ষক এর শূন্য পদগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূরণ করা হবে বিশেষত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল গুলোতে এবং ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত যেখানে বেশি বা নিরক্ষরতার উচ্চহারের এলাকাগুলিতে। স্থানীয় শিক্ষক বা স্থানীয় ভাষার সাথে পরিচিত দের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রতিটি বিদ্যালয় স্তরে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত 30:1 এর মধ্যে রাখার বিষয়ে সুনিশ্চিত করা হবে। আর্থসামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে পিটিআর 25:1 এর অভীষ্ট লক্ষ্যে রাখা হবে। বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা দেয়ার জন্য শিক্ষকদের ক্রমাগত পেশাদার বিকাশের সাথে প্রশিক্ষণ, উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হবে।

2.4 পাঠক্রমের ক্ষেত্রে বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণার ওপর আরো বেশি মনোযোগ থাকবে এবং সাধারণভাবে প্রিপারেটরি ও মিডল স্তরের (প্রস্তুতিস্তর ও মধ্যস্তর) সর্বত্র পড়া, লেখা, বলা, গণনা করা, পাটিগনিত ও গাণিতিক চিন্তা ভাবনার উপর বিশেষ মনোযোগ থাকবে। এর সঙ্গে নিরবিচ্ছন্ন গঠনমূলক/ অভিযোজন মূল্যায়নের একটি শক্তিশালী পদ্ধতিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্বতন্ত্র করণের মাধ্যমে প্রত্যেকের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। সারা বছর ধরে চলা বিভিন্ন ইভেন্টগুলোতে দৈনিক নির্দিষ্ট সময় ও রোজকার ক্রিয়া-কলাপ এই বিষয়গুলোতে

সমর্পণ করতে হবে। বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যালঘুদের ওপর নতুন করে জোর দিয়ে শিক্ষক শিক্ষণ ও প্রারম্ভিক স্তরে পাঠ্যক্রম এর নবনির্মাণ করতে হবে।

2.5 বর্তমানে ইসিসিইতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকারের অভাবে, শিশুদের একটি বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যে প্রথম শ্রেণিতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পিছিয়ে পড়ছে। সমস্ত শিক্ষার্থী স্কুল প্রস্তুত কি না তা নিশ্চিত করতে বর্ণমালা, ধ্বনি, শব্দ, রং, আকার, সংখ্যা এবং সমবয়সী ও পিতা-মাতার সহযোগিতায় উপর ভিত্তি করে প্রথম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের জন্য 'স্কুল প্রস্তুতি মডিউল' এন সি ই আর টি ও এস সি ই আর টি দ্বারা তৈরি করা হবে।

2.6 বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণার জন্য উচ্চমান সম্পন্ন একটি জাতীয় ভান্ডার তৈরি করা হবে যা ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর নলেজ শেয়ারিং (DIKSHA) এ পাওয়া যাবে। শিক্ষকদের সহায়তার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি ভাষাগত সমস্যা বিদ্যমান থাকে তা সমাধান করতে সাহায্য করা হবে এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রযুক্তির প্রয়োগের পর তা বাস্তবায়িত করা হবে।

2.7 বর্তমান শিক্ষা সংকটের কারণে সার্বজনীন বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষকদের সহায়তা করার জন্য সমস্ত কার্যকর পদ্ধতি অনুসন্ধান করা হবে। বিশ্বজুড়ে গবেষণা করে দেখা গেছে যে ওয়ান-টু-ওয়ান সহপাঠী শিক্ষণ (পিয়ার টিউটরিং) শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্যই নয় শিক্ষকদের জন্যও অত্যন্ত কার্যকর। সুতরাং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষার দিকগুলির যথাযথ যত্ন নিয়ে সহপাঠী শিক্ষণ (পিয়ার টিউটরিং) সহশিক্ষার্থীদের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত ও আনন্দদায়ক ক্রিয়া-কলাপ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত ভাবে প্রশিক্ষিত ও স্বেচ্ছাসেবীদের - স্থানীয় সম্প্রদায় ও এর বাইরে উভয় পক্ষেরই - এই বৃহৎ আকারের মিশনে অংশ নেওয়া আরো সহজ করা হবে। একটি সম্প্রদায়ের প্রতিটি শিক্ষিত সদস্য একজন শিক্ষার্থী/ ব্যক্তিকে কিভাবে পড়াতে হবে তা শেখানো প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, এটি দ্রুত দেশের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করবে। রাজ্যগুলি বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যার গান দেশব্যাপী এই মিশনকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য সহপাঠী শিক্ষণ প্রিয়ার 300 রিংস এর স্বেচ্ছাসেবীদের ক্রিয়া-কলাপ কে উৎসাহিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য আরও উদ্ভাবনে প্রোগ্রাম চালু করার বিষয় বিবেচনা করতে পারে।

2.8 সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপভোগ্য অনুপ্রেরণামূলক বই রচনা করতে হবে তার সঙ্গে বইগুলি ভারতীয় সকল স্থানীয় ভাষাতে ভালোভাবে অনুবাদ করতে হবে এবং প্রয়োজনমতো প্রযুক্তি সহায়তা নিয়ে এবং স্কুলের স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধ করা হবে। সারাদেশে পড়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সরকারি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলোর উল্লেখযোগ্য প্রসারণ ঘটানো হবে। ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। বিশেষত গ্রামের স্কুল গ্রন্থাগার গুলি স্থাপ্ন করা হবে, যাতে করে স্কুলের সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়ে জনসম্প্রদায় ব্যবহার করতে পারে। আরো ব্যাপক পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পুস্তকের ক্লাব গুলি সাধারণ/ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এর সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবে। একটি জাতীয় পুস্তক প্রচার নীতি প্রস্তুত করা হবে এবং সমস্ত স্থান, ভাষা, স্তর ও ধারায় পুস্তকের সহজলভ্যতা, গুণমান এবং পাঠক নিশ্চিত করতে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হবে।

2.9 শিশুরা যখন অপুষ্ট বা অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন ভালো করে শেখার আগ্রহ তৈরি হয় না। তাই স্বাস্থ্যকর খাবারের সাথে সাথে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মী ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য (মানসিক স্বাস্থ্য সহ) এর ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়া হবে। এছাড়া বেশ কিছু গবেষণা থেকে জানা গেছে যে সকালে পুষ্টিকর প্রাতরাশ এর পরের কিছু সময়ে অনেক কিছু কঠিন বিষয়ের পড়াশোনা অধিক ফলপ্রসূ হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের লাভ পাওয়ার জন্য শিশুদের মধ্যাহ্নভোজনের পাশাপাশি সাধারণ অথচ কর্মশক্তি প্রদানকারী প্রাতরাশ সরবরাহ করা যেতে পারে। যেসব স্থানে গরম খাবার পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে সাধারণভাবে পুষ্টিকর খাবার যেমন বাদাম/ ছোলা এর সঙ্গে এবং/ বা স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ ফল দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থী বিদ্যালয় দ্বারা আয়োজিত নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং এর জন্য শিশুদের কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে।

3. ড্রপ আউটের হার কম করা ও সর্বস্তরে শিক্ষার সার্বজনিক বিস্তার ঘটানো।

3.1 স্কুল শিক্ষা পদ্ধতির ওকটি প্রাথমিক লক্ষ্য হল যে, শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং তারা যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় তা সুনিশ্চিত করা। সর্বশিক্ষা অভিযান (বর্তমানে সমগ্র শিক্ষা) এবং শিক্ষার অধিকার আইনের মত উদ্যোগের মাধ্যমে, ভারতবর্ষ সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক স্তরে প্রায় সব শিশুদের নামই বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত করার ব্যপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও, পরবর্তী স্তরে স্কুল ব্যবস্থায় শিশুদের ধরে রাখার ব্যপারে কিছু গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত জিইআর 90.9 শতাংশ, যেখানে 9-10 শ্রেণি ও 11-12 শ্রেণির জন্য জিইআর হল যথাক্রমে মাত্র 79.3% ও 56.3%, 2017-18 বর্ষে এনএসএসও এর 75 রাউণ্ড হাউজহোল্ড সার্ভে অনুসারে 6 থেক 17 বছর বয়সের মধ্যে বিদ্যালয়ে না যাওয়া বাচ্চাদের সংখ্যা হল 3.22 কোটি। এই বাচ্চাদের পুনরায় যত তাড়াতাড়ি বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা এবং ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের ড্রপআউট থেকে বিরত রাখাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর সাথে 2030 এর মধ্যে পূর্ব প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত 100% গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হবে। পূর্ব প্রাথমিক স্তর থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত শিশুদের গুনগত ও সার্বভৌমিক শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রয়াস নেওয়া হবে।

3.2 ড্রপআউট শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে এবং আরও শিশুদের ড্রপআউট হওয়া রোধ করতে সামগ্রিক ভাবে দুটি উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রথমত- কার্যকর ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা হবে যাতে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ ও চিত্তাকর্ষক শিক্ষার সুবিধা পায়। প্রত্যেক স্তরে নিয়মিত প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি কোন বিদ্যালয়ে যাতে পরিকাঠামোর অভাব না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সরকারী বিদ্যালয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য বিদ্যালয়গুলিকে আরও উন্নত ও বিস্তৃত করতে হবে এবং যেখানে বিদ্যালয় নেই, সেইখানে খুব ভাল মানসম্পন্ন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য নিরাপদ ও সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা ছাত্রাবাস বিশেষ করে বালিকা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে সমস্ত শিশুরা ভাল বিদ্যালয়ে যেতে পারে এবং সমুচিত স্তর পর্যন্ত বিদ্যালাভের সুযোগ পায়। নাগরিক সমাজের সহযোগিতায় বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষাকেন্দ্র করা হবে যাতে প্রবাসী শ্রমিকদের শিশুদের এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্কুল ছেড়ে আসা অন্যান্য শিশুদের মূলধারার শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা যায়।

3.3 দ্বিতীয়টি হল শিক্ষার্থীদের সতর্কতার সাথে এবং তাদের শিক্ষার স্তরগুলি পর্যবেক্ষণ করে স্কুলে সর্বজনীন অংশগ্রণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাতে তারা ক) স্কুলে নথিভুক্ত হয় এবং নিয়মিত উপস্থিত হয়, খ) ড্রপআউট হয়ে ফিরে আসার পর যদি পিছিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আবার মূলস্রোতে ফিরে আসার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। বুনিয়াদি স্তর থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যমে 18 বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকে সমান গুণমানের শিক্ষাপ্রদানের জন্য উপযুক্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয়/ বিদ্যালয় পরিসরের সাথে যুক্ত কাউন্সিলার বা প্রশিক্ষিত সমাজকর্মী এবং শিক্ষকরা শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতার সাথে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করবেন এবং স্কুল বয়সিদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বা পড়াশোনা করা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগ রাখবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি বিভিন্ন নাগরিক সমাজ থেকে প্রশিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের, সামাজিক, ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগ এবং রাজ্য ও জেলা স্তরে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করার মত বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

3.4 একবার পরিকাঠামো ও বাচ্চাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেলে, বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত রাখার জন্য গুণমান সুনিশ্চিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য হবে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা (বিশেষ করে ছাত্রী ও আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি) বিদ্যালয়ে যাওয়ার আকর্ষণ হারিয়ে না ফেলে।

3.5 আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণিগুলির (এসইডিজি) উপর বিশেষ জোর দিয়ে সকল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পরিধির বিস্তার ঘটাতে হবে যাতে করে প্রথাগত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয়প্রকার শিক্ষার বিভিন্ন পথের সন্ধান দেওয়া যায়। যে ভারতীয় যুবকরা বিভিন্ন সংস্থায় বা বিদ্যালয়ে নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করতে পারছে না, তাদের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং (এন আই ও এস) বা রাজ্যের নিজের ওপেন স্কুলিং দ্বারা প্রস্তুত ওপেন এন্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং (ওডিএল) কার্যক্রমের সম্প্রসারণ জোরদার করা হবে যাতে করে এইসব যুবকদের শিক্ষার আবশ্যকতা পূর্ণ করা যায়। এনআইওএস এবং রাজ্যের মুক্ত বিদ্যালয়গুলি বর্তমান

কার্যক্রমগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলির ব্যবস্থা করবেঃ- A, B ও C স্তরের শিক্ষা যা প্রথাগত স্কুল পদ্ধতির তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির সমতুল্য, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম যা দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির সমতুল্য, বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম/ পাঠ্যক্রম; এবং বয়স্কদের সাক্ষরতা এবং জীবন সমৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম। বিদ্যমান স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং কে আরও শক্তিশালী করে বা নতুন সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে উপরোক্ত কার্যক্রমগুলি আঞ্চলিক ভাষায় চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিকে উৎসাহিত করা হবে।

3.6 সংস্কৃতি, ভূগোল ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্থানীয় বিভিন্নতাকে উৎসাহিত করতে এবং শিক্ষার বিকল্প মডেলকে অনুমোদন দিতে, সরকারী ও বেসরকারী উভয় সংস্থার জন্য বিদ্যালয় নির্মান সম্পর্কিত নিয়মকে সরল করা হবে। শিক্ষণ ফলাফলের ক্ষেত্রে ইনপুটের ওপর কম জোর দিয়ে, আউটপুটের ক্ষমতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। ইনপুট সম্পর্কিত নিয়ম কিছু বিশেষ ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমিত থাকবে এবং এই ব্যাপারে অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সরকারী জনহিতকর (পাবলিক ফিলানথ্রপিক) এর মত বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিকল্প মডেলগুলিরও পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হবে।

3.7 বিদ্যালয়ে বাচ্চাদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ও সম্প্রদায়কে স্বেচ্ছাসেবী রূপে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি অন্তর্ভূক্ত করা হবেঃ- বিদ্যালয়ে বাচ্চার জন্য একজন টিউটর, স্বাক্ষরতা শিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তার জন্য অতিরিক্ত সেশনের আয়োজন, শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন (কেরিয়ার গাইডেন্স) ও পরামর্শদান ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে সক্রিয় স্বাস্থ্যকর প্রবীন নাগরিকদের, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এবং স্থানীয় সম্প্রদায়েরর সদস্যদের যথাযথ ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর স্বেচ্ছাসেবী, বৈজ্ঞানিক / সরকারী/ আধা-সরকারী কর্মচারীদের, প্রাক্তনী এবং শিক্ষাবিদদের ডাটাবেস তৈরি করা হবে।

4. শিশুদের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি : শিক্ষা সার্বভৌম, সমন্বিত, আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয়ও হওয়া উচিত।

নতুন 5+3+3+4 ডিজাইনে স্কুল পাঠ্যক্রম ও শিখন পদ্ধতার পুনর্গঠন।

4.1 বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতির কাঠামোটি পুনর্গঠিত করা হবে যাতে করে 3-8, 8-11, 11-14 ও14-18 বছরের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের বিকাশের আলাদা আলাদা ওবস্থায় কাঠামোটি তাদের পছন্দসই, প্রাসঙ্গিক ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এই জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 5+3+3+4 এই বিন্যাস দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এই বিন্যাসটিতে থাকবে ফাউন্ডেশনাল স্তর (দুটি স্তরঃ অঙ্গনওয়াড়ি/ পূর্ব-প্রাথমিক স্কুলের 3 বছর + প্রাথমিক স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শেণিতে 2 বছর; উভয়স্তর 3 থেক 8 বছর পর্যন্ত), প্রস্তুতিকরণ স্তর (প্রিপারেটরি স্টেজ - শ্রেণি 3-5; 8 বছর থেকে 11 বছর পর্যন্ত) , মধ্যম স্তর (মিডল স্টেজ-শ্রেণি 6-8, 11 থেকে 14 বছর পর্যন্ত) এবং মাধ্যমিক স্তর (সেকেন্ডারি স্টেজ- শ্রেণি 9-12, দুটি স্তরে, 9 ও 10 প্রথম স্তরে এবং 11 ও 12 দ্বিতীয় স্তরে, 14 থেকে 18 বছর বয়স পর্যন্ত)।

4.2 ফাউন্ডেশনাল স্তরটি পাঁচ বছরের নমনীয়, বহুস্তরীয়, খেলাধূলা/ ক্রিয়াকলাপ ভিত্তিক অধ্যয়ন ইসিসিই এর পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে গঠিত হবে যা অনুচ্ছেদ 1.2 এ উল্লিখিত হয়েছে। প্রস্তুতিকরণ স্তর (প্রিপারেটরি স্টেজ) তিনবছরের হবে যেখানে ফাউন্ডেশনাল স্তরের খেলাধূলা, অণ্বেষণ এবং কার্যকলাপ ভিত্তিক শিক্ষণ এর পদ্ধতির ও পাঠ্য প্রণালীর সাথে সাথে কিছু সহজ-সরল পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক শিক্ষণও শুরু করা হবে। পড়া, লেখা, কথা বলা, শারীর শিক্ষা, শিল্প, ভাষা, বিজ্ঞান এবং গণিত সহ সমস্ত বিষয়ে একটি শক্ত ভিত তৈরি করার জন্য পঠন পদ্ধতি আরও প্রথাগত কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ করা হবে। মধ্যম স্তরটিও (মিডল স্টেজ) ও তিনটি শিক্ষা বর্ষ নিয়ে গঠিত হবে। এই স্তরে, প্রস্তুতিকরণ স্তরের শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠপ্রণালীর সাথে সাথে বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের আরও বিমূর্ত ধারণার শিক্ষা ও আলোচনা শুরু হবে। এই কার্যক্রম বিজ্ঞান, গণিত, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানসিক বিষয়ে হবে। প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে (এক্সপেরিমেন্টাল লার্নিং) শিক্ষণ এবং বিভিন্ন বিষয় এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এসে যাওয়া সত্ত্বেও বিষয়গুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক অনুভব করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারী স্তর বহু-বিষয়ক অধ্যয়নকে যুক্ত করে চারটি শিক্ষাবর্ষ নিয়ে গঠিত হবে। এই স্তরটি মধ্যম স্তরের শিক্ষণ প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হলেও, অধিক গভীরতা, অধিক আলোচনাত্মক চিন্তাভাবনা, বিদ্যার্থী

দ্বারা বিষয় নির্বাচনে অধিক নমনীয়তা ও জীবন আকাঙ্খার ওপর জোর দেওয়া হবে। বিশেষ করে দশম শ্রেণির পর ইচ্ছানুযায়ী বৃত্তিমূলক বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞতাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে বিকল্প বিষয় পছন্দ করার সুযোগ থাকবে।

4.3 উপরোক্ত বর্ণিত পর্যায়গুলি শুধুমাত্র পাঠ্যক্রম ও শিখন পদ্ধতির জন্য এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে বাচ্চাদের জ্ঞানীয় বিকাশ (কগনিটিভ ডেভলপমেন্ট) সঠিক ভাবে হয়। এটা রাষ্ট্রীয় ও রাজ্যস্তরে পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষণ- শিখন পদ্ধতি বিকাশের জন্য পথপ্রদর্শন করবে, কিন্তু এর প্রভাব ভৌতিক পরিকাঠামোর ওপর পড়বে না।

বিদ্যার্থীদের সমগ্র বিকাশ

4.4 সমস্ত স্তরে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতির সংস্কারের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল শিক্ষা প্রণালীকে মুখস্থবিদ্যা থেকে স্থানান্তরিত করে বাস্তবিক বোধগম্যতা এবং কিভাবে জ্ঞান অর্জন করবে, তা শেখানো এর দিকে অগ্রসর হওয়া। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানীয় চিন্তাভাবনার বিকাশ নয়, চরিত্র নির্মাণ ও একজন ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের সাথে সাথে একুশ শতকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা রপ্ত করানোও শিক্ষার উদ্দেশ্য। বাস্তবে জ্ঞান হল লুকিয়ে থাকা রত্নভাণ্ডার এবং শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে থাকা ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে সহায়তা করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাঠ্যক্রম ও পঠন পদ্ধতির সমস্ত দিক পুনর্নির্মাণ করা হবে। প্রাক বিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের সমন্বয় ও সংযোজনের জন্য সমস্ত ডোমেইন থেকে নির্দিষ্ট দক্ষতা ও মূল্যবোধ চিহ্নিত করতে হবে। এই দক্ষতা ও মূল্যবোধ শিক্ষণ-শিখন প্রণালীর মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে আত্মস্থ করানোর জন্য পাঠ্যক্রম রূপরেখা ও শিক্ষার পদ্ধতি তৈরি করা হবে। এন সি ই আর টি এই প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলিকে চিহ্নিত করবে এবং এই দক্ষতাগুলিকে কি ভাবে ছাত্ররা অর্জন করবে তার পদ্ধতি প্রারম্ভিক শৈশব ও বিদ্যালয় শিক্ষার জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখার অন্তর্ভূক্ত করবে।

অতিপ্রয়োজনীয় শিক্ষা ও আলোচনাত্মক চিন্তা-ভাবনা বাড়ানোর জন্য পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর হ্রাস।

4.5 প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু কম করে বুনিয়াদি প্রয়োজনীয় বস্তুকে কেন্দ্রিভূত করা হবে যাতে করে আলোচনাত্মক চিন্তাভবনা এবং আরও সামগ্রিক চর্চা-ভিত্তিক, অণ্বেষণ-ভিত্তিক, আলোচনা ভিত্তিক ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক শিক্ষার ওপরা গুরুত্ব দেওয়া যায়। বাধ্যতামূলক ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুটি দ্বারা মূল ধারণাগুলি, প্রয়োগক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ আরও ইন্টারঅ্যাক্টিভ উপায়ে সম্পাদন করা হবে; আরও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য উৎসাহিত করা হবে এবং আরও গভীর ও পরীক্ষামূলক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত ভাবে মজাদার, সৃজনশীল, সহযোগী ও অনুসন্ধান মূলক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত করতে হবে।

পরীক্ষা মূলক শিক্ষা

4.6 সমস্ত স্তরে পরীক্ষামূলক শিখন গৃহীত হবে, যেখানে অন্য সব শিখন পদ্ধতির সাথে সাথে, কাহিনী ভিত্তিক শিখন পদ্ধতি,হাতে-কলমে শিক্ষা এবং প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে শিল্প ও কলা সমন্বিত শিক্ষা ও খেলাধুলা সমন্বিত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই শিক্ষণ পদ্ধতি কে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা জানার জন্য উৎসাহিত করা হবে। শিখন ফলাফল (লার্নিং আউটকাম)অর্জনের ফাঁক গুলি বন্ধ করার জন্য শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনের দক্ষতা ভিত্তিক শিখন এবং শিক্ষার দিকে পরিবর্তিত হবে। মূল্যায়নের উপকরণ (যেমন শিক্ষার মত মূল্যায়ন, শিক্ষার মূল্যায়ন ও শিক্ষার জন্য মূল্যায়ন)। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট হিসেবে শিখন ফলাফল ক্ষমতা এবং অবস্থানের সাথে সারিবদ্ধ হবে।

4.7 কলা সমন্বয় (আর্ট ইন্টিগ্রেশন) একটি ক্রস- কারিকুলার শিখন পদ্ধতি যা শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং রূপকে ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয় ও ধারণাগুলো শেখার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। পরীক্ষামূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার অংশহিসেবে কলা সমন্বিত শিক্ষা গুলি কেবল আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ তৈরি করার জন্য নয়, প্রতিটি স্তরে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া তে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সংহতকরনের মাধ্যমে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র কে আত্মস্থ করার জন্যও ব্যবহৃত হবে। এই কলা সমন্বয় পদ্ধতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ কে আরো দৃঢ় করবে।

4.8 ক্রীড়া সমন্বয় হল আরেকটি ক্রস কারিকুলার শিক্ষণ পদ্ধতি যা দেশীয় খেলাধুলাসহ শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা

যেমন সহযোগিতা সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ দায়িত্ব নাগরিকত্ব ইত্যাদির বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের ফিটনেস থেকে আজীবন দৃষ্টিকোণ হিসাবে অবলম্বন করতে এবং ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনে পরিকল্পিত ফিটনেস এর স্তর গুলির সাথে সম্পর্কিত জীবন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনে ক্রীড়া সমন্বিত শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হবে। শিক্ষায় ক্রীড়া সমন্বয় করার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত কারণ এটি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বর্ধনের মাধ্যমে সামগ্রিক বিকাশ ঘটায়।

পছন্দসই কোর্স চয়ন করার ক্ষেত্রে নমনীয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শক্তিশালী করা।

4.9 বিদ্যার্থীদের বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত বিদ্যার্থীদের জন্য অধিক নমনীয় এবং বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিকল্প -এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এরমধ্যে শারীরশিক্ষা, কলা ও শিল্প তথা বৃত্তিমূলক বিষয়ও থাকবে যাতে তারা তাদের নিজস্ব পড়াশোনার দিশা এবং জীবন পরিকল্পনার ছক তৈরি করতে পারে। সামগ্রিক বিকাশ এবং বছরের পর বছর বিস্তৃত বিভিন্ন বিষয় ও কোর্স এর মধ্যে থেকে পছন্দমত নির্বাচন করতে পারাই হলো মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার নতুন বৈশিষ্ট্য। 'পাঠ্যক্রম', 'অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম' এবং 'সহ পাঠ্যক্রম' - এ 'কলা', 'মানবিকতা' ও 'বিজ্ঞানের' মধ্যে বা 'বৃত্তিমূলক' ও 'একাডেমিক স্ট্রিমের' মধ্যে কোন সুদৃঢ় বিভাজন থাকবে না। প্রতিটি স্তরে আকর্ষণীয়তার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান মানবিকতা ও গণিত এর পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষা চারু ও কারু শিল্প এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতার সম্পর্কিত বিষয় গুলি স্কুল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

4.10 বিভিন্ন অঞ্চলে যা সম্ভব হতে পারে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যালয় শিক্ষার চারটি স্তরের প্রত্যেকটিতে সেমিস্টার বা অন্য কোন পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে যা সংক্ষিপ্ত মডেল গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেয় অথবা সেইসব যেগুলিতে করানো যেতে পারে যাতে করে অধিক বিষয়ে জানার সুযোগ পাওয়া যায় এবং আরো বেশি নমনীয়তা সুনিশ্চিত করা যায়। কলা বিজ্ঞান মানবিকতা ভাষা খেলাধুলা এবং বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি সহ সমস্ত বিষয়কে অনেক বেশি নমনীয় এবং উপভোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যগুলিকে উদ্ভাবনী পদ্ধতির দিকে নজর দিতে হবে।

বহুভাষিকতা ও ভাষার শক্তি

4.11 এটি সর্বজনবিদিত যে ছোট বাচ্চারা তাদের ঘরের ভাষা/ মাতৃভাষায় আরো দ্রুত যে কোনো ধারণা শেখে এবং উপলব্ধি করে। ঘরের ভাষা সাধারণভাবে মাতৃভাষা হয় অথবা স্থানীয় সম্প্রদায় যে ভাষায় কথা বলে। তবে বহুভাষিক পরিবারগুলির পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা গৃহীত একটি ভাষা থাকতে পারে যা কখনো কখনো মাতৃভাষা / স্থানীয় ভাষার চেয়ে আলাদা হতে পারে। যেখানেই সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত তবে সুনির্দিষ্টভাবে অষ্টম শ্রেণি এবং তদুর্ধ পর্যন্ত ঘরের ভাষা/ মাতৃভাষা/ স্থানীয় ভাষা / আঞ্চলিক ভাষা হবে। পরবর্তীতে যেখানেই সম্ভব ভাষা হিসেবে ঘরের ভাষা/ স্থানীয় ভাষা শেখানো অব্যাহত থাকবে। এটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্কুল অনুসরণ করবে। বিজ্ঞান সহ সমস্ত বিষয়ের উচ্চ গুণমান এর পাঠ্যপুস্তক গুলি ঘরের ভাষা / মাতৃভাষায় উপলব্ধ করা হবে। বাচ্চাদের মৌখিক ভাষা ও শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে কোন ফাঁক থাকলে তা দূর করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এক্ষেত্রে ঘরের ভাষা/ মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক এর উপাদান উপলব্ধ না থাকলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হিসেবে যথাসম্ভব ঘরের ভাষা / মাতৃ ভাষাই ব্যবহৃত হবে। যেসব শিক্ষার্থীদের ঘরের ভাষা / মাতৃভাষা শিক্ষাদানে ব্যবহৃত ভাষার থেকে ভিন্ন তাদের ক্ষেত্রে দ্বিভাষী শিক্ষণ শিখন উপকরণ সহ দ্বিভাষা পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে। কোন একটি ভাষাকে ভালোভাবে শেখা বা বোঝার জন্য ওই ভাষাটিকে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার প্রয়োজন নেই।

4.12 গবেষণা থেকে এটি পরিষ্কার যে দুই থেকে আট বছর বয়সের মধ্যে বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি ভাষা শিখতে পারে এবং বহুভাষিকতা এই বয়সের বিদ্যার্থীদের জ্ঞানের প্রসার ও বিকাশে সহায়তা করে। ফাউন্ডেশনাল স্তর থেকেই বাচ্চাদের বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ দিতে হবে। সমস্ত ভাষা একটি উপভোগ্য ইন্টারঅ্যাকটিভ পদ্ধতিতে শেখানো হবে যেখানে অনেক ইন্টারঅ্যাকটিভ কথোপকথন হবে এবং পাঠ শুরুর বছরে পড়া ও পরবর্তীতে মাতৃভাষায় লেখা শেখানো হবে। তৃতীয় ও পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে অন্য ভাষায় পড়া ও লেখার কৌশল শেখানো হবে। দেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষত সংবিধানের অষ্টম তপশিলি তে উল্লেখিত সমস্ত ভাষায় প্রচুর শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। রাজ্যগুলি বিশেষত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজ্যগুলি নিজের নিজের রাজ্যে ত্রি ভাষা

সূত্র প্রয়োগ এর উদ্দেশ্যে এবং এর সাথে দেশব্যাপী ভারতীয় ভাষার অধ্যায়ন কে উৎসাহিত করতে প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষক নিযুক্তির জন্য নিজেদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করতে পারে। বিবিধ ভাষা শেখানো ও শেখার জন্য এবং ভাষা শিক্ষাকে জনপ্রিয় করতে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। তবে মাতৃভাষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

4.13 সংবিধানিক বিধি, জনগণ , অঞ্চল ও বিভিন্ন সমিতির আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকে মাথায় রেখে এবং বহুভাষাবাদ ও রাষ্ট্রীয় একতা কে প্রসারের প্রয়োজনীয়তাকে লক্ষ রেখে ত্রি ভাষা সূত্র কার্যকর করা অব্যাহত থাকবে। তবে ত্রি ভাষা সূত্রে অনেক বেশি নমনীয়তা থাকবে এবং কোন রাজ্যেই কোন ভাষা চাপিয়ে দেয়া হবে না। বাচ্চাদের শেখার তিনটি ভাষা রাজ্য, অঞ্চল এবং অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত হবে যেখানে তিনটির মধ্যে কমপক্ষে দুটি ভাষা ভারতীয় ভাষা হবে। বিশেষত যে শিক্ষার্থীরা তিনটির মধ্যে এক বা একাধিক ভাষার পরিবর্তন করতে চায় সেটা তারা ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীতে করতে পারবে। কিন্তু এই রকম পরিবর্তন করতে গেলে শিক্ষার্থীকে তিনটি ভাষায় (সাহিত্যের স্তরে ভারতের একটি ভাষা সহ) মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মৌলিক দক্ষতা অর্জন করে দেখাতে হবে।

4.14 বিজ্ঞান ও গণিত এর জন্য উচ্চমানের দ্বিভাষিক পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষণ শিখন উপকরণ তৈরি করার মধ্যমে প্রচেষ্টা করা হবে যাতে শিক্ষার্থীরা উভয় বিষয়ে নিজের ঘরের ভাষা / মাতৃভাষা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই চিন্তা করতে ও বলতে সক্ষম হয়।

4.15 বিশ্বের অনেক উন্নত দেশগুলি প্রমাণ করেছে যে নিজের ভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গুলিতে সুশিক্ষিত হওয়া কোন ক্ষতি নয়, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাগত, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পক্ষে লাভদায়ক। ভারতের ভাষাগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, সুন্দর ও উৎকৃষ্ট ভাব প্রকাশে সক্ষম ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে যেগুলোতে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের গদ্য ও কবিতার বিশাল ভান্ডার রয়েছে। এই ভাষাগুলোতে লেখা ছায়াছবি, সংগীত ও সাহিত্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ও সম্পদ। জাতীয় সংহতিকরণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সমস্ত অল্পবয়সী ভারতীয়কে তাদের দেশের ভাষাগুলির বিশালতা ও সমৃদ্ধ ভান্ডার এবং এগুলির সাহিত্যের যে ধন সম্পদ রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

4.16 সুতরাং দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত উদ্যোগের অধীনে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে 'ভারতের ভাষা' শীর্ষক একটি মজাদার প্রকল্প / ক্রিয়া-কলাপ এ অংশ নেবে। এই প্রকল্প/ ক্রিয়া-কলাপ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির উল্লেখযোগ্য ঐক্য এর বিষয়ে জানতে পারবে, যার ফলে প্রচলিত ধ্বনিগত এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজানো বর্ণমালা ও লিপি, তাদের সাধারন ব্যাকরণগত কাঠামো, সংস্কৃত ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় ভাষা থেকে শব্দ ভান্ডার এর উৎস ও উৎপত্তি র অনুসন্ধান থেকে শুরু করে এই ভাষাগুলোর সমৃদ্ধ অন্তর প্রবাহ এবং পার্থক্য বুঝতে পারবে। শিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল গুলি কোন ভাষায় কথা বলে তা জানবে এবং আদিবাসী ভাষা গুলির প্রকৃতি ও কাঠামো অনুধাবন করবে। ভারতবর্ষের মুখ্য ভাষাগুলির কিছু লাইন বা বাক্যাংশ এবং প্রত্যেকের সমৃদ্ধ ও উন্নত সাহিত্যের বিষয়ে কিছু বলতে পারবে (প্রয়োজনীয় অনুবাদকদের মাধ্যমে)। এই জাতীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষের একতা এবং সুন্দর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য উভয়ের উপলব্ধি পাবে । এর সাথে তারা তাদের সারা জীবন জুড়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোকেদের সাথে খুব সহজেই মেলামেশা করতে পারবে। এই প্রকল্প/ ক্রিয়া-কলাপ একটি আনন্দদায়ক কার্যকলাপ হবে এবং এর সাথে কোন ধরনের মূল্যায়ন জড়িত থাকবে না।

4.17 ভারতবর্ষের ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব প্রাসঙ্গিকতা এবং সৌন্দর্যের বিষয়টি উপেক্ষা করা যায়না। সংস্কৃত ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে উল্লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এর ধ্রুপদী সাহিত্য এতই বিস্তৃত যে সমস্ত লাতিন ও গ্রিক সাহিত্য মিলেও সংস্কৃতর সমতুল্য হতে পারবে না। সংস্কৃত সাহিত্যে গণিত, দর্শন, ব্যাকরণ, সঙ্গীত, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা, আর্কিটেকচার, ধাতু বিজ্ঞান, নাটক, কবিতা, কাহিনী এবং আরো অনেক কিছুর (সংস্কৃত জ্ঞান প্রণালী নামে পরিচিত) বিশাল ভান্ডার রয়েছে। এগুলি সব বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের সাথে সাথে নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন মানুষদের দ্বারাও এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের এবং বিভিন্ন আর্থসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের দ্বারা হাজার হাজার বছর ধরে লেখা হয়েছে। সুতরাং স্কুল ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরের সংস্কৃত কে ত্রিভাষার মুখ্য একটি বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা হবে। সংস্কৃত নলেজ সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে এবং বিশেষত ধ্বনি বিদ্যা ও সঠিক উচ্চারণ এর মাধ্যমে একটি আকর্ষণীয় ও পরীক্ষামূলক পঠন পদ্ধতির পাশাপাশি সমসাময়িক ও প্রাসঙ্গিক এমন উপায় শেখানো হবে। ফাউন্ডেশন ও মধ্যম স্তরের পর সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত পড়াতে হবে (এম টি এস)। পঠন-পাঠন পদ্ধতিকে আনন্দদায়ক বানানোর জন্য বিষয়বস্তু গুলো সংস্কৃততে লেখা যেতে পারে।

4.18 ধ্রুপদী ভাষা যেমন তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়ালাম ও ওড়িয়া সহ অন্যান্য ধ্রুপদী ভাষার অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাহিত্য রয়েছে। সাহিত্যে এর উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর সমৃদ্ধির জন্য এইসব শাস্ত্রীয় ভাষা ছাড়াও পালি, ফারসি, প্রাকৃত এর মত ভাষাগুলি সংরক্ষিত করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ যেহেতু পুরোপুরি উন্নত দেশে পরিণত হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভারতবর্ষের বিস্তৃত ও সুন্দর ধ্রুপদী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে এবং মানুষ হিসেবে সমৃদ্ধ হতে চাইবেন। সংস্কৃত ছাড়াও তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়ালাম, ওড়িয়া, পালি, ফারসি, প্রাকৃত সহ অন্যান্য ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্য এই বিকল্পগুলি থেকে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় স্তরে নিজেদের পছন্দমতো বিষয় নির্বাচন করার সুযোগ থাকবে। শিক্ষার্থীরা সম্ভবত অনলাইন মডিউল হিসেবে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক ও উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এগুলি পড়ার সুযোগ পাবে যাতে করে এটি সুনিশ্চিত করা যায় যে ভাষা ও সাহিত্য জীবিত ও প্রাণবন্ত ভাবে বিরাজ করে। সমৃদ্ধ মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জ্ঞান সম্পন্ন সমস্ত ভারতীয় ভাষার জন্য একই রকম প্রচেষ্টা করা হবে।

4.19 ভারতীয় শিশুদের সমৃদ্ধিকরণ এবং এই সমৃদ্ধ ভাষা ও তাদের শৈল্পিক রত্নভাণ্ডার সংরক্ষণের জন্য সরকার বা বেসরকারী সকল বিদ্যালয় এর সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাছে ভারতের একটি শাস্ত্রীয় ভাষা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছর শেখার সুযোগ থাকবে। এই ভাষা ও সাহিত্য শেখার প্রক্রিয়াটিতে প্রযুক্তি সমর্থিত পরীক্ষামূলক ও উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ পাবে।

4.20 শিক্ষার্থীরা ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজি ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্যক্রম এর সাথে সাথে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা যেমন কোরিয়ান, জাপানি, থাই, ফ্রান্স, জার্মানি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ ও রাশিয়ান ভাষা অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে যাতে করে তারা বিশ্ব সংস্কৃতির বিষয়-এ জানতে পারে এবং নিজেদের ইচ্ছা -আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পুরো পৃথিবী জুড়ে সহজ ও সাবলীল ভাবে ভ্রমণ করতে পারে।

4.21 সহজ ও মজাদার উপায় বিভিন্ন অ্যাপ এর ব্যবহার সহ উদ্ভাবনী ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ভাষার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিক যেমন ফিল্ম, থিয়েটার, কাহিনী, কবিতা ও সংগীত কে যুক্ত করে এবং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এর সংযোগ ঘটিয়ে ভাষা শেখানো হবে। পরীক্ষা মূলক শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা দেয়া হবে।

4.22 ভারতীয় সাঙ্কেতিক ভাষা (আইএসএল) কে একটি প্রামাণ্য রূপ দেয়া হবে এবং বধির শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় ও রাজ্যস্তরে পাঠক্রম তৈরি করা হবে। যেখানেই প্রাসঙ্গিক ও সম্ভব হবে স্থানীয় সাঙ্কেতিক ভাষাকে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং তা পড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।

পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় বিষয়, দক্ষতা ও ক্ষমতার সমন্বয়।

4.23 যদিও নিজের পাঠ্যক্রম নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বিদ্যার্থীর কাছে যথেষ্ট নমনীয় বিকল্প থাকা উচিত, কিন্তু আজকের খুব দ্রুত বদলে যাওয়া পৃথিবীতে একটি উন্নত, সফল, অভিনব এবং উৎপাদনশীল মানুষ হওয়ার জন্য সকল শিক্ষার্থীদের কিছু নির্দিষ্ট বিষয়, দক্ষতা ও সক্ষমতা শেখা উচিত। ভাষা গুলিতে দক্ষতা ছাড়াও এই কৌশল গুলির মধ্যে আছে বিজ্ঞানমনস্ক স্বভাব এবং প্রমাণ ভিত্তিক চিন্তাভাবনা; সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা; নান্দনিকতা ও শিল্পবোধ; মৌলিক ও লিখিত অভিব্যক্তির প্রকাশ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শারীরিক শিক্ষা, সক্ষমতা, সুস্থতা ও ক্রীড়া, সহযোগিতা ও দলবদ্ধ কাজ, সমস্যার সমাধান ও তার্কিক চিন্তা ভাবনা, বৃত্তিমূলক বিষয়ে জানার সুযোগ ও কৌশল, ডিজিটাল সাক্ষরতা, কোডিং ও গণনামূলক চিন্তা ভাবনা নৈতিকতা ও নৈতিক যুক্তি, মানবিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান ও তার অনুশীলন, লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, মৌলিক কর্তব্য, নাগরিক-দক্ষতা ও মূল্যবোধ, ভারতবর্ষের বিষয়ে জ্ঞান, জল ও ব্যবহার যোগ্য সম্পদের সংরক্ষণ সহ পরিবেশ সচেতনতা, স্বচ্ছতা, জঞ্জাল সাফাই ও স্বাস্থ্য বিধি; এবং সমসাময়িক ঘটনা ও স্থানীয় সম্প্রদায়, রাজ্য, দেশ ও বিশ্বেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান।

4.24 সব স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইসব গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা গুলি বিকাশের জন্য ইন্টেলিজেন্স, ডিজাইন থিংকিং, হলিস্টিক হেলথ, অর্গানিক লিভিং, পরিবেশ বিদ্যা, বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা (জিসিইডি) ইত্যাদি সমকালীন বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে প্রবর্তন সহ বিভিন্ন পাঠ্যক্রমিক ও শিক্ষাগত উদ্যোগ নেয়া হবে।

4.25 এটি স্বীকৃত যে গণিত ও গাণিতিক চিন্তা ধারা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং ও ডেটা সায়েন্স এর মত অসংখ্য আগত ক্ষেত্রগুলোতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। সুতরাং গাণিতিক চিন্তাভাবনাকে আরও উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলে এমন ধাঁধা ও গেমসের নিয়মিত ব্যবহার সহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে বুনিয়াদি পর্যায় থেকে শুরু করে বিদ্যালয় জীবনের সব বছরগুলিতে গণিত ও গণনার চিন্তা ভাবনার উপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। কোডিং সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ গুলি বিদ্যালয়ের মধ্যম স্তরে প্রবর্তন করা হবে।

4.26 প্রত্যেক বিদ্যার্থী ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে রাজ্য ও স্থানীয় সম্প্রদায় দ্বারা ঠিক করে দেওয়া এবং স্থানীয় দক্ষতার প্রয়োজন অনুসারে একটি আনন্দদায়ক কোর্স গ্রহণ করবে। এই কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পেশাগত কারুশিল্প যেমন খোদায়, বৈদ্যুতিক কাজ, ধাতব কাজ, উদ্দ্যান, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। 6-8 শ্রেণীর অনুশীলন ভিত্তিক একটি পাঠ্যক্রম এন সি ই আর টি যথাযথভাবে এন সি এফ এস এ 2020-21 গঠেনের সময় প্রস্তুত করবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে পাঠরত অবস্থায় সমস্ত বিদ্যার্থী 10 দিনের স্কুল ব্যাগ ছাড়া পিরিওডে অংশ নেবে যেখানে তারা স্থানীয় বৃত্তিমূলক বিশেষজ্ঞ যেমন ছুতোর, মালি, কুমোর, শিল্পী প্রভৃতির সাথে মিলিত হবে। বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি শিখতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অনুরূপ ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অনলাইন মাধ্যমে বৃত্তিমূলক কোর্সগুলি উপলব্ধ করা হবে। কলা, কুইজ, ক্রীড়া ও বৃত্তিমূলক কারুশিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-কলাপ এর জন্য সারা বছরই স্কুল ব্যাগ ছাড়া দিনগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। শিশুদের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ও পর্যটনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান/ স্মৃতিসৌধ ঘুরে দেখার স্থানীয় শিল্প ও কারিগরদের সাথে দেখা করার এবং তাদের গ্রাম/ তহশীল জেলা /রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করার সুযোগ দেয়া হবে।

4.27 'ভারতবর্ষের জ্ঞান' -এর মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান এবং আধুনিক ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর আদান সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার একটি স্পষ্ট ধারণা এর মধ্যে থাকবে। এই উপাদানগুলোকে পুরো স্কুল পাঠ্যক্রম জুড়ে যেখানে প্রাসঙ্গিক হবে সেখানেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও সঠিক উপায়ে শামিল করা হবে। বিশেষত আদিবাসী জ্ঞান এবং দেশীয় ঐতিহ্য গত শিক্ষার পদ্ধতি সহ ভারতীয় জ্ঞানের কাঠামো গুলি গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, আর্কিটেকচার, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, খেলাধুলা এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শাসন শালীনতা ও সংরক্ষণের সঙ্গেও 'ভারতবর্ষের জ্ঞান' কে সংহত করতে হবে। আদিবাসীদের নিজস্ব ঔষধি প্রথা, বন ব্যবস্থাপনা, ঐতিহ্যবাহী (জৈব) ফসল চাষ, প্রাকৃতিক চাষাবাদ ইত্যাদির নির্দিষ্ট কোর্সগুলি পড়ার ব্যবস্থা করা হবে। ভারতীয় জ্ঞানের কাঠামো গুলির উপর একটি আকর্ষক কোর্স বিদ্যালয় এর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠ করতে পারবে। মজাদার উপায়ে ও স্বদেশী খেলাধুলার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শেখার জন্য বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে পারে। পুরো বিদ্যালয়- পাঠ্যক্রম জুড়ে যথাযথ স্তরে বিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রের অনুপ্রেরণা জনক ব্যক্তিদের উপর বিস্তারিত তথ্য চিত্র দেখানো যেতে পারে। সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রাজ্য সফর করতে উৎসাহিত করা হবে।

4.28 শিক্ষার্থীদের অল্প বয়সেই 'ঠিক কাজ করা' - এর গুরুত্ব শেখাতে হবে এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি যৌক্তিক ধাঁচা বা কাঠামো গড়ে তোলা হবে। পরবর্তী বছরগুলোতে প্রতারণা, হিংসা, চৌর্যবৃত্তি, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, সহনশীলতা/ সাম্যতা, সহানুভূতি ইত্যাদি প্রতিপাদ্য গুলির সাথে এটি সম্প্রসারণ করা হবে যাতে শিশুদের নিজেদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিক/ নৈতিক মূল্যবোধ কে গ্রহণ করতে করার ক্ষেত্রে সক্ষম করে তুলতে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নৈতিক সমস্যার ওপর যুক্তি তর্ক করতে তার সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রতিটি কাজের নৈতিক আচরণ অনুশীলনের সক্ষম করতে জোর দেয়া হবে। এইরূপ মৌলিক নৈতিক চেতনা এর ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় মূল্যবোধ এবং সমস্ত মৌলিক মানবিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ (যেমন সেবা, অহিংসা, স্বচ্ছতা, সত্য, নিষ্কাম -কর্ম, শান্তি, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, বৈচিত্র/ বিবিধতা, বহুত্ববাদ, নৈতিক আচরন, লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, প্রবীনদের প্রতি শ্রদ্ধা, সব মানুষ ও তাদের সহজাত ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা, পরিবেশের প্রতি সম্মান, শিষ্টাচার, ধৈর্য, ক্ষমা, সহানুভূতি, মমত্ববোধ, দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সততা, দায়িত্ব, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্যতা ও ভ্রাতৃত্ব) এর বিকাশ ঘটবে। শিশুরা পঞ্চতন্ত্র, জাতক, হিতোপদেশ ও অন্যান্য মজাদার গল্পগুলি এবং ভারতীয় ঐতিহ্য পরম্পরার অনুপ্রেরণামূলক কাহিনীগুলি থেকে পড়তে ও শিখতে এবং বিশ্বব্যপী সাহিত্যের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে। ভারতীয় সংবিধানের অংশগুলিও সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, ভালো পুষ্টি, ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যবিধি, স্বচ্ছতা, দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা

যেমন যুক্ত হবে, তেমনি মদ, তামাক ও অন্যান্য মাদক পদার্থ এর ক্ষতিকারক প্রভাব গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হবে।

4.29 বুনিয়াদি স্তর থেকে বাকি সমস্ত স্তর পর্যন্ত, ভারতীয় ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতির পুনর্গঠন করা হবে। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, ভাষা, দর্শন, ভূগোল, প্রাচীন ও সমসাময়িক জ্ঞান, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা / চাহিদা, শেখার স্বদেশী পারম্পরিক প্রথা - এগুলোকেও যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে করে শিক্ষা যথাসম্ভব শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাসঙ্গিক, আকর্ষণীয়, ভরসাযোগ্য ও কার্যকর হয়। গল্প, কলা, খেলাধুলা, উদাহরণ, সমস্যা যথাসম্ভব ভারতীয় স্থানীয় প্রেক্ষাপটে চয়ন করা হবে। এইরূপ শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠলে ধারণা, বিমূর্ততা ও সৃজনশীলতার যথাযত বিকাশ সম্ভব হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (এন সি এফ এস ই)

4.30 বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য একটি নতুন ও বিস্তৃত জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা এন সি এফ এস ই 2020 -21

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 ও পাঠ্যক্রম এর জরুরী দিকগুলোর কথা বিবেচনা করে এবং রাজ্য সরকার, বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, প্রাসঙ্গিক বিভাগ ও কেন্দ্র সরকার সহ সমস্ত অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার উপর ভিত্তি করে এন সি ই আর টি বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য একটি নতুন ও বিস্তৃত জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা এন সি এফ এস ই 2020 -21 প্রস্তুত করবে। এটি সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় উপলব্ধ করা হবে। পরবর্তীতে এন সি এফ এস ই ডকুমেন্টটি প্রতি দুই বছরে একবার পুনর্মূল্যায়ন এবং আপডেট করা হবে।

স্থানীয় আস্বাদ ও বিষয়বস্তু সম্বলিত জাতীয় পাঠ্যপুস্তক

4.31 বিদ্যালয় এর পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর হ্রাস ও নমনীয়তা বৃদ্ধি এবং মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে গঠনমূলক পড়াশোনায় ওপর নতুন করে জোর দেয়া --পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বিষয়গুলো পরিবর্তনের প্রয়োজন। সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত প্রয়োজনীয় মূল উপাদান (আলোচনা, বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও প্রয়োজন সহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তবে একই সাথে স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজন অনুসারে কোনও পছন্দসই সংক্ষিপ্তসার ও পরিপূরক উপাদান ও যোগ করতে হবে। যেখানে সম্ভব হবে শিক্ষকদের কাছে পাঠ্যপুস্তক এর ক্ষেত্রে বিকল্প এর সুযোগ থাকবে। শিক্ষকদের কাছে এই রূপ পাঠ্যপুস্তক এর অনেক সেট থাকবে, যাতে প্রয়োজনীয় জাতীয় ও স্থানীয় উপাদান থাকবে। এর ফলে তারা তাদের নিজস্ব পঠন শৈলীর উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে এবং ছাত্র ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজন কেও পূর্ণ করতে পারবে।

4.32 শিক্ষার্থীদের ওপর ও শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক এর দামের বোঝা প্রশমিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন উৎপাদন খরচে জাতীয় মানের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে। এনসিইআরটি এর সাথে একযোগে এস সি আর টি দ্বারা প্রস্তুত উন্নত উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক সামগ্রী ব্যবহার করে এটি সম্পাদন করা যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তক এর অতিরিক্ত উপাদান গুলির জন্য জনহিতকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের এই জাতীয় উচ্চমানের বই লিখতে উৎসাহিত করা হবে। রাজ্যগুলি নিজেরাই তাদের পাঠ্যক্রম (যাহা যথাসম্ভব এনসিইআরটি দ্বারা প্রস্তুত এন সি এফ এস ই এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারে) এবং পাঠ্যপুস্তক(যেগুলি যথাসম্ভব এন সি ই আর টি এর পাঠ্যপুস্তক এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারে) প্রস্তুত করতে পারে। এই পাঠ্যপুস্তক গুলিতে প্রয়োজনানুসারে স্থানীয় আস্বাদ ও উপকরণ গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এটি করার সময় অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে এন সি ই আর টির দ্বারা প্রস্তুত পাঠ্যক্রমটি জাতীয় স্তরে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণীয় হবে। সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাতেই যাতে এই পাঠ্যপুস্তকগুলোও সহজেই পাওয়া যায় সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বিদ্যালয়ে সময়মতো পাঠ্য পুস্তকের উপলব্ধতা নিশ্চিন্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ও ব্যয়ভার লঘু করার উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত প্রদেশে এন সি ই আর টি দ্বারা সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

4.33 এনসিইআরটি, এসসিইআরটি, স্কুল ও শিক্ষাবিদদের মিলিত প্রচেষ্টায় পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে উপযুক্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে স্কুলব্যাগ ও পাঠ্যপুস্তক এর ভার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করা হবে।

শিক্ষার্থীদের বিকাশের জন্য মূল্যায়নের আমূল পরিবর্তন

4.34 আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়নের প্রকৃতি মূলত সারসংক্ষেপ গত এবং প্রাথমিকভাবে মুখস্থবিদ্যা বা স্মৃতিশক্তি ভিত্তিক। এই অবস্থান থেকে সরে মূল্যায়নকে আরো নিয়মিত ও গঠনমূলক এবং দক্ষতা ভিত্তিক করে তুলতে হবে। এর সঙ্গে মূল্যায়ন পদ্ধতি আমাদের শিক্ষার্থীদের বিকাশ ও শেখার আগ্রহকে উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ, যুক্তিবাদী ভাবনা, স্বচ্ছ ধারণার মত উচ্চতর দক্ষতা গুলিকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করবে। প্রকৃতভাবে শেখাই হবে মূল্যায়ন এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ইহা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং সমগ্র স্কুলশিক্ষা প্রণালীতে সহায়তা করবে। সব বিদ্যার্থীদের শেখার ও বিকাশের অনুরূপ পরিবেশ তৈরি করতে এবং পঠন-পাঠন পদ্ধতির ক্রমাগত সংশোধন করতে মূল্যায়ন সহায়তা করবে। ইহাই শিক্ষার সমস্ত স্তরের মূল্যায়নের অন্তর্নিহিত নীতি হবে।

4.35 প্রস্তাবিত জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র, এন সি ই আর টি ও এস সি ই আর টি এর তত্ত্বাবধানে রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি দ্বারা সমস্ত বিদ্যার্থীদের স্কুল ভিত্তিক মূল্যায়ন এর আধারে তৈরি হওয়া এবং অভিভাবক দেওয়া প্রগতিপত্র কে (প্রগেস রিপোর্ট) সম্পূর্ণভাবে নতুন রূপ দেয়া হবে। প্রগতি পত্রটি একটি সামগ্রিট, 360 ডিগ্রী, ও বহুমাত্রিক প্রতিবেদন হবে যেখানে প্রগতির সাথে সাথে জ্ঞানীয়, সংবেদনশীল ও সাইকো মোটর এর মত বিভাগগুলোতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্রতার প্রতিফলন ঘটবে। এতে স্ব-মূল্যায়ন, সহপাঠী মূল্যায়ন, ও অনুসন্ধান ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কুইজ, প্রকল্প, রোল প্লে, দলগত কাজ, পোর্টফলিও ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সামগ্রিক প্রগতিপত্র বাড়ি এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করবে। এর সঙ্গে পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের নিয়মিত ভাবে আলোচনা সভায় মিলিত হওয়া, বাচ্চার সামগ্রিক শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। প্রগতি পত্র টি শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করবে। শিক্ষার্থীদের দ্বারা এআই ভিত্তিক সফটওয়্যার এর বিকাশ ও প্রয়োগ মাতা-পিতা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য শেখার ডেটা ও ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রশ্নাবলী এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর স্কুলের বছরগুলিতে ওর বিকাশ ট্র্যাক করতে সাহায্য করবে। ইহার দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার সামর্থ্য, পছন্দের ক্ষেত্র এবং একান্ত মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে মূল্যবান তথ্য প্রদান করা যাবে। এর ফলে অনেকগুলি বিকল্প এর মধ্য থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দসই ক্যারিয়ার বেছে নিতে পারবে।

4.36 বোর্ড পরীক্ষা ও প্রবেশিকা পরীক্ষা সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার বর্তমান প্রকৃতি এবং এর ফলস্বরূপ আজকের কোচিং সংস্কৃতি বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে খুব বেশি ক্ষতি করছে। এর ফলে শিক্ষার্থী তার মূল্যবান সময় সত্যিকারের অধ্যয়নের পরিবর্তে পরীক্ষার প্রস্তুতি ও অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করছে। এই পরীক্ষাগুলো শিক্ষার্থীদের পছন্দসই বিষয় বেছে নেয়া ও নমনীয়তা যা ভবিষ্যতের শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে তা দেওয়ার বদলে একটি একক প্রবাহে সংকীর্ণ উপাদান শিখতে বাধ্য করছে।

4.37 যদিও দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা চলবে, তবে কোচিং ক্লাসের প্রয়োজনীয়তা দূর করার জন্য বড় বোর্ড ও প্রবেশিকা পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতির সংস্কার করা হবে। বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থার এই ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো দূর করে সামগ্রিক বিকাশ কে উৎসাহিত করার জন্য বোর্ড পরীক্ষার পদ্ধতি নতুন করে তৈরি করা হবে। যে বিষয়গুলোতে বোর্ডের পরীক্ষা নেয়া হয় তার মধ্যে থেকে নিজেদের ইচ্ছামত বিষয় শিক্ষার্থীরা পছন্দ করতে পারবে। বোর্ড পরীক্ষাগুলো 'সহজ' করা হবে এই অর্থে যে তারা কয়েকমাসের কোচিং এবং মুখস্থ করার পরিবর্তে প্রাথমিকভাবে মূল ক্ষমতা/ দক্ষতা পরীক্ষা করবে। যে বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে যায় এবং নিজেই মৌলিক প্রচেষ্টা করে চলেছে সে অতিরিক্ত কোনো প্রয়াস চালায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবে। বোর্ড পরীক্ষায় 'হাই স্টেক্স' দিকটিকে সমাপ্ত করার জন্য সমস্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষাবর্ষে দুবার বোর্ড পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে, একটি প্রধান পরীক্ষা এবং আরেকটি উন্নতির জন্য, যদি ইচ্ছা হয়।

4.38 শিক্ষার্থীদের পছন্দ, আরো নমনীয়তা, দুটি প্রচেষ্টার সর্বোত্তম - এগুলির অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও মূল্যায়ন যা প্রধানত মূল সক্ষমতা যাচাই করে - সমস্ত বোর্ড পরীক্ষার জন্য তৎকাল গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের রূপে দেখতে পাওয়া উচিত। বোর্ড গুলো নিজেদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য অন্য কার্যকর মডেল তৈরি করতে পারে যাতে করে কোচিং সংস্কৃতি ও পরীক্ষার চাপ কম করা যায়। কিছু সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ বার্ষিক/ ষান্মাসিক/ মডেল ভিত্তিক বোর্ড পরীক্ষার একটি ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে - যেখানে খুব কম উপাদানে প্রত্যেক পরীক্ষা নেয়া হবে হবে এবং স্কুলের সংশ্লিষ্ট কোর্স গ্রহণের পরপরই নেয়া হয়। এর ফলে মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার চাপ ভালোভাবে বন্টন করা যাবে, কম চাপ হবে এবং মাধ্যমিক স্তরে 'হাই স্টেক্স' কম হবে। গণিত থেকে শুরু করে এ সমস্ত বিষয় এর সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন দুটি স্তরে করা যেতে

পারে - একটি প্রমাণ স্তরে এবং আরও একটি উচ্চতর স্তরে। নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বোর্ড পরীক্ষা কে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে - মাল্টিপল চয়েস বিশিষ্ট অতিসংক্ষিপ্ত ধরনের একটি অংশ এবং অন্যটি বর্ণনামূলক ধরনের।

4.39 উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ে এস সি ই আর টি, মূল্যায়ন বোর্ড (বিডিএ), প্রস্তাবিত নতুন জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রধান অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করে এনসিআরটি দ্বারা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হবে যাতে করে 2022-23 শিক্ষাবর্ষের মধ্যে এনসিএফ এস ই 2021 এর অনুরূপ মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন সম্পন্ন করা যায়।

4.40 শুধুমাত্র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর শেষের দিকেই নয় বিদ্যালয়ের সমস্ত বছরগুলোতে অগ্রগমন এর ধারা ট্র্যাক করার জন্য অভিভাবক, শিক্ষক, অধ্যক্ষ সবার ভালোর জন্য এবং বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পঠন-পাঠন পদ্ধতি সংস্কারের উদ্দেশ্য সমস্ত শিক্ষার্থীকে একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত তৃতীয়, পঞ্চম, ও অষ্টম শ্রেণীতে বিদ্যালয় পরীক্ষা দিতে হবে। এই পরীক্ষাগুলো মুখস্ত করে মনে রাখার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক উচ্চতর ক্রমের কৌশল এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জ্ঞানের প্রয়োগের সাথে সাথে জাতীয় ও স্থানীয় পাঠক্রমের মূল ধারণা এবং মৌলিক শিখন ফলাফল অর্জনের পরীক্ষা করবে। বিশেষত তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা মৌলিক সাক্ষরতা, সংখ্যার জ্ঞান এবং অন্যান্য বুনিয়াদি দক্ষতার পরীক্ষা করবে। স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল কেবলমাত্র স্কুলশিক্ষা প্রণালীর বিকাশের কাজে ব্যবহৃত হবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল (শিক্ষার্থীদের নাম ছাড়া) জন্সমক্ষে প্রকাশিত হবে। স্কুল ব্যবস্থার ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও উন্নতিসহ কেবলমাত্র শিক্ষা প্রদানের বিকাশের কাজেই পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহৃত হবে।

4.41 এম এইচ আর ডি এর অধীনে মান নির্ণয়কারী সংস্থা হিসেবে একটি জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র, পরখ (পারফরম্যান্স, অ্যাসেসমেন্ট, রিভিউন এন্ড অ্যানালিসিস অফ নলেজ ফর হলিস্টিক ডেভলপমেন্ট) প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সংস্থাটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়ম, মানদণ্ড এবং নির্দেশিকা প্রস্তুত করবে। এর সাথে ইহা স্টেট অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে (এস এ এস) এর পথনির্দেশনা করবে এবং ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে (এন এ এস) পরিচালনা করবে। এছাড়া দেশের শিখন ফলাফলের ওপর নজরদারি করা। এই নীতির ঘোষিত উদ্দেশ্য-এর অনুরূপ একবিংশ শতকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে মূল্যাঙ্কন প্যাটার্ন পরিবর্তন করার জন্য স্কুল বোর্ডগুলোকে উৎসাহিত ও সাহায্য করাও এই সংস্থাটির উদ্দেশ্য হবে। এই কেন্দ্রটি নতুন মূল্যায়ন এর ধরন এবং সর্বশেষ গবেষণার বিষয়-এ স্কুল বোর্ডকে পরামর্শ দেবে, স্কুল বোর্ড গুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ভারতবর্ষের মান্যতা প্রাপ্ত সমস্ত স্কুল বোর্ডগুলির মধ্যে সর্বোত্তম অনুশীলন গুলি ভাগ করে নেওয়ার এবং বোর্ডগুলির শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাডেমিক মানের সমতুল্যতা নিশ্চিত করার জন্য এটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে।

4.42 বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষার নীতিগুলি একই রকম হবে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) প্রতিবছর কমপক্ষে দু'বার বিজ্ঞান, মানবিকতা, ভাষা, কলা এবং বৃত্তিমূলক বিষয়ে একটি বিশেষ মানের সাধারণ বিষয়- পরীক্ষার পাশাপাশি একটি উচ্চ মানের অ্যাপটিটিউড টেস্ট এর ব্যবস্থা করবে। এই পরীক্ষাগুলো ধারণাগত বোঝাপড়া এবং জ্ঞান প্রয়োগ এর দক্ষতা পরীক্ষা করবে এবং এই পরীক্ষাগুলোর জন্য যাতে কোচিং এর প্রয়োজন না হয় তা লক্ষ্য রাখা হবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পছন্দ মতো বিষয় নিতে পারবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক স্বতন্ত্র পোর্টফলিও দেখতে পারবে। ব্যক্তিগত পছন্দ ও প্রতিভার এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হবে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি ও ফেলোশিপের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এনটিএ একটি প্রমূখ, বিশেষজ্ঞ, স্বায়ত্তশাসিত পরীক্ষা সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এনটিএ দ্বারা পরিচালিত এই পরীক্ষাগুলো উচ্চমান, পরিষর ও নমনীয়তা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিবর্তে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা কে ব্যবহার করার সুযোগ দেবে। এর ফলে শিক্ষার্থী, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বোঝা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এনটিএ এর মূল্যায়ন ব্যবহার করার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গুলির উপর ছেড়ে দেয়া হবে।

প্রতিভাধর ও অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তা।

4.43 প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজাত প্রতিভা রয়েছে যা অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে এবং তার লালন-পালন, পোষণ ও বিকাশ ঘটাতে হবে। এই প্রতিভা গুলি বিভিন্ন রুচি, স্বভাব, ও সামর্থের আকারে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে। যে শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ বা রুচি এবং সক্ষমতা দেখায় তাদের অবশ্যই সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এর বাইরে সেই ক্ষেত্রটি আরো বেশি করে অধ্যায়ন ও

অনুসরণ করতে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষায় এই জাতীয় শিক্ষার্থীর প্রতিভা ও আগ্রহ স্বীকৃতি ও উৎসাহ দেয়ার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এনসিইআরটি ও এন সি টি ই প্রতিভাধর শিশুদের শিক্ষার জন্য নির্দেশিকা তৈরি করবে। প্রতিভাধর শিশুদের শিক্ষা - এটিকে স্পেশালাইজেশন হিসেবে নেওয়ার জন্য বি এড প্রোগ্রাম গুলি অনুমতি দিতে পারে।

4.44 শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থী বা প্রতিভাধর শিক্ষার্থীদের পরিপূরক ও সমৃদ্ধ উপাদান এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের আরো উৎসাহিত করবে। বিষয় কেন্দ্রিক ও প্রকল্পভিত্তিক ক্লাব ও গোষ্ঠীগুলিকে স্কুল, স্কুল কমপ্লেক্স, জেলা ও আরও উচ্চতর স্তরে উৎসাহিত ও সমর্থন করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞান, গণিত, সংগীত, নৃত্য, দাবা খেলা, ভাষা, নাটক, বিতর্ক, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য, যোগব্যায়াম, পরিবেশ বিষয়ক ক্লাব বা গোষ্ঠী গুলির কথা বলা যেতে পারে। এর পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চমানের গ্রীষ্মকালীন জাতীয় আবাসিক শিবিরের মতো কর্মসূচি গুলোকেও উৎসাহিত করতে হবে এবং দেশজুড়ে সেরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আকর্ষিত করার জন্য কঠোর, যোগ্যতাভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গত ভর্তি প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

4.45 অলিম্পিয়াড ও বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা স্কুল থেকে স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে সুস্পষ্ট সমন্বয় অগ্রগতির সাথে সারাদেশে পরিচালিত হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সমস্ত শিক্ষার্থী যে স্তরের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে সেই স্তরে অংশগ্রহণ করতে পারছে। ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ অঞ্চল ও আঞ্চলিক ভাষা গুলিতে এগুলি উপলব্ধ করানোর চেষ্টা করা হবে। আইআইটি, এন আই টি এর মত বিশিষ্ট সংস্থাসহ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্নাতক স্তরে ভর্তির মানদণ্ডের অংশ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জাতীয় প্রোগ্রাম গুলির মেধাভিত্তিক ফলাফল ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

4.46 একবার ইন্টারনেট সংযুক্ত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট গুলি সমস্ত বাড়িতে এবং / বা স্কুল উপলব্ধ হয়ে গেলে কুইজ, প্রতিযোগিতা, মূল্যায়ন, সমৃদ্ধ, উপকরণ এবং নিজেদের পছন্দ জানানোর জন্য অনলাইন কমিউনিটি এর প্রয়োজনীয় অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন গুলি তৈরি করা হবে এবং পূর্বোক্ত সমস্ত উদ্যোগকে আরও উন্নত করতে পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের যথাযথ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করবে।

5. শিক্ষক

5.1 শিক্ষকরাই আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠন করে এবং তাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। এই মহৎ ভূমিকার কারণেই ভারতবর্ষের শিক্ষকরা ছিলেন সমাজের সর্বাধিক সম্মানিত সদস্য। শুধুমাত্র সেরা ও বিদ্বান ব্যক্তি রায় শিক্ষক হতেন। বিদ্যার্থীদের নির্ধারিত জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রদান করার জন্য সমাজ গুরু বা শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতো। শিক্ষক - শিক্ষার গুণমান, নিয়োগ, বিস্তার, চাকরির শর্ত এবং শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন যেমন হওয়া উচিত সেরকম নেই। এর ফলস্বরূপ শিক্ষকদের গুণমান এবং অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ কাঙ্খিত মানে পৌঁছায় না। শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং শিক্ষকতা পেশার উচ্চমর্যাদা কে পুনরুদ্ধার করতে হবে যাতে এই পেশায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিরা প্রবেশ করার অনুপ্রেরণা পায়। আমাদের শিশু ও আমাদের জাতির সম্ভাব্য সর্বোত্তম ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা ও ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

নিয়োগ ও বিন্যাস

5.2 উৎকৃষ্ট বিদ্যার্থী - বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চল থেকে বিদ্যার্থীরা যাতে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য উচ্চ গুণমানের চার বছরের সমন্বিত বিএড পড়ার জন্য সারা দেশে প্রচুর পরিমাণে মেধাভিত্তিক বৃত্তি চালু করা হবে। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ মেধাভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করা হবে যা তাদের বিএড ডিগ্রী সফলভাবে সম্পন্ন করার পরে স্থানীয় অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। এই ধরনের বৃত্তি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের বিশেষত মহিলা শিক্ষার্থীদের স্থানীয় কাজের সুযোগ প্রদান করবে, যাতে করে এই শিক্ষার্থীরা স্থানীয় অঞ্চলের রোল মডেল এবং স্থানীয় ভাষায় কথা বলার মত খুবই দক্ষ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত যে সকল অঞ্চলে বর্তমানে উৎকৃষ্ট শিক্ষকের তীব্র ঘাটতি আছে সেই অঞ্চলগুলিতে শিক্ষকতা করার জন্য শিক্ষকদের

বিশেষ উৎসাহ দেয়া হবে। গ্রামীণ বিদ্যালয়ে পাঠদানের একটি মূল প্রেরণা হিসেবে স্কুল প্রাঙ্গনের নিকটে থাকার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা বা বাড়ি ভাতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

5.3 শিক্ষকদের অতিরিক্ত বদলি - এই ক্ষতিকারক ব্যবস্থাটি বন্ধ করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে রোল মডেল ও শিক্ষামূলক পরিবেশের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে খুব বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের বদলি করা যেতে পারে। এছাড়া স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বদলির প্রক্রিয়াটি একটি অনলাইন কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

5.4 টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টিইটি) কে শক্তিশালী করার জন্য বিষয়বস্তু ও শিক্ষণশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই আরো ভালো পরীক্ষার উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমস্ত পর্যায়ের (ফাউন্ডেশনাল, প্রিপারেটরি, মধ্যম ও মাধ্যমিক) শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য টিইটির বিস্তার ঘটানো হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত টিইটি বা এনটিএ স্কোরও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে। পাঠদানের প্রতি আবেগ ও উৎসাহের ক্ষেত্রগুলি নির্ণয়ের জন্য ইন্টারভিউ বা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের প্রদর্শন বিদ্যালয়ে/ বিদ্যালয় পরিসরে শিক্ষক নিয়োগের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে। স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ ও দক্ষতার মূল্যায়নও এই ইন্টারভিউ গুলিতে করা হবে, যাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে/ বিদ্যালয় পরিসরে অন্তত এমন কিছু শিক্ষক থাকবেন যারা স্থানীয় ভাষায় এবং শিক্ষার্থীদের অন্যান্য প্রচলিত ঘরের ভাষাতে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলতে পারবেন। বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও অবশ্যই একইরকমভাবে টিইটি, একটি ইন্টারভিউ/ শ্রেণিকক্ষে পাঠপ্রদর্শন ও স্থানীয় ভাষায় জ্ঞান এর মত দক্ষতাগুলি অর্জন করতে হবে।

5.5 প্রতিটি বিষয়ে বিশেষ করে কলা, শারীরিক শিক্ষা, বৃত্তি মূলক শিক্ষা এবং ভাষার মতো বিষয়গুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার কর্তৃক গৃহীত স্কুলগুলির গোষ্ঠীকরণ নীতি অর্থাৎ কিছু স্কুলকে একটি গ্রুপে রেখে শিক্ষকদের গ্রুপের বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

5.6 বিদ্যালয়ে/ বিদ্যালয় পরিসরে যে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এবং স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতা কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বিভিন্ন বিষয় যেমন ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় কলা, বৃত্তিমূলক শিল্প, বাণিজ্যিক কৃষি বা অন্য যেকোনো বিষয়ে স্থানীয় দক্ষতা রয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তি বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে বিশেষ প্রশিক্ষক হিসেবে রাখার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

5.7 আগামী দুদশক ধরে প্রত্যাশিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের শূন্যপদ মূল্যায়ন করতে একটি প্রযুক্তিভিত্তিক বিস্তৃত শিক্ষক-প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার পূর্বাভাস এর কার্য প্রতিটি রাজ্য দ্বারা আয়োজিত হবে। নিয়োগ ও বিস্তার এর ব্যাপারে উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলি সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজন অনুসারে আরো উন্নীত করা হবে যাতে করে সমস্ত শূন্যপদে স্থানীয় শিক্ষকদের সহিত যোগ্য শিক্ষকদের নিম্নে বর্ণিত কেরিয়ার প্রবন্ধন ও অগ্রগতির জন্য উপযুক্ত উৎসাহ সহিত নিয়োগ করতে হবে। আনুমানিক শূন্যপদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই শিক্ষক - শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

পরিষেবা, পরিবেশ ও সংস্কৃতি

5.8 বিদ্যালয়ে কাজের পরিবেশ ও সংস্কৃতির অমূল্য পরিবর্তনের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে শিক্ষকদের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে করে শিক্ষকদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মচারীরা একটি যত্নশীল প্রারম্ভিক এবং ইনক্লুসিভ সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে কাজ করবে এবং আমাদের বাচ্চারা শিখছে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সবাই মিলে কাজ করে চলবে।

5.9 বিদ্যালয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে একটি শালীন ও মনোরম পরিবেশের খুবই দরকার। ইহা সুনিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয় পর্যাপ্ত ও নিরাপদ পরিকাঠামো, শৌচালয়, পরিষ্কার পানীয় জল, পড়াশোনার জন্য পরিষ্কার ও আকর্ষক স্থান, উদ্যান, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, লাইব্রেরি, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও বিনোদনের ব্যবস্থা সমস্ত স্কুলে থাকতে হবে যাতে করে স্কুলের সমস্ত লিঙ্গের শিক্ষার্থী ও দিব্যাঙ্গ শিশুদের সহিত সমস্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা একটি সুরক্ষিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) ও কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ পায় এবং তারা তাদের স্কুলে পড়ানো ও শেখার জন্য অনুপ্রেরিত ও সুবিধাজনক বোধ করে। সেবা কালীন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে স্কুলের কর্মস্থলে সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে যাতে করে সমস্ত শিক্ষকরা এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়।

5.10 কার্যকরী স্কুল প্রশাসন, সম্পদের যথাযথ বন্টন ও সম্প্রদায় কে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারগুলি বিদ্যালয়ের সহজলভ্যতা অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন উদ্ভাবনী রীতি চালু করতে পারে। বিদ্যালয় পরিসরগুলি প্রাণবন্ত শিক্ষক সম্প্রদায় গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয় পরিসরগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ফলে বিদ্যালয় পরিসর গুলির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এটি শিক্ষকদের বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিতরনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে যার ফলে আরো প্রাণবন্ত শিক্ষকজ্ঞাণের আধার তৈরি হবে। খুব ছোট স্কুলের শিক্ষকেরা আর বিচ্ছিন্ন থাকবেনা, বৃহত্তর বিদ্যালয় পরিসরে সম্প্রদায়ের অংশ হয়ে উঠবে এবং একে অপরের সঙ্গে সর্বোত্তম অনুষ্ঠান গুলি ভাগ করে নিয়ে সমস্ত শিশুরা শিখছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। শিক্ষকদের ওপরেও সহায়তার জন্য শিক্ষার কার্যকারী পরিবেশ সৃষ্টি করতে বিদ্যালয় পরিসরগুলি কাউন্সিলর, প্রযুক্তিগত ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী ইত্যাদি বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে।

5.11 অভিভাবক এবং অন্যান্য মূল অংশীদারদের সহযোগিতায়, শিক্ষকরা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি/ বিদ্যালয় পরিসর পরিচালনা কমিটির সদস্য হওয়া সহ বিদ্যালয়/ বিদ্যালয় পরিসর পরিচালনায় আরো বেশি করে যুক্ত হবে।

5.12 শিক্ষকদের বর্তমানে পাঠদান ব্যতিত অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। ইহা বন্ধ করার জন্য সরাসরি শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয় এরূপ কাজের সঙ্গে শিক্ষকদের এখন থেকে আর যুক্ত করা হবে না। বিশেষত শিক্ষকরা, জটিল প্রশাসনিক কাজে এবং মধ্যাহ্নভোজ সম্পর্কিত কাজের জন্য যুক্তিসঙ্গত ন্যূনতম সময়ের চেয়ে বেশি জড়িত থাকবেন না, যাতে তারা পঠন-পাঠন এর দায়িত্ব গুলিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারেন।

5.13 বিদ্যালয়গুলিতে ইতিবাচক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের বিদ্যালয়ের সকল অংশীদারদের সুবিধার জন্য একটি যত্নশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

5.14 শিক্ষকদের পঠন পদ্ধতি সংক্রান্ত দিকগুলি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরো স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে, যাতে তারা তাদের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য যেভাবে সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে করে সেভাবেই শিক্ষাদান করতে পারে। শিক্ষকরা সামাজিক শিক্ষার দিকটিতেও মনোনিবেশ করবেন - যে কোন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার ফলাফল কে উন্নত করার ক্ষেত্রে পাঠদানের অভিনব পদ্ধতির জন্য শিক্ষকরা স্বীকৃত হবেন।

5.15 শিক্ষকদের নিজেদের উন্নতি এবং তাদের পেশায় নতুন নতুন উদ্ভাবন ও অগ্রগতি শেখার জন্য নিরবিচ্ছন্ন সুযোগ দেয়া হবে। এগুলি স্থানীয়, আঞ্চলিক, রাজ্য এবং জাতীয় কর্মশালায় পাশাপাশি অনলাইন শিক্ষক বিকাশ মডিউলের মতো একাধিক পদ্ধতিতে দেয়া হবে। প্ল্যাটফর্ম গুলির (বিশেষত অনলাইন প্লাটফর্ম গুলির) বিকাশ ঘটানো হবে যাতে করে শিক্ষকরা নিজেদের ধারণা ও সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ভাগ করে নিতে পারেন। প্রতিটি শিক্ষক তাদের নিজস্ব পেশাদারী বিকাশের জন্য প্রতিবছর কমপক্ষে 50 ঘন্টা সিপিডি কার্যক্রমে অংশ নেবেন বলে আশা করা যায়। সিপিডির কার্যক্রমগুলো বিশেষত প্রাথমিক সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা, শিখন ফলাফলের গঠনমূলক ও অনুকূল মূল্যায়ন, দক্ষতা ভিত্তিক পড়াশোনা, এবং এই সংক্রান্ত শিক্ষণ পদ্ধতি, যেমন পরীক্ষামূলক শেখা, কলা সমন্বিত, ক্রীড়া সমন্বিত, এবং গল্প - বিবরণ ভিত্তিক বিভিন্ন পন্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

5.16 বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয় পরিসরের প্রমূখ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লিডারশিপ ও ম্যানেজমেন্ট কৌশল নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিকশিত করার জন্য অনুরূপ মডিউল ভিত্তিক লিডারশিপ/ ম্যানেজমেন্টের কর্মশালা আয়োজন করা হবে এবং এর সাথে অনলাইন বিকাশের সুযোগ ও প্লাটফর্ম থাকবে যাতে করে সেরা অনুশীলন গুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। এই জাতীয় নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিবছর 50 ঘন্টা বা আরো বেশি সিপিডি মডিউলের কার্যক্রমে অংশ নেবেন। নেতৃত্ব ও পরিচালনার বিষয়গুলোর পাশাপাশি দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের উপরে মনোনিবেশ সহ বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতির মতো বিষয়গুলির কার্যক্রমেও অংশ নেবেন বলে আশা করা যায়।

কেরিয়ার পরিচালনা ও অগ্রগতি (সিএমপি)

5.17 অসামান্য কাজ করছেন এমন শিক্ষকদের অবশ্যই স্বীকৃতি প্রদান এবং পদোন্নতি দেয়ার পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধি করা উচিত, যাতে সকল শিক্ষককে তাদের সেরা কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়। সুতরাং শিক্ষকতার প্রতি পর্যায়ে একাধিক স্তর সহ, মেয়াদ, পদোন্নতি ও বেতন কাঠামোর একটি শক্তিশালী যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামো তৈরি করা হবে, যা অসামান্য শিক্ষকদের উৎসাহ ও স্বীকৃতি দেবে। শিক্ষকদের কর্ম দক্ষতার সঠিক মূল্যায়নের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারগুলি দ্বারা একাধিক প্যারামিটার বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থা নেয়া হবে যা সহ কর্মীদের দ্বারা করা পর্যালোচনা, উপস্থিতি, সমর্পণ, সিপিডি -এর ঘন্টা এবং বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের জন্য করা পরিষেবা আইন 5-20 প্রচ্ছেদে দেওয়া এনপিএসটি ভিত্তিক পরিষেবার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে। এই নীতিতে কেরিয়ার প্রসঙ্গে, কার্যকালীন পারফর্মেন্স ও অবদানের যথাযথ মূল্যায়নের পরে স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য নিশ্চিতকরণকে বোঝায় যেখানে 'কার্যকালীন ট্রাক' স্থায়ী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরীক্ষাকালীন (পিরিয়ডের প্রবাহমান) মেয়াদ কে বোঝায়।

5.18 এছাড়াও কর্মজীবনে বৃদ্ধি (কার্যকাল, পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে) বিদ্যালয়ের যেকোনো একটি স্তরের (যেমন ফাউন্ডেশনাল, প্রিপারেটরি, মিডিল, বা সেকেন্ডারি) মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে শিক্ষকদের উপলব্ধ করানো হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে বা এর বিপরীত হয়ে যাওয়ার জন্য কেরিয়ারের অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত কোন অনুদান থাকবেনা (শিক্ষক যদি ইচ্ছুক ও যোগ্যতার অধিকারী হয় তাহলেই কর্মজীবনে এই ধরনের পদক্ষেপের অনুমতি দেয়া হবে।)

5.19 মেধার ভিত্তিতে শিক্ষকদের আরো উচ্চস্তরে অগ্রসর (ভার্টিক্যাল মবিলিটি) হওয়ার সার্বজনীন হবে। প্রদর্শিত নেতৃত্ব ও পরিচালনার দক্ষতা সম্পন্ন অসামান্য শিক্ষকদের বিদ্যালয়, বিদ্যালয় পরিসর, বি আর সি, সি আর সি, বি আই টি ই, ডি আই ই টি -এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগগুলোতে একাডেমিক নেতৃত্বের পদ গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

শিক্ষকদের জন্য পেশাগত মান দন্ড

5.20 জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল (জি ই সি) এর তত্ত্বাবধানে এনসিইআরটি, এস সি ই আর টি, বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিক্ষক, শিক্ষক প্রস্তুতি ও বিকাশের বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি, বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষজ্ঞ সংস্থা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশন (যেটি প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি (পিএসএসবি) রূপে পুনর্গঠিত হচ্ছে) শিক্ষকদের জন্য জাতীয় পেশাদার মানদণ্ডের একটি সাধারণ নির্দেশিকা সেট (এন পি এস টি) 2022 সালের মধ্যে প্রস্তুত করবে। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের ভূমিকা ও প্রত্যাশিত প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলিকেও এই মানদণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এতে প্রতিটি পর্যায়ের জন্য পর্যায়ক্রমিক ভিত্তিতে করা কর্মক্ষমতার মূল্যায়নেরও একটি মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত হবে। এন পি এস টি চাকুরী পূর্ব (প্রি-সার্ভিস) শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচির নকশাও তৈরি করবে। এটি তখন রাজ্যগুলি গ্রহণ করতে পারে এবং সেই অনুসারে মেয়াদ, পেশাগত বিকাশের প্রচেষ্টা, বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি এবং অন্যান্য স্বীকৃতিসহ শিক্ষকদের ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট এর সমস্ত দিক নির্ধারণ করতে পারে। মেয়াদ বা সিনিয়ারিটির উপর ভিত্তি না করে কেবলমাত্র এই জাতীয় মূল্যায়ন এর ভিত্তিতেই পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি ঘটবে। 2030 সালে এবং এরপরে প্রতি দশ বছরে পেশাদারী মান পর্যালোচনা ও সংশোধিত করা হবে।

বিশেষ শিক্ষক

5.21 স্কুল শিক্ষা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলির জন্য অতিরিক্ত বিশেষ শিক্ষকদের অত্যন্ত প্রয়োজন। এজাতীয় বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি উদাহরণ স্বরূপ বিদ্যালয়ের মধ্যম ও মাধ্যমিক স্তরে দিব্যাঙ্গ শিশুদের জন্য বিষয়ভিত্তিক পাঠদান সহ যাদের বিশেষ কিছু শিখতে অসুবিধা (লার্নিং ডিসেবেলিটি) হয়। এই জাতীয় শিক্ষকদের কেবলমাত্র বিষয় শিক্ষার জ্ঞান ও বিষয় সম্পর্কিত শিক্ষার লক্ষ্য বোঝা-ই যথেষ্ট নয়, শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাও দরকার। অতএব, প্রি-সার্ভিস শিক্ষক প্রস্তুতির সময় বা পরবর্তী সময়ে বিষয়-শিক্ষক বা সাধারণ শিক্ষকদের জন্য আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে এই জাতীয় ক্ষেত্রগুলোর বিকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই জন্য শিক্ষকদের প্রি-সার্ভিস ও ইন সার্ভিস মোডে সম্পূর্ণ সময় বা আংশিক কালীন/ মিশ্রিত কোর্স হিসেবে বহু বিষয়ক মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। এন সি টি ই ও আর সি আই -এর কোর্স পাঠক্রমের মধ্যে আরও বৃহত্তর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যোগ্য বিশেষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে যাঁরা বিষয়বস্তু ভিত্তিক পাঠদানেও সক্ষম হবেন।

শিক্ষক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ

5.22 শিক্ষকদের বিষয়বস্তুর পাশাপাশি শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও উচ্চমানের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হবে তা মেনে নিয়ে, শিক্ষক শিক্ষাকে ধীরে ধীরে 2030 সালের মধ্যে বহু বিষয়ক (মাল্টিডিসিপ্লিনারি) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে স্থানান্তরিত করা হবে। যেহেতু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলি সকলেই বহু বিষয়ক হয়ে ওঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের লক্ষ্যও থাকবে উৎকৃষ্ট শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করা যেখানে বিএড, এম এড ও শিক্ষায় পিএইচডি করার ব্যবস্থা থাকবে।

5.23 2030 সালের মধ্যে, শিক্ষকতায় জন্য ন্যূনতম ডিগ্রী 4 বছরের সমন্বিত বিএড হবে। এই কোর্সে বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে পড়ানো হবে এবং এই কোর্সের পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষার্থী-শিক্ষক হিসেবে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক (প্রাক্টিক্যাল) প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যে বহু বিষয় শিক্ষা সংস্থা গুলি 4 বছরের সমন্বিত বিয়ের ডিগ্রী প্রদান করবে তারাই 2 বছরের বিএড প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করবে। যারা ইতিমধ্যে বিশেষ কোন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন কেবল মাত্র তাদের জন্যই 2 বছরের বিএড কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। এই বি এড কার্যক্রমকে এক বছরের বিএড কার্যক্রম হিসেবেও যথাযথরূপে প্রস্তুত করা যেতে পারে যা কেবলমাত্র ওই ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারবে যারা চার বছরের বহু বিষয়ক স্নাতক ডিগ্রী বা কোনো বিশেষ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং ওই বিশেষ বিষয়ে বিষয়- শিক্ষক হতে ইচ্ছুক। এজাতীয় সব বি এড ডিগ্রী কোর্সের কেবল মাত্র চার বছরের সমন্বিত বি এড ডিগ্রী প্রদানকারী মান্যতা প্রাপ্ত বহু বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারাই প্রদান করা যেতে পারে। যে সমস্ত বহু বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চার বছরের সমন্বিত বিএড ডিগ্রী প্রদান করছে ও ও ডি এল এর জন্য মান্যতা আছে সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মিশ্রিত বা ও ডি এল মোডে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থী ও ইন-সার্ভিস শিক্ষকদের যারা নিজেদের যোগ্যতা বাড়াতে চান তাদের জন্যও উচ্চ গুণমান বিশিষ্ট বিএড কোর্সের ব্যবস্থা করতে পারে। এক্ষেত্রেও উপযুক্ত পরামর্শ দান ও সুবিন্যাস্ত নজরদারির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থী – শিক্ষক (স্টুডেন্ট - টিচার) এর মত বিষয়গুলিকেও সুপরিকল্পিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

5.24 সমস্ত বিএড কর্মসূচীর মধ্যে পঠন – পাঠনের পরীক্ষিত ও ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত কৌশলগুলির পাশাপাশি অতি সাম্প্রিতিক কৌশলগুলিও অন্তর্ভুক্ত হবে। বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা সংক্রান্ত শিক্ষণ পদ্ধতি, বহুস্তরীয় শিক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদান, বিশেষ আগ্রহ বা প্রতিভাধারী শিশুদের পড়ানো, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও সহযোগিতামূলক শিখন অন্তর্ভুক্ত হবে। সমস্ত বিএড কার্যক্রমে স্থানীয় বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষাদান করার বিষয়টিকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সমস্ত বিএড কার্যক্রম গুলি যে কোন বিষয় শেখানোর সময় বা কোনও কার্যকলাপ সম্পাদনের সময় অনান্য সাংবিধানিক বিধানের পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক দায়িত্ব গুলির (অনুচ্ছেদ 51 A) অনুশীলনের ওপর জোর দেবে। এটি পরিবেশের প্রতি সচেতনতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ তথা বিকাশ এর প্রতি সংবেদনশীলতাকেও যথার্থরূপে সমন্বিত করবে, যাতে করে পরিবেশ শিক্ষা বিদ্যালয় পাঠক্রম এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়।

5.25 বি আই টি ই, ডি আই ই টি অথবা বিদ্যালয় পরিসরে অল্প সময়ের বিশেষ শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় কলা, সংগীত, কৃষি, ব্যবসা, খেলাধুলা, কাষ্ঠ শিল্প ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিল্পকে উৎসাহ দেয়ার জন্য স্থানীয় প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বিদ্যালয় পরিসরে ‘মাস্টার ইনস্ট্রাক্টর’ রূপে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

5.26 যে সমস্ত শিক্ষকরা শিক্ষণের আরো বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলি যেমন দিব্যাঙ্গ শিশুদের পড়াশোনা বা বিদ্যালয় ব্যবস্থায় নেতৃত্ব ও পরিচালনার পদে উন্নীত হওয়া বা ফাউন্ডেশনাল, প্রিপেরাটরি, মিডিল ও সেকেন্ডারি এর এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হতে চান তাদের জন্য বহু বিষয়ক মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড এর পর সংক্ষিপ্ত সময়ের কিছু সার্টিফিকেট কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে।

5.27 এটি স্বীকৃত যে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি পড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ কয়েকটি শিক্ষণ পদ্ধতি থাকতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানোর জন্য এনসিইআরটি আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত পদ্ধতির অধ্যায়ন করবে, গবেষণা করবে এবং সেগুলিকে সংকলন করবে এবং এই পদ্ধতিগুলো থেকে যেগুলি ভারতে অনুশীলন যোগ্য শিক্ষণ পদ্ধতি তে সমন্বিত ও যুক্ত হতে পারে সে সম্পর্কে সুপারিশ করবে।

5.28 2021 এর মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার জন্য একটি নতুন এবং বিস্তৃত জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো 'এনসি এফ টিই 2021' এনসিইআরটি -র পরামর্শক্রমে এই জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 এর নীতিমালার ভিত্তিতে এন সি টি ই দ্বারা প্রণয়ন করা হবে। রাজ্য সরকার, প্রাসঙ্গিক মন্ত্রক/ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি সহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পরে কাঠামোটি তৈরি করা হবে এবং সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় এটি পাওয়া যাবে। এনসি এফ টিই 2021 -এ বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষা পাঠ্যক্রম এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে। সংশোধিত এনসিএফ এর পরিবর্তনগুলি এবং শিক্ষক শিক্ষার নিত্যনতুন দিকগুলোকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য প্রতি 5 - 10 বছরে একবার এনসি এফ টিই -র সংশোধন ও পরিমার্জন হবে।

5.29 পরিশেষে শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থায় সততা ও গুণমান ফিরিয়ে আনার জন্য, দেশে বিদ্যমান নিম্নমানের শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির (টিটিআই) বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে, প্রয়োজনবোধে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

6. পক্ষপাতহীন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষাঃ সকলের জন্য পড়াশুনা

6.1 সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য অর্জনের জন্য একক বৃহত্তম মাধ্যম হল শিক্ষা। অন্তর্ভূক্তিমূলক ও পক্ষপাতহীন শিক্ষা – শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনে একটি অত্যাবশ্যক লক্ষ্য – পক্ষপাতহীন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্যও একটি অনিবার্য পদক্ষেপ যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বপ্ন দেখার, বিকাশ ঘটানোর ও রাষ্ট্রহিতে যোগদান করার সুযোগ থাকবে। এই শিক্ষানীতি এমন লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হবে যাতে করে ভারতবর্ষের যে কোন শিশুর ই শেখার ও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্ম বা পারিপার্শ্বিক পটভূমি যেন কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। এই নীতি এই বিষয়টিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে যে বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রবেশ, অংশগ্রহণ ও শিখন ফলাফলের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবধান দূর করা সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই অধ্যায়টি চতুর্দশ অধ্যায়ের সাথে একত্রে পড়া যেতে পারে যেখানে উচ্চশিক্ষায় সমতা ও অন্তর্ভূক্তির আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

6.2 ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও ক্রমান্বয়ে গৃহীত সরকারী নীতিগুলি বিদ্যালয় শিক্ষার সকল স্তরে লিঙ্গ ও সামাজিক বিভাগের ব্যবধানগুলি পূরণ করার লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি অর্জন করেছে, তথাপি অনেকক্ষেত্রেই – বিশেষত মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ভাবে বঞ্চিত শ্রেণিগুলি যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে অতীতকাল থেকেই পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে – বৃহত্তর বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে। সামাজিক - আর্থিক ভাবে বঞ্চিত (এস ই ডি জি) গোষ্ঠীগুলি লিঙ্গ পরিচয় (বিশেষত মহিলা ও বৃহ্ননলা) সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয় (যেমন- তপশিলী জাতি, উপজাতি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু), ভৌগোলিক পরিচয় (যেমন- গ্রাম, ছোট শহর এবং অ্যাসপিরশনাল জেলা থেকে আসা শিক্ষার্থী), দিব্যাঙ্গ (শেখার ব্যপারে অক্ষমতা সহ) এবং সামাজিক – আর্থিক স্থিতি (যেমন- অভিবাসী সম্প্রদায়, নিম্ন আয় বিশিষ্ট পরিবার, অসহায় পরিস্থিতিতে থাকা শিশু, শিশুপাচারের শিকার হওয়া শিশু, শহরাঞ্চলে শিশুভিক্ষুক সহ অনাথ এবং শহুরে দরিদ্র) এর উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। এই ক্রমহ্রাসমান ভর্তি সামাজিক – আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া (এস ই ডিজি) সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অধিক রূপে দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে এই এস ই ডি জি -এর মহিলা বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশি স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে এস ই ডি জি সম্প্রদায়ের চিত্রটি আরও করুণ। সামাজিক – সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে এস ই ডি জি -এর পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নলিখিত উপবিভাগে দেওয়া হয়েছে।

6.2.1 ইউ – ডি আই্ এস আই 2016-17 এর তথ্য অনুসারে প্রাথমিক স্তরের 19.6% শিক্ষার্থী তপসিলি জাতির অন্তর্গত, তবে এই সংখ্যাটি উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে 17.3% এ নেমে এসেছে। ভর্তির এই হ্রাস পাওয়া তপসিলি জনজাতি এর শিক্ষার্থী (10.61% থেকে 6.8%) এবং দিব্যাঙ্গ (1.1% থেকে 0.25%) ক্ষেত্রে আরও বেশি করুন। এর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণির মহিলা শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যার আরও অনেক বেশি হ্রাস পেয়েছে। উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তিও অনেক হ্রাস পেয়েছে।

6.2.2 গুনমানসম্পন্ন বিদ্যালয়ের অভাব, দারিদ্র, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা এবং ভাষা সহ অন্যান্য একাধিক কারণের ফলে তপসিলী জাতিগুলির মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক প্রভাব পেড়েছে। তপশিলী জাতিভুক্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারা, অংশগ্রহণ এবং শিখন-ফলাফলের এই বাধাগুলি অতিক্রম করা, সরকার এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে

অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (ওবিসি) যারা অতীতকাল থেকে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে তাদের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

6.2.3 বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে আদিবাসী সম্প্রদায় ও তপসিলী উপজাতির শিশুরাও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুরা তাদের স্কুল শিক্ষাকে প্রায়শঃই সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগতভাবে তাদের জীবনে, অপ্রাসঙ্গিক ও বিদেশী বলে মনে করে। উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুদের উন্নয়নে একাধিক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুরা যাতে এই কর্মসূচী গুলির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

6.2.4 বিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বও অপেক্ষাকৃত কম। এই নীতি সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে সেসব সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার খুবই কম সেইসব সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য হস্তক্ষেপের গুরুত্ব স্বীকার করে।

6.2.5 এই নীতি বিশেষভাবে সক্ষম (সি ডব্লু এস এন) বা দিব্যাঙ্গ শিশুদের অন্য যে কোন শিশুদের সমান গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ প্রদার করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথাও বলে।

6.2.6 স্কুল শিক্ষায় সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করার বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য পৃথক কৌশল নেওয়া হবে। নিম্নলিখিত উপবিভাগে এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

6.3 ইসিসিই, বুনিয়াদি সাক্ষরত ও সংখ্যার ধারণা এবং বিদ্যালয়ে পৌঁছানো, ভর্তি হওয়া, উপস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্যা ও সুপারিশ যেগুলির বিষয়ে প্রথম অধ্যায় থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে তা কম প্রতিনিধিত্ব বিশিষ্ট ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিগুলির জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

6.4 এছাড়াও ছাত্রবৃত্তি, নিজেদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোয় উৎসাহিত করার জন্য পিতা-মাতাদের জন্য শর্তসাপেক্ষে নগদ হস্তান্তর, পরিবহণের জন্য সাইকেল সরবরাহ করা ইত্যাদি বিভিন্ন সফল নীতি ও পরিকল্পনা থাকায় অনেক অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থায় এসইডিজির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল নীতি ও পরিকল্পনাগুলি সারা দেশে আরও বেশি করে জোরদার করতে হবে।

6.5 নির্দিষ্ট এসইডিজির জন্য কোন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপগুলি বিশেষভাবে কর্যকর তা নির্ধারণের জন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ, সাইকেল সরবরাহ করা মেয়েদের স্কুল শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসাবে দেখা গেছে। এমনকি কম দূরত্বে থাকা মেয়েরাও সাইকেলে স্কুল যাওয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষিত ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একজন শিশুর জন্য একজন শিক্ষক, পিয়ার টিউটরিং, ওপেন স্কুলিং, উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং যথার্থ প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ বিশেষ কার্যকর হতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসা শিশুরা গুণমানসম্পন্ন ইসিসিই প্রদানকারী স্কুলগুলি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়। শিক্ষার্থী, পিতামাতা, বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের সাথে কাজ করে তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও শিখন ফলাফল গুলির উন্নত করার ক্ষেত্রে শহরের দরিদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে কাউন্সিলর অথবা প্রশিক্ষিত সামাজিক কর্মীরা বিশেষভাবে কার্যকর বলে প্রমানিত হয়েছে।

6.6 বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে দেশের নির্দিষ্ট কিছু ভৌগোলিক অঞ্চলে এসইডিজি এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। এছাড়াও এমন কিছু ভৌগোলিক অবস্থান রয়েছে যা অ্যাসপিরেশনাল জেলা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সেই সমস্ত অঞ্চলের শিক্ষাগত বিকাশের জন্য বিশেষ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। এইজন্য ইহা সুপারিশ করা হচ্ছে যে, দেশের শিক্ষাগতভাবে বঞ্চিত এসইডিজি -র বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিশিষ্ট কিছু এলাকাকে বিশেষ শিক্ষাঞ্চল (এসইজেও) হিসাবে ঘোষণা করা উচিত। এই অঞ্চলগুলিতে সমস্ত পরিকল্পনা এ নীতিগুলি অতিরিক্ত সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, বাস্তবায়িত করে শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে হবে।

6.7 এটা লক্ষ্যণীয় যে অল্পপ্রতিনিধিত্ব বিশিষ্ট সমস্ত সম্প্রদায়ের অর্ধেকই মহিলা। দুর্ভাগ্যবশত, এসইডিজি রা যে বর্জন ও বৈষম্যের সম্মুখীন হয় সে ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে মহিলাদেরই বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই নীতি সমাজে এবং সামাজিক বিন্যাসে নারীরা যে বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার স্বীকৃতি দেয়। তাই, কেবলমাত্র বর্তমান নয় ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষেত্রেও এই এসইডিজির জন্য শিক্ষার স্তর বাড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হল মেয়েদের একটি গুণমানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা। এই নীতিটি এইভাবে সুপারিশ করছে

যে, এইডিজি শিক্ষার্থীদের উত্থানের জন্য নীতি পরিকল্পনাগুলি এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত করতে হবে।

6.8 এছাড়াও, সমস্ত মেয়েদের পাশাপাশি বৃহ্ননলা শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ ও গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি লিঙ্গ-অন্তর্ভূক্তি তহবিল গঠন করবে। কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলিতে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা হবে। মহিলা ও বৃহ্ননলা শিশুদের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নূন্যতম কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা (যেমন- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, সাইকেল, শর্তসাপেক্ষে নগদ স্থানান্তরের বিধান) অতি প্রয়োজন। তহবিলের সাহায্যে এই প্রয়োজনগুলি মেটানোর সাথে সাথে রাজ্যসরকার সম্প্রদায়-ভিত্তিক কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার জন্য এবং এগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এবং মহিলা ও বৃহ্ননলা শিশুরা যাতে স্থানীয়স্তরে যে নির্দিষ্ট বাধাগুলি আছে তা অতিক্রম করে শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। অন্যান্য এসইডিজি -এর জন্য স্কুল শিক্ষায় অংশগ্রহণের সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরূপ অন্তর্ভূক্তি তহবিল গঠন করা হবে, মূলত এই নীতিটির লক্ষ্য কোনও লিঙ্গ বা অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে (বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ) অংশগ্রহণের বিষয়ে যে কোনও অবশিষ্ট বৈষম্যগুলি দূর করা।

6.9 যেখানে বিদ্যালয়ে আসতে অনেক পথ অতিক্রম করতে হয় সেই সব স্থানে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের মত নিঃশুল্ক ছাত্রাবাস তৈরি করা হবে। বিশেষ করে সেইসব শিশুদের জন্য যারা আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি থেকে আসছে। এইসব ছাত্রাবাসে সমস্ত শিশুদের বিশেষ করে মেয়েদের সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মেয়েদের গুণমানসম্পন্ন স্কুলগুলিতে (দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করা হবে। সারা দেশে বিশেষত অ্যাসপিরেশনাল জেলা, বিশেষ শিক্ষা অঞ্চল ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে উচ্চমানের শিক্ষাগত সুযোগ বাড়াতে অতিরিক্ত জওহর নভোদয় বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। কমপক্ষে একবছরের প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষাকে সমন্বিত করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এবং দেশের অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে প্রাক-স্কুল বিভাগকে যুক্ত করা হবে।

6.10 ইসিসিই এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাতে দিব্যাঙ্গ শিশুদের অন্তর্ভূক্তি ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণকেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দিব্যাঙ্গ শিশুরা ফাউন্ডেশনাল স্তর থেকে উচ্চ-শিক্ষা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে স্কুল প্রক্রিয়াতে পুরোপুরি অংশ নিতে সক্ষম হবে। দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি অধিকার আইন – 2016 (আরপিডব্লুডি) সমাবেশী (ইনক্লুসিভ) শিক্ষাকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসাবে পরিভাষিত করে যেখানে সাধারণ ও দিব্যাঙ্গ সমস্ত শিশুরা একসাথে শেখে তথা শিক্ষণ ও শিখন প্রণালীকে এমনভাবে অনুকুলরূপে গড়ে তোলা হয় যাতে প্রত্যেক শিশুরা সমস্ত সাধারণ ও বিশেষ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়। এই নীতিটি আরপিডব্লুডি আইন -2016 এর বিধানগুলির সাথে সমস্পর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে তার সমস্ত সুপারিশকে সমর্থন করে। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা প্রস্তুতের সময় এনসিইআরটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিইপিডব্লুডির মত বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করবে।

6.11 এই লক্ষ্যে দিব্যাঙ্গ শিশুদের সমন্বিত করার বিষয়টাকে মনে রেখে বিদ্যালয় বা বিদ্যালয় পরিসরের সংস্থান বৃদ্ধির দৃষ্টিকোন থেক সুস্পষ্ট ও কৌশলী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যাতে বিদ্যালয় বা বিদ্যালয় পরিসরে দিব্যাঙ্গ শিশুদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের নিযুক্ত করা যায়। গুরুতর অথবা একাধিক ব্যপারে অক্ষম শিশুদের যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই একটি সংসাধন কেন্দ্র (রিসোর্স সেন্টার) স্থাপন করা হবে। আরপিডব্লুডি আইন অনুসারে দিব্যাঙ্গ শিশুদের জন্য বাধাহীন অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হবে। দিব্যাঙ্গ শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পরিসর সকলপ্রকার দিব্যাঙ্গ শিশুদের জন্য যথার্ত ব্যবস্থা নিয়ে সহায়তা প্রদান করবে এবং তাদের সমর্থন জানাবে। দিব্যাঙ্গ শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের সহায়তা প্রদান করবে এবং শ্রেণিকক্ষে তাদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ করেব। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও অন্য সহপাঠিদের সাথে খুব সহজে মেলামেশা করতে পারার জন্য বিশেষ আবশ্যকতা বিশিষ্ট শিশুদের কিছু সহায়ক উপকরণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি ভিত্তিক সরঞ্জামগুলির পাশাপাশি ভাষা-উপযুক্ত শিক্ষা সামগ্রী (যেমন- বড় প্রিন্ট, ব্রেইলের মত সহজপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি) পর্যাপ্ত পরিমানে উপলব্ধ করা হবে। এটি কলা, খেলাধূলা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ সমস্ত স্কুল কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য হবে। এনআইওএস ভারতীয় সাঙ্কেতিক ভাষা শেখানোর জন্য এবং ভারতীয় সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করে অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলি শেখানোর জন্য উচ্চমানের মডিউল তৈরি করবে। দিব্যাঙ্গ শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হবে।

6.12 আর পি ডব্লু ডি আইন-2016 অনুসারে দিব্যাঙ্গ শিশুরা নিজেদের পছন্দমত সাধারণ বিদ্যালয়ে বা বিশেষ বিদ্যালয়ে পড়তে পারবে। রিসোর্স সেন্টারগুলি বিশেষ শিক্ষকদের দ্বারা গম্ভীর অথবা একাধিক বিশেষ আবশ্যকতা বিশিষ্ট শিশুদের পুনর্বাসন ও শিক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য ব্যবস্থা করবে। এই শিশুরা যাতে তাদের পড়াশুনা ভালভাবে বাড়িতেই (হোম স্কুলিং) করতে পারে এবং তাদের দক্ষতাগুলি যাতে সঠিক ভাবে বিকশিত হয় তার জন্য পিতামাতা অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। যেসমস্ত দিব্যাঙ্গ শিশুরা অতিরিক্ত শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম নয়, তারা গৃহভিত্তিক শিক্ষাকেও বিকল্প হিসাবে পছন্দ করত পারে। গৃহভিত্তিক শিক্ষার আওতাধীন শিশুদের অবশ্যই সাধারণ পদ্ধতির অন্য যে কোনও শিশুর সমান হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। সাম্যতা ও সমান সুযোগের নীতিটি ব্যবহার করে গৃহভিত্তিক শিক্ষার দক্ষতা ও কার্যকারীতা নিরীক্ষণ করার জন্য একটি ব্যবস্থা রাখা হবে। আরপিডব্লুডি আইন 2016 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নিরীক্ষণ এর উপর ভিত্তি করে গৃহ ভিত্তিক স্কুল পদ্ধতির দিক নির্দেশনা ও মানগুলির বিকাশ ঘটানো হবে। যদিও এটি স্পষ্ট যে সমস্ত দিব্যাঙ্গ শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, তথাপি মাতা-পিতা/ দেখাশুনা করা ও যত্ন নেওয়া ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে পরবর্তী স্তরে শিখন সামগ্রীগুলির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাধান করা হবে, যার ফলে মাতা-পিতা/ দেখাশুনা ও যত্ন নেওয়া ব্যক্তি নিজেদের শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করতে পারে।

6.13 অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট শিক্ষণ প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে যাদের অনবরত সাহায্যের প্রয়োজন। গবেষণা থেকে ইহা স্পষ্ট যে যত তাড়াতাড়ি সমর্থন শুরু হয়, ততই উন্নতির সম্ভবনা থাকে। শিক্ষকদের এ জাতীয় শিখন প্রতিবন্ধীদের তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করে তাদের দুর্বলতা প্রশমণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করতে হবে। যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের তাদের নিজস্ব গতিতে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া ও সক্ষম করা, প্রত্যেক শিশু যাতে তাদের নিজেদের সক্ষসমতার সুবিধা নিতে পারে তার জন্য পাঠ্যক্রমকে নমনীয় করে তোলা এবং উপযুক্ত মূল্যায়ণ ও শংসাপত্রের জন্য একটি বাস্তুতন্ত্র গঠন করা – এই সমস্ত বিষয়গুলি দিব্যাঙ্গ শিশুদের জন্য নেওয়া- বিশেষ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে। বুনিয়াদি স্তর থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে শেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা (লার্নিং ডিসএবিলিটিস) রয়েছে এমন শিশুদের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবিত নতুন জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র, পরখ সহ অন্যান্য মূল্যায়ন ও শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থাগুলি নির্দেশিকা প্রস্তুত করবে এবং এই ধরণের মূল্যায়নের জন্য যথোপযুক্ত পদ্ধতির ও সরঞ্জামের সুপারিশ করবে।

6.14 নির্দিষ্ট দিব্যাঙ্গ শিশুদের (শেখার ক্ষেত্রে অক্ষমতা রয়েছে এমন শিশুসহ) কীভাবে পড়ানো যায়, এ সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞান সমস্ত শিক্ষক শিক্ষার অনিবার্য অংশ হওয়া উচিত। এর সাথে লিঙ্গ ভিত্তিক সংবেদনশীলতা ও অল্প প্রতিনিধিত্ব বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি সংবেদনশীলতা বিকশিত করার মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার বিষয়টিও শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

6.15 বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিকল্পগুলি তাদের ঐতিহ্য বা বিকল্প শিক্ষনপদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যপারে উৎসাহ দেওয়া হবে। এর সাথে সাথে বিদ্যালয়গুলিকে নিজেদের বিষয়, শিক্ষণ-ক্ষেত্র ও পাঠ্যক্রমকে রাষ্ট্রীয় পাঠ্যচর্চার অনুরূপ সমন্বিত করার জন্য সহায়তা করা হবে যাতে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ওই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে আরও বেশি করে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিশেষত এই বিদ্যালয়গুলির পছন্দসই বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান , গণিত, সামাজিক অধ্যয়ন, হিন্দী, রংরাজী, রাজ্যস্তরের ভাষাগুলি বা পাঠ্যক্রমের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি চালু করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এটি এই বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত শিশুদের প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সংজ্ঞায়িত শিখন ফলাফলগুলি অর্জন করতে সক্ষম করবে। তদুপরি, এই জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এনটিএ দ্বারা রাজ্য বা অন্যান্য বোর্ড পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের জন্য উৎসাহিত করা হবে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে। বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা এবং সামাজিক অধ্যয়ন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো হবে। নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির ওপরেও মনোনিবেশ করা হবে। গ্রন্থাগারসমূহ ও ল্যাবরেটরিগুলিকে শক্তিশালী করা হবে এবং পর্যাপ্ত পাঠ্য উপকরণ যেমন বই, জার্নাল আত্যাদি এবং অন্যান্য পঠন-পাঠনের উপকরণসমূহ সরবরাহ করা হবে।

6.16 এসইডিজি এর অন্তর্গত এবং উপরে বর্ণিত নীতিগুলির বিষয়ে তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতির শিক্ষার বিকাশে বৈষম্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। স্কুল শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সমস্ত এসইডিজি থেকে প্রতিভাধর ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে বিশেষ ছাত্রাবাস, ব্রিজ কোর্স এবং ফি মকুব ও বৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে প্রদান করা হবে যাতে করে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ আরও সহজ হয়ে ওঠে।

6.17 প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে, রাজ্য সরকারগুলি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এনসিসি উইং খোলার জন্য উৎসাহ দিতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক প্রতিভা ও অনন্য ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে এবং তারা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সফল কেরিয়ারের জন্য উৎসাহিত হবে।

6.18 এসইডিজি এর শিক্ষার্থীদের জন্য উপলব্ধ সমস্ত বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও স্কিমগুলি একটি এক সংস্থা ও ওয়েবসাইট দ্বারা সমন্বিত ও ঘোষণা করা হবে। এর ফলে সমস্ত শিক্ষার্থী প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে অবহিত হবে এবং তাদের নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী একটি সরল 'ওয়ান উইন্ডো সিস্টেম' -এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।

6.19 উপরোক্ত সমস্ত নীতি ও ব্যবস্থাগুলি সমস্ত এসইডিজি গুলির সম্পূর্ণ অন্তর্ভূক্তি ও সাম্যতা অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। যা প্রয়োজন, তা হল স্কুল সংস্কৃতিতে পরিবর্তন। শিক্ষক, অধ্যক্ষ, প্রশাসক, কাউন্সিলর ও শিক্ষার্থী সহ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকল অংশগ্রহণকারীকে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা, অন্তর্ভূক্তি এ সাম্যতার ধারণা এবং সমস্ত ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা ও গোপনীয়তা সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি হয়ে উঠার জন্য সর্বোত্তম পথ প্রদান করবে, যা পরবর্তীতে এমন একটি সমাজ গঠন করবে যেখানে সমাজ তার সবচেয়ে দুর্বল নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। অন্তর্ভূক্তি ও সাম্যতা শিক্ষক-শিক্ষার মূল দিক হয়ে উঠবে (বিদ্যালয়েও সমস্ত নেতৃত্ব, প্রশাসনিক ও অন্য পদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও)। এর সাথে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য দুর্দান্ত রোল মডেল আনার লক্ষ্যে এসইডিজি থেকে আরও উচ্চমানের শিক্ষক এবং নেতৃবৃন্দের নিয়োগের প্রচেষ্টা করা হবে।

6.20 শিক্ষক, প্রশিক্ষিত সমাজকর্মী ও কাউন্সিলরদের দ্বারা প্রবর্তিত এই নতুন স্কুল সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনগুলির মাধ্যমে একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক স্কুল পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে। স্কুল প্রক্রিয়াটিতে প্রথম থেকেই মানবিক মূল্যবোধের উপাদান যেমন সকল ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতা, অহিংসা, বিশ্ব নাগরিকত্ব, অন্তর্ভূক্তি ও সাম্যতা সংযুক্ত হবে। বৈচিত্রের প্রতি সংবেদনশীলতা ও তার বিকাশের জন্য এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, পরিচয় ইত্যাদির আরও বিস্তারিত জ্ঞান অন্তর্ভূক্ত করবে। পাঠ্যক্রমের যে কোনও পক্ষপাতদুষ্ট ও ছকবাঁধা বিষয়গুলি সরানো হবো এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

7. বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টার গুলির মাধ্যমে দক্ষ সংশাধন ও কার্যকর প্রশাসন।

7.1 সর্বশিক্ষা অভিযান (এস এস এ), যা বর্তমানে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের আওতাধীন, দ্বারা দেশের প্রতিটি মনুষ্য বসবাসরত স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যগুলির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সার্বজনিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে। এর ফলে অনেক ছোট ছোট বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইউ ডি আই এস ই 2016-17 এর তথ্য অনুসারে, ভারতের প্রায় 28% পাবলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে; 14.8% উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 30 এরও কম। প্রারম্ভিক স্তরের (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রতিটি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর গড় সংখ্যা হলো 14, একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত 6 এর নিচে রয়েছে। 2016-17 বর্ষে একমাত্র শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 1,08,017; এই বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই হলো প্রাথমিক বিদ্যালয় (85743), যেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

7.2 এই ছোট স্কুল গুলি কে ভালোভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভৌতিক সংস্থানের ক্ষেত্রে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শিক্ষকরা প্রায়শই একসাথে একাধিক শ্রেণী পড়ায় এবং একাধিক বিষয়ে শেখায়, এমনকি যে বিষয়ে শিক্ষকদের আগে থেকে কোন ধারণা নেই। সঙ্গীত, কলা ও খেলাধুলার মতো মূল ক্ষেত্রগুলি কে প্রায়শই পড়ানো হয় না। ল্যাবরেটরি, ক্রীড়া সরঞ্জাম ও গ্রন্থাগার এর বইয়ের মত ভৌতিক সংস্থানগুলি বিদ্যালয়গুলিতে পাওয়া যায় না বললেই চলে।

7.3 বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ছোট স্কুলগুলি শিক্ষা ও পঠন পাঠনের প্রক্রিয়াতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষকরা সম্প্রদায়ের মধ্যে দলগতভাবে সর্বোত্তম কাজ করে এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও সেটাই প্রযোজ্য। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্যও ছোট স্কুলগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে। ভৌগোলিক বিস্তার, বিদ্যালয়ে যাওয়ার সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি এবং প্রচুর সংখ্যক বিদ্যালয়ের উপস্থিতি সমস্ত বিদ্যালয়ের দেখাশোনা

ও নজরদারি করা অসুবিধাজনক হয়ে উঠছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যায় বৃদ্ধি ও সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের সমন্বয় এর সাথে প্রশাসনিক কাঠামোকে যথাযথভাবে যুক্ত করা যায়নি।

7.4 যদিও একটি উপায় হলো বিদ্যালয়গুলির সংযুক্তিকরণ যা প্রায়শই আলোচিত হয়, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত খুবই চিন্তা ভাবনা করে উপলব্ধতার দিকটা সুনিশ্চিত করার পরেই নেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের পদক্ষেপ গুলি শুধুমাত্র খুবই সীমিত ভাবে সাহায্য করবে; সঠিক কাঠামোগত ও বেশিসংখ্যক বিদ্যালয়ের কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধান করবে না।

7.5 বিদ্যালয় গুলিকে সংযুক্ত বা যৌক্তিকরণের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারগুলি 2025 সালের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করবে। এই হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যটি হলো প্রতিটি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করতে হবে যে: ক) শিল্প, সংগীত, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, ভাষা ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলো সহ সমস্ত বিষয় পড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কাউন্সিলর/ প্রশিক্ষিত সমাজসেবক ও শিক্ষক (অন্য বিদ্যালয়ের সাথে ভাগ করে বা অন্যথায়) আছে; খ) পর্যাপ্ত সংস্থান (অন্য বিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে বা অন্যথায়) যেমন একটি গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাব, দক্ষতা ভিত্তিক ল্যাব, খেলার মাঠ, ক্রীড়া সরঞ্জাম এবং খেলার সুবিধা আছে; গ) যৌথ পেশাদার বিকাশ কর্মসূচি, পঠন-পাঠনের বিষয়গুলি ভাগ করে নেওয়া, যৌথভাবে বিষয়বস্তুর বিকাশ এবং শিল্প ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী, খেলাধুলা, ক্যুইজ, বিতর্ক ও মেলার মত যৌথ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় এর মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সবাই এক সম্প্রদায়ের অংশীদার হয়ে ওঠার মানসিকতা গড়ে তুলেছে; ঘ) দিব্যাংগ শিশুদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয় গুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সহায়তা বিদ্যমান এবং ঙ) বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কিছু বিদ্যালয় নিয়ে গড়ে ওঠা একটি গোষ্ঠীর সমস্ত অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও অন্যান্য অংশীদাররা যেকোনো ছোট-খাটো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং এই বিদ্যালয় গোষ্ঠীগুলি অর্ধ- স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটের মর্যাদা পায়।

7.6 উপরোক্ত ধারণাটি বাস্তবায়িত করার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থাটি হল: বিদ্যালয় পরিসর নামে একটি গোষ্ঠীর কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, যার মধ্যে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তার আশেপাশের পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি সহ অন্যান্য নিম্নশ্রেণি বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থাকবে। যদিও শিক্ষা কমিশন (1964-66) এই পরামর্শটি দিয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই নীতিটি বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টারের ধারণা যেখানেই সম্ভব সেখানেই দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করে। বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টারের মূল উদ্দেশ্যে ক্লাস্টারের বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে বৃহত্তর সংস্থান দক্ষতা, আরো ভালো কার্যকরিতা, সমন্বয়, নেতৃত্ব, প্রশাসন ও পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

7.7 বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টার স্থাপন এবং পরিসরের বিষয় গুলির মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার ফলে আরো অনেক সুবিধা হবে যেমন- প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নততর সহায়তা, আরো বেশি বিষয়কেন্দ্রিক ক্লাস এবং বিদ্যালয় পরিসর জুড়ে একাডেমিক/ খেলাধুলা/ কলা/ শিল্প আধারিত কার্যক্রমের প্রয়োজন; আইসিটি সরঞ্জাম ব্যবহার করে ভার্চুয়াল ক্লাস পরিচালনা করা সহ শিক্ষকদের ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিল্প, সংগীত, ভাষা, বৃত্তিমূলক বিষয়, শারীরিক শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়গুলির আরও ভাল সংযোজন, সমাজসেবী ও কাউন্সিলরদের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের আরও বেশি সহায়তা, তালিকাভুক্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় পরিসর পরিচালন কমিটি (কেবলমাত্র বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির জায়গায়) এর মাধ্যমে আরও বলিষ্ঠ ও উন্নত পরিচালন ব্যবস্থা, মনিটরিং, তদারকি, উদ্ভাবন ও স্থানীয় অংশীদারদের দ্বারা আরো নানা পদক্ষেপ। স্কুল, স্কুল নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সহায়ক কর্মী, পিতামাতা এবং স্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে গঠিত বৃহত্তর এই সম্প্রদায়গুলি একটি সংস্থান-দক্ষ পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।

7.8 বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টার ব্যবস্থার ফলে বিদ্যালয় প্রশাসনের দিকটি উন্নত হবে এবং আরও বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে। প্রথমে, জি এস ই বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, যা আধা-স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হিসেবে কাজ করবে। জেলা শিক্ষা আধিকারিক (জি ই ও) ও ব্লক শিক্ষা আধিকারিক (বি ই ও) প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টার কে একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করবে এবং সমস্ত কাজকর্ম সহায়তা করবে। পরিসর নিজেই জি এস ই দ্বারা অর্পিত কাজগুলি সম্পাদন করবে এবং সমস্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ও রাজ্য পাঠ্যক্রমের রূপরেখা মেনে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের জন্য উদ্ভাবন এবং শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিদ্যালয় পরিসরগুলিকে জিএসসি দ্বারা যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। এই সংস্থার অধীনে, বিদ্যালয়গুলি শক্তিশালী হবে, আরো স্বাধীনতা পাবে এবং পরিসরটিকে আরও উদ্ভাবনী ও প্রতিক্রিয়াশীল করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। ইতিমধ্যে জি এস ই পরিসর ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে প্রয়োজনীয় লক্ষ্যগুলোকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে।

7.9 স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার সংস্কৃতি এই জাতীয় বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টারের মাধ্যমে বিকশিত হবে। এসএমসি গুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলি তাদের পরিকল্পনাগুলির (এস ডি পি) বিকাশ ঘটাবে। এই পরিকল্পনাগুলি তখন বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টার বিকাশ পরিকল্পনা (এস সি ডি পি) তৈরির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এস সি ডি পি এর মধ্যে বিদ্যালয় পরিসরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনাগুলিও যুক্ত করা হবে। বিদ্যালয় পরিসরের অধ্যক্ষরা ও শিক্ষকরা এস সি এম সি এর সাহায্যে এই পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত করবে এবং সর্ব সাধারণের কাছে উপলব্ধ হবে। এই পরিকল্পনা গুলির মধ্যে মানবসম্পদ, শিখন সংস্থান, ভৌতিক সংস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ, আর্থিক সংস্থান, বিদ্যালয় সংস্কৃতি, শিক্ষক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং শিক্ষাগত ফলাফল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটি প্রাণবন্ত শিক্ষামূলক সম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য বিদ্যালয় পরিসরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে। এসডিপি ও এনসিডিপি হল জিএসই সহ বিদ্যালয়ের সকল অংশীদারদের একীকৃত ও সারিবদ্ধ করার প্রাথমিক প্রক্রিয়া। এস এম সি ও এস সি এম সি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও দিকনির্দেশনায় তদারকির জন্য এসডিপি ও এসসিডিপি কে ব্যবহার করবে এবং এই পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করতে সহায়তা করবে। জিএসই তার আধিকারিকদের মাধ্যমে, যেমন বিইও, প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিসরের এস সি ডি পি কে অনুমোদন দেবে। স্বল্পমেয়াদী (**1** বছর) এবং দীর্ঘমেয়াদী (3-5 বছর) উভয় এসসিডিপি গুলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান (আর্থিক, মানবিক, শারীরিক) সরবরাহ করবে। এটি শিখন-ফলাফলগুলি অর্জনের জন্য বিদ্যালয় পরিসর গুলোকে অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সহায়তা প্রদান করবে। এসডিপি এবং এস সি ডি পি এর উন্নয়নের জন্য ডি এস ই ও এন সি ই আর টি নির্দিষ্ট নিয়মাবলী (যেমন -আর্থিক, কর্মী, প্রক্রিয়া) এবং কাঠামো গুলি সমস্ত বিদ্যালয়ের সাথে ভাগ করে নিতে পারে, যা পর্যায়ক্রমে সংশোধিত হতে থাকবে।

7.10 সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় গুলির মধ্যে সহযোগিতা ও ইতিবাচক আদান-প্রদান আরো বৃদ্ধির জন্য, একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের সাথে একটি সরকারি বিদ্যালয় জোট বদ্ধ হতে পারে যাতে এই জাতীয় যুক্ত বিদ্যালয়গুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, একে অপরের থেকে শিখতে পারে এবং যদি সম্ভব হয় সংস্থানগুলিও ভাগ করে নিতে পারে। যেখানেই সম্ভব হবে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় গুলি একে অপরের সর্বোত্তম অনুশীলন গুলি নথিভূক্ত করবে এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।

7.11 বিদ্যমান 'বালভবনকে' শক্তিশালী করতে ও নতুন 'বালভবন' প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিটি রাজ্য কে উৎসাহিত করা হবে। দিনের বেলায় বিশেষ বোর্ডিং স্কুল হিসাবে, শিল্প, ক্যারিয়ার ও খেলাধুলার সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়া-কলাপে অংশ নিতে সমস্ত বয়সের শিশুরা সপ্তাহে একবার (যেমন- সপ্তাহান্তে) বা আরও বেশি বার বালভবনে যেতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে এই ধরনের বাল ভবনগুলি বিদ্যালয় পরিসর/ ক্লাস্টারের অংশ হিসেবে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

7.12 বিদ্যালয় পুরো সম্প্রদায়ের জন্য উদযাপন ও সম্মানের বিষয় হওয়া উচিত। একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলি যেমন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস, সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়েই উদযাপিত হবে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র দের সম্মানিত করতে হবে এবং তাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হবে। তদুপরি, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর অব্যবহৃত অংশটি সম্প্রদায়ের সামাজিক, ইন্টেলেকচুয়াল ও সেবা প্রকল্পের ক্রিয়া-কলাপের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। পাঠদানের দিন বা সময় ছাড়া অন্য সময়ে সামাজিক সংহতি প্রচারের কাজটিও বিদ্যালয়ে করা যেতে পারে। বিদ্যালয়টি একটি "সামাজিক চেতনা কেন্দ্র" হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

8. বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য মান নির্ধারণ ও স্বীকৃতি

8.1 বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাতার লক্ষ্যটি অবশ্যই নিয়মিত শিক্ষাগত ফলাফলেরর উন্নতি করা। এটি অবশ্যই বিদ্যালয়গুলিকে অতিরিক্তভাবে সীমাবদ্ধ করবে না, বিদ্যালয়ের উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিরোধিতা করবে না, বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যক্ষ ও শিক্ষার্থীদের কোনভাবেই হতাশ করে তুলবে না। সর্বোপরি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের আস্থার সাথে ক্ষমতায়ন করা, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং তাদের সর্বোত্তম উপায়ে কার্য সম্পাদন করার জন্য সক্ষম করে তোলা। সমস্ত অর্থ, পদ্ধতি ও শিক্ষাগত ফলাফলের সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে সিস্টেমের অখণ্ডতা নিশ্চিত করবে।

8.2 বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের সমস্ত প্রধান কাজগুলি- যথা, সর্বসাধারণের শিক্ষার বিধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এবং নীতি নির্ধারণ – একটি একক সংস্থা অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ বা এর কোন শাখা পরিচালনা করে। এটি স্বার্থের দ্বন্ধ ও ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের দিকে পরিচালিত করে। এটি বিদ্যালয় ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার পরিপন্থী। নিয়মকানুন ও অন্যান্য বিষেয়র ওপর বিদ্যালয়ের শিক্ষা দফতর প্রায়শই অধিক মনোযোগ দেওয়ায় গুণমানসম্পন্ন শিক্ষাদানের বিষয়টি ব্যাহত হচ্ছে।

8.3 বর্তমান নিয়ামক ব্যবস্থা যেখানে একদিকে শুধুমাত্র লাভ করার জন্য প্রতিষ্ঠা হওয়া বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির বাণিজ্যিকীকরণ এবং পিতামাতার ওপর হওয়া আর্থিক শোষনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, অপরিদকে এটি প্রায়শই না জেনেশুনে জনহিতকর/ সরকারী বিদ্যালয়স্বরূপ বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে নিরুৎসাহিত করছে। যদিও গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করাই সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, কিন্তু উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির মধ্যে অনেক বেশি অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।

8.4 জনশিক্ষা ব্যবস্থাটি একটি প্রাণবন্ত সমাজের ভিত্তি। জাতির জন্য সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষাগত ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে এটি যেভাবে পরিচালিত হয় তা অবশ্যই পরিবর্তিত ও সংহত করতে হবে। একই সাথে বেসেকারী/ জনহিতকর স্কুল সমূহকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত ও সক্ষম করতে হবে।

8.5 রাজ্য স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার মধ্যে স্বতন্ত্র দায়িত্ব এবং তার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কিত মূল নীতিগুলি নিম্নে বর্ণনা কর হলঃ

ক) বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, যা রাজ্য স্তরে বিদ্যালয় শিক্ষার শীর্ষস্থানীয় সংস্থা, পাবলিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতি, সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং নীতি নির্ধারণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। এটি সরকারী বিদ্যালয়ের উন্নতির দিকে যথাযথ মনোনিবেশ নিশ্চিত করার জন্য এবং স্বার্থের দ্বন্ধ দূরীকরণের জন্য বিদ্যালয়ের বিধি-নিয়ম ও পরিচালনা বা বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত হবে না।

খ) সমগ্র রাজ্যে পাবলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং পরিষেবা সংক্রান্ত বিধিনিয়ম বিদ্যালয় শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিইওএবং বিইও এর কার্যালয়গুলি সহ) দ্বারা পরিচালিত হবে। এটি শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং বিধি-নিয়ম সম্পর্কিত নীতি বাস্তবায়নে স্বাধীন ভাবে কাজ করবে।

গ) প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষার সমস্ত পর্যায়ে বেসরকারী, পাবলিক ও জনহিতকর সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণমান বজায় রেখে একটি কার্যকর মানের স্ব-নিয়ন্ত্রণ বা স্বীকৃতি ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রতিটি রাজ্য স্টেট স্কুল স্ট্যাণ্ডার্ড অথরিটি (এস এস এস এ) গ্রামে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠর করবে। মৌলিক প্যারামিটারগুলির (যেমন, সুরক্ষা, নিরাপত্তা, মৌলিক পরিকাঠামো, বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও শ্রেণীগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা, আর্থিক সততা, সুষ্ঠ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া) ভিত্তিতে 'এস এস এস এ' ন্যূনতম মানদণ্ড স্থাপন করবে যা সমস্ত বিদ্যালয় মেনে চলবে। বিভিন্ন অংশীদার বিশেষত শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের পরামর্শক্রমে এস সি ই আর টি দ্বারা এই প্যারামিটারগুলির কাঠামো তৈরি করা হবে। এস এস এস এ দ্বারা নির্ধারিত সমস্ত মৌলিক নিয়ন্ত্রক তথ্য স্বচ্ছতার সঙ্গে জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে এবং জনসাধারণের দ্বারা তদারকি ও দায়-দায়িত্বর জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলনগুলির সাথে মিল রেখে স্কুলগুলির মান নির্ধারণের জন্য, যে দিকগুলির কথা বিবেচনা করে তথ্যগুলি স্ব-প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকাশ করার ধাঁচার বিষয়ে এস এস এস এ সিদ্ধান্ত নেবে। এই তথ্যগুলি এস এস এস এ এর পাবলিক ওয়েবসাইট এবং বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে এবং সঠিকভাবে আপডেট রাখতে হবে। পাবলিক ডোমেইনে রাখা তথ্যের বিষয়ে অংশীদার বা অন্যদের কাছ থেকে আসা যে কোনও অভিযোগ বা অসন্তোষের ব্যাপারে এস এস এস এ দ্বারা নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এস এস এস এ -এর সমস্ত কাজে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে যথাযথভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। এর ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার যে প্রভূত চাপ রয়েছে তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

ঘ) রাজ্যে শিক্ষার মান ও পাঠ্যক্রম সহ একাডেমিক বিষয়গুলি এস সি ই আর টি -এর (এন সি ই আর টি এর সাথে নিবিড় পরামর্শ ও সহযোগিতায়), নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। এর ফলে এস সি ই আর টি একটি সংস্থা হিসাবে পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এস সি ই আর টি সমস্ত অংশীদারদের সাথে বিশদ পরামর্শের মাধ্যমে একটি স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট এন্ড অ্যাক্রেডেশান ফ্রেমওয়ার্ক (এসকিউ এ এ এফ) প্রস্তুত করবে। সি আর সি, বি আর সি ও ডি আই ই টি এর মত সংস্থাগুলির

পুনর্জীবনের জন্য এস সি ই আর টি একটি "পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া" পরিচালনা করবে, যা আগামী তিন বছরের মধ্যে নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা ও কাজের সংস্কৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদেরকে প্রাণবন্ত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্থায় পরিণত করবে। এর মধ্যে, বিদ্যালয় ছাড়ার পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার শংসাপত্র প্রতিটি রাজ্যের মূল্যায়ণ/ পরীক্ষার বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

8.6 যে সংস্কৃতি, কাঠামো ও সিস্টেমগুলি বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, কর্মকর্তা, সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও পর্যাপ্ত সংস্থান সরবরাহ করে, সেগুলি একইসাথে এদেরকে দায়বদ্ধও করে তুলবে। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি অংশীদার ও অন্যান্য অংশগ্রহনকারী উচ্চ মার্গের সততা, পূর্ণ প্রতুশ্রুতিবদ্ধ এবং অনুকরণ যোগ্য কর্ম নৈতিকতার সাথে তাদের ভূমিকা সম্পাদনের জন্য দায়বদ্ধ হবে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভূমিকা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হবে এবং এই প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের কার্য সম্পাদনের বিষয়টি কঠোরভাবে মূল্যায়ণ করা হবে। দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থাটি উদ্দেশ্যমূলক ও উন্নয়নমুখী হবে। কার্য সম্পাদনের সমস্ত দিকগুলো নিশ্চিত করার জন্য, এটির প্রতিক্রিয়া ও মূল্যায়নের একাধিক উৎস থাকবে (কেবল শিক্ষার্থীদেরসরলতার সাথে যুক্ত হবে না, যেমন শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর)। মূল্যায়ন স্বীকৃতি দেবে যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অর্জনের ফলাফলগুলির মধ্যে একাধিকহস্তান্তরশীল বা ভেরিয়েবল বা চলরাশি এবং বহিরাগত প্রভাব রয়েছে। এটি আরও স্বীকৃতি জানাবে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত বিদ্যালয় স্তরে দলবদ্ধভাবে কাজ করা দরকারঅ সমস্ত ব্যক্তির পদোন্নতি, স্বীকৃতি এবং দায়বদ্ধতা এই জাতীয় পারফরম্যান্স মূল্যায়ন এর ভিত্তিতে তৈরি হবে। সমস্ত নিয়ন্ত্রণকারীরা এই বিশাল কর্মক্ষমতা এবং দায়বদ্ধতা ব্যবস্থাটি তাদের নিয়ন্ত্রণের সময়কালের মধ্যে, উচ্চ সততার সাথে এবং নিয়মমাফিক উপায়েপরিচালিত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

8.7 পাবলিক ও বেসরকারী স্কুলগুলি (কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত/ সহায়তা প্রাপ্ত/ নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলি বাদে) মূল্যায়ন ও মান্যতার বিষয়টি সমান মানদণ্ড, বেঞ্চমার্ক ও প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে করা হবে এবং অনলাইন ও অফলাইনে সর্বসমক্ষে প্রকাশ ও স্বচ্ছতার ওপর জোর দেওয়া হবে, যাতে জনহিতকর ও সরকারী বিদ্যালয়গুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি উৎসাহিত হয় এবং তারা কোন বাধার সম্মুখীন না হয়। গুণমান সম্পন্ন শিক্ষার জন্য বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী মনোভাব থেক পিতা-মাতা ও সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যাবে। সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যালয় ও এস এস এস এ ওয়েবসাইটে পাবলিক ও বেসরকারী উভয় স্কুলের ক্ষেত্রেই শ্রেণিক্ষ, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের সংখ্যা, পড়ানে বিষয়সমূহ, যে কোনও ফি এবং এন এ এস ও এস এস এস – এর মত প্রামাণ্য মূল্যায়ণে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ফলাফল অন্তর্ভূক্ত থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত/ পরিচালিত/ সহায়তা প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির জন্য এম এইচ আর ডি এর পরামর্শে সিবিএস ই একটি কাঠামো প্রস্তুত করবে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অলাভজনক সংস্থা হিসাবে অডিট ও প্রকাশের একই মানের উপর অধিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তা পুনরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হবে।

8.8 বিগত দশকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উন্নতি সাধনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড সেটিং/ নিয়ামক কাঠামো এবং স্কুল নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন এবং প্রশাসনের বিষয়গুলিকে সাহায্যের ক্ষেত্রগুলি পর্যালোচনা করা হবে। সমস্ত শিক্ষার্থী, বিশেষত অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যাতে প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা (বয়স তিন বছর বা তার উর্দ্ধে) থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উচ্চমানের ও পক্ষপাতহীন শিক্ষার ক্ষেত্রে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রবেশাধিকার পায়, তা এই পর্যালোচনায় নিশ্চিত করা হবে। ভৌতিক ও পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রগুলির ওপর খুব বেশি জোর না দিয়ে, তৃণমূল স্তরের বাস্তবতাকে স্বীকার করে, বিদ্যালয়ের জমি, ঘরের আয়তন, নগরাঞ্চলে খেলার মাঠ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজনীয়তার ওপর বেশি জোর দিতে হবে। নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং একটি মনোরম ও ফলপ্রদ শিক্ষার স্থান নিশ্চিত করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় স্থানীয় চাহিদা ও সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভর করে বিদ্যালয়গুলি যাতে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে সেইজন্য ম্যান্ডেটগুলি যথেষ্ট নমনীয় ও সামঞ্চস্যপূর্ণ করে তোলা হবে। শিক্ষাগত ফলাফল এবং সমস্ত আর্থিক, একাডেমিক ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলির স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশিত করাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং বিদ্যালয়গুলির মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সমন্বিত করা হবে। এটি সমস্ত শিশুদের জন্য অবাধ, ন্যায়সঙ্গত এবং গুণমানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সাসটেনেবল গোল 4 (এসডিজি 4) অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

8.9 পাবলিক স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যটি হবে উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করা যাতে সর্বস্তরের পিতামাতার কাছে এটি তাদের শিশুদের শিক্ষার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিকল্প হয়ে ওঠে।

8.10 সামগ্রিক ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীর শিক্ষার স্তরের একটি নমুনা-ভিত্তিক ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে প্রস্তাবিত নতুন জাতীয় মূল্যাঙ্কন কেন্দ্র, পরখ দ্বারা করা হবে। এই কর্মকাণ্ডে এন সি ই আর টি সহ অন্যান্য সরকারী সংস্থা মূল্যায়ণ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরখকে সাহায্য করবে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই মূল্যাঙ্কনে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। রাজ্যগুলিকে তাদের নিজস্ব আদমশুমারী ভিত্তিক স্টেট অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে (এস এ এস) পরিচালনা করতেও উৎসাহিত করা হবে। অ্যাচিভমেন্ট সার্ভের ফলাফল কেবলমাত্র উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে, বিদ্যালয় দ্বারা শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ফলাফল সর্বসমক্ষে প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হবে। প্রস্তাবিত নতুন জাতীয় মূল্যায়ণ কেন্দ্র, পরখ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এনসিইআরটি এন এ এস -এর কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

8.11 পরিশেষে, বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশু ও কিশোর কিশোরীদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, বিদ্যালয় ব্যবস্থাটি তাদের জন্যই গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের সুরক্ষা ও অধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে অবশ্যই যত্নবান হতে হবে – বিশেষত মেয়েরা এবং কিশোর কিশোরীদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন- মাদক সেবন ও বিভিন্ন প্রকার ভেদাভেদ ও হয়রানির সম্পর্কিত ঘটনা, শিশু বা কিশোর -কিশোরীদের অধিকার ও সুরক্ষা এর বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার লঙ্ঘনের বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া করার জন্য স্পষ্ট, নিরাপদ ও দক্ষতার সাথে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। কার্যকর, সময়োপযোগী ও সকল শিক্ষার্থীর কাছে সুপরিচিত এমন ব্যবস্থাগুলির বিকাশকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভাগ- II উচ্চতর শিক্ষা

9. গুণগত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ:- ভারতবর্ষের উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এক নতুন ও ভবিষ্যৎ কোন মুখী দৃষ্টিকোণ।

9.1 উচ্চতর শিক্ষা মানবজীবন ও পাশাপাশি সমাজকল্যাণে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সংবিধানে ভারতবর্ষকে এক গণতান্ত্রিক, ন্যায়পূর্ণ, সামাজিকভাবে সচেতন, সাংস্কারিক এবং এক মানবিক রাষ্ট্র যেখানে সবার স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায় এবং সৌভ্রাতৃত্বের বাতাবরণ আছে, এমন, এক রাষ্ট্ররূপে বিকশিত করে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি এবং উপজীবিকার স্থায়িত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। ভারতবর্ষে যত বেশি জ্ঞান আধারিত অর্থব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবে, ততো বেশি ভারতীয় যুবসমাজ উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হবে।

9.1.1 একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনীয়তা গুলির দিকে লক্ষ রেখে, গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার জরুরী উদ্দেশ্য উত্তম, চিন্তাশীল, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৃষ্টিশীল ব্যক্তিগণের বিকাশ করতে হবে। এটি একজন ব্যক্তিকে এক বা একাধিক বিষয়ে গভীর ভাবে বিশেষজ্ঞ করে তুলতে সক্ষম বানায় এবং এর পাশাপাশি চরিত্র, নৈতিকতা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ, বৌদ্ধিক-জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃষ্টিশীলতা, সেবা ভাব এবং বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কলা, হিউম্যানিটিস্, ভাষা, পাশাপাশি পেশাদার, প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক বিষয়গুলিকে একবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পর্কে সক্ষম ও সচেতন করে তোলে। গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি ও জ্ঞান গণ-সাংগঠণিকতা এবং উৎপাদনের মাধ্যমে সমাজে যোগদান বৃদ্ধিতে সক্ষম হতে হবে। এর ফলে ছাত্ররা অধিক রূপে অর্থবহ এবং সন্তোষজনক জীবনযাপনের ও কার্যনির্বাহ করতে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনে সক্ষম হবে।

9.1.2 প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা প্রতিটি স্তরেই অর্থাৎ প্রি স্কুল থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই কৌশলগত দক্ষতা এবং মূল্যবোধের একটি বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা থাকবে।

9.1.3 সামাজিক স্তরে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের মানুষকে উদ্দীপিত, সমাজসচেতন, জ্ঞানবান এবং দক্ষ বানানো, যাতে তারা নিজেদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং নিজ সমস্যাগুলির শক্তিশালী সমাধান নিজেরাই বের করে তা কাজে লাগাতে পারে। উচ্চতর শিক্ষা দেশের মানুষের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ চেষ্টা এবং নতুনত্বের প্রতি আগ্রহ তৈরি করে এবং এর ফলে দেশের অর্থব্যবস্থার উন্নতিতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্য যে কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব রোজগারের পথ সুগম করে

তাই নয়, আরো প্রাণবন্ত, সমাজবদ্ধতা, সম্প্রদায়গত, সমবায়ের সাথে জুড়ে একটি অধিকতর সুখী, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সাংস্কৃতিক, উৎপাদক, অভিনব, প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

9.2 বর্তমানে, ভারতবর্ষের উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি মুখ্য সমস্যাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো অন্যতম:-

a) উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার শৃঙ্খলা গুরুতরভাবে খন্ডিত।
b) কগনিটিভ-স্কিলের বিকাশ ও শিখন ফলাফলের উপর স্বল্প জোর দেওয়া।
c) বিষয়বস্তুর এক সুদৃঢ় বিভাজন, শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বিশেষ পড়াশোনা ও বিভাগের সংকীর্ণ রাস্তায় ফেলে দেওয়া।
d) সীমিত সংস্থান, বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল গুলি, যেখানে খুব অল্প বা একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ আছে, সেখানে স্থানীয় ভাষায় পড়ানো হয়।
e) সীমিত সংখ্যক শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানগত স্বায়ত্বতা।
f) যোগ্যতা কেন্দ্রিক ক্যারিয়ার তৈরি করতে যোগ্যতম অধ্যাপক ও যোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে বিকাশের জন্য প্রযুক্তিগত অপ্রতুলতা।
g) অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে গবেষণালব্ধ বিষয়ের উপর কম গুরুত্ব দেয়া এবং সমস্ত রকম প্রতিযোগিতামূলক সমীক্ষা ও পারদর্শিতার সমীক্ষার অভাব।
h) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচালনা পদ্ধতি ও নেতৃত্বের অভাব।
i) এক অকৃতকার্য নিয়োগ পদ্ধতি। এবং
j) প্রচুর পরিমাণে সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, যার পরিণাম স্বরূপ স্নাতক স্তরে নিম্নমানের শিক্ষা।

9.3 এই নীতি উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এবং নতুন উদ্যম সঞ্চয় করার জন্য সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে দূর করার কথা বলে। যাতে শিক্ষার্থীদের আশানুরূপ উচ্চগুণমানসম্পন্ন, সমান সুযোগ এবং সবার যোগদান যোগ্য উচ্চশিক্ষা মেলে। সুতরাং আলোচ্য নীতিতে বর্তমান উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন গুলি করা হয়েছে:-

a) এমন এক উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে হবে, যেখানে প্রত্যেক জেলা বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে কম করে একটি সুবৃহৎ বহুবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থাকবে এবং পুরো ভারতবর্ষে অনেক বেশি সংখ্যক এইচইআই থাকবে যেখানে স্থানীয়/ ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদানের সুযোগ থাকবে।
b) আরও বেশি সংখ্যক বহু বিষয়ক স্নাতক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়া।
c) অধ্যাপক এবং প্রতিষ্ঠান গুলির স্বায়ত্তশাসনের উপর জোর দেওয়া।
d) শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করার জন্য পাঠ্যক্রম, শিক্ষা - বিজ্ঞান, মূল্যায়ন এবং ছাত্রদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটানো।
e) শিক্ষণ, গবেষণা এবং কার্যক্ষমতাকে যোগ্যতা নিযুক্তিকরণ এবং ক্যারিয়ারের উন্নতির মাধ্যমে ফ্যাকাল্টি এবং প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রদানের পরিস্থিতিকে অখণ্ডতার সাথে পুনঃনিশ্চিত করা।
a) সহকর্মী কর্তৃক সমীক্ষা লব্ধ যে গবেষণা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে গবেষণার বীজ রোপন করার জন্য ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (**এনআরএফ**) এর স্থাপন করতে হবে।
b) অধ্যয়ণ বিষয়ক এবং প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন উচ্চতর যোগ্যতা কেন্দ্রিক বোর্ড দ্বারা এইচ ই আই এর গভর্নেন্স। এই একক নিয়ামক ব্যবস্থায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য "হালকা অথচ প্রভাবী" নিয়ম-কানুন চালু করতে হবে।
c) পরিমাপের এক বিস্তৃত মাধ্যম দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা সমতা ও অনুভূতির বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি উৎকৃষ্ট সার্বজনীন শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসর, পিছিয়ে পড়া এবং বঞ্চিত শ্রেণীর ছাত্র দের জন্য বেসরকারী/ জনদরদী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পর্যাপ্ত ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা। অনলাইন শিক্ষা এবং ওপেন ডিসটেন্স লার্নিং (ওডিএল) এবং দিব্যাঙ্গ শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ পরিকাঠামো ও সমস্ত প্রকার শিক্ষণ সামগ্রীর উপলব্ধতা ও সহজলভ্যতা।

10. প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং সমন্বয় সাধন -

10.1 উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতির মূল লক্ষ্যই হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৃহৎ এবং বহুবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং এইইআই ক্লাস্টার/ নলেজ হাবে পরিণত করে উচ্চতর শিক্ষার খণ্ডিত হওয়াকে সমাপ্ত করা। যেখানে তিন হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী পঠন-পাঠন করবে, যা বিদ্বান ও শিক্ষার্থীদের এক প্রাণবন্ত সম্প্রদায় গঠন করতে, ক্ষতিকারক একঘেয়েমি দূর করতে, শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ, মানসিক এবং বহুমুখী (শিল্পীসুলভ, সৃজনশীল এবং বিশ্লেষণমূলক এবং খেলাধুলা) প্রতিভার বিকাশে সক্ষম সক্রিয় অনুসন্ধান করবে। এবং এর ফলে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে মানব এবং সামগ্রী উভয়েরই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটবে।

10.2 উচ্চতর শিক্ষার পরিকাঠামোর ব্যাপারে এই নীতির সবচেয়ে বড় সুপারিশ হল বৃহৎ এবং ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্লস্টারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। তক্ষশীলা, নালন্দা, বল্লভী এবং বিক্রমশিলা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেখানে ভারত বর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার ছাত্রবৃন্দ প্রাণবন্ত এবং বহু বিষয়ক পরিবেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত করতেন এবং যে প্রকারের বৃহৎ সফলতার নিদর্শন রাখতেন - তা এইরূপ বৃহৎ এবং বহু বিষয়ক গবেষণা এবং শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দ্বারাই সম্ভবপর ছিল। বর্তমান ভারতেও এইরূপ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যোগ্য এবং অভিনব চিন্তাধারার ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করতে ভারতবর্ষের এই সুবৃহৎ প্রাচীন পরম্পরার ফিরে আসা অতি আবশ্যক। কারণ, ইতিমধ্যেই বহু দেশই শৈক্ষিক এবং আর্থিকরূপে এইভাবে নিজেদের পরিণত করছে।

10.3 উচ্চতর শিক্ষার এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, বিশেষত এক নতুন চিন্তাধারা/ বিচারধারার প্রয়োজন যাতে এক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এইচইআই) অর্থাৎ একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এর সঙ্গে জুড়ে থাকবে বা সামিল হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এক এমন বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান যা, উচ্চস্তরের পঠন-পাঠনের জন্য উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষকশ্রেণী, গবেষণা এবং সকলের অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠ্যক্রম পরিচালনা করবে। সেই কারণেই যদি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি প্রদান করে, তবে একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠান আছে, যারা শিক্ষকতা এবং গবেষণা বা অনুসন্ধান এর উপর সমপরিমাণ জোর দেয় অর্থাৎ গবেষণা কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়। এমন আরেক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার পাশাপাশি গুনমানসম্পন্ন পঠন-পাঠনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে – অর্থাৎ শিক্ষণ কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাথমিকভাবে একটি স্বাধীন ডিগ্রী প্রদানকারী কলেজ (এসি) যা উচ্চতর শিক্ষার একটি বৃহৎ বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুমোদিত এবং স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করে এবং যা প্রধানত স্নাতক শিক্ষাকেন্দ্রিক। যদিও তা শুধুমাত্র স্নাতক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না ও তার দরকারও নেই। এই কলেজ গুলি সাধারণত তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয় গুলির তুলনায় ছোট হবে।

10.4 একটি স্বচ্ছ শৃংখলাবদ্ধ পদ্ধতি স্থাপিত করতে হবে যাতে এই সমস্ত মান্যতাপ্রাপ্ত (এসি) কলেজগুলি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ মেকানিজম্ দ্বারা পরিচালিত হবে। কলেজগুলিকে উৎসাহিত করা হবে, সহায়তাপ্রদান করা হবে এবং পুরষ্কৃত করা হবে, যাতে তারা স্বীকৃতিপ্রদানে নূন্যতম মানদণ্ডগুলিকে বজায় রাখতে পারে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে প্রত্যেক কলেজ, ডিগ্রী প্রদত্ত কারী স্বশাসিত মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হবে, অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ রূপে পরিগণিত হবে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসেবে তা সম্পূর্ণরূপে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ রূপে বিবেচিত হবে। যদি সেই কলেজগুলি চায় তবে তারা যথোপযুক্ত স্বীকৃতির সাথে একটি স্বাধীন ডিগ্রী প্রদানকারী কলেজ অথবা গবেষণা কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকশিত হতে পারে।

10.5 এটা মনে রাখা দরকার এই তিন প্রকারের যে প্রতিষ্ঠান তার কোনো সুস্পষ্ট, পৃথক শ্রেণীবিভাগ নেই বরং এরা একে অপরের পরিপূরক (কন্টিনাম) এইচইআই -এর নিজস্ব পরিকল্পনা, কার্যকলাপ এবং কার্যকারিতা অনুসারে এক শেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে যাবার স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্বতা থাকবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের (এইচইআই) একমাত্র এবং মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু হবে, নিজেদের লক্ষ্য অথবা কাজের প্রতি জোর দেওয়া। যাই হোক এই সমস্ত প্রকারের প্রতিষ্ঠানেই উচ্চ গুণমান সম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকবে এবং প্রত্যেক প্রকারের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

10.6 শিক্ষকতা এবং গবেষণা ছাড়াও এইচইআই আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে -- অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (এইচইআই) ও বিকশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হতে সহযোগিতা, সকলের সংযুক্তিকরণ ও সেবা, কার্যক্রমের বিবিধ ক্ষেত্রের অবদান, উচ্চতর

শিক্ষা ব্যবস্থার ফ্যাকাল্টি বৃন্দের যোগ্যতার বিকাশ এবং স্কুল শিক্ষাতেও ও তাদের যোগদান। যাতে তারা উপযুক্ত পরিকাঠামো, উৎসাহ এবং সংযোজনার সাহায্যে তাদের দায়িত্ব উৎকৃষ্ট ভাবে পালন করতে পারে।

10.7 2040 এর মধ্যে সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (এইচইআই) লক্ষ্য হবে নিজেদের বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা এবং নিজেদের পরিকাঠামো ও পুঁজির সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক প্রাণবন্ত বহু বিষয়ক কমিউনিটি নির্মান করতে হবে, যাতে কমপক্ষে হাজার জন ছাত্র তালিকাভুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ তাই 2030 এর মধ্যে সমস্ত এইচইআই গুলিকে বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার পরিকল্পনা করতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে ছাত্র সংখ্যা বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করে তা কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

10.8 অনুন্নত, বঞ্চিত অঞ্চলের ছাত্র দের সম্পূর্ণ উপস্থিতি, নিরপেক্ষতা এবং অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজন অনুসারে এইচইআই স্থাপিত এবং বিকশিত করতে হবে। যাতে 2030 এর মধ্যে প্রত্যেক জেলা বা তার কাছাকাছি শহরে অন্তত একটি বৃহৎ বহু বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এইচইআই) থাকে। উৎকৃষ্ট গুনমানসম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বজনিক/ ব্যক্তিগত উভয়েরই বিকশিত হবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে, এবং সেক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়ার মাধ্যম স্থানীয় ভারতীয় ভাষাগুলি অথবা দ্বিভাষিক হবে। এর উদ্দেশ্যই হলো বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ উচ্চতর শিক্ষার যে গড় তালিকাভুক্তকরণ (জিইআর) 2018 সালে 26.3 % ছিল তাকে 2035 এর মধ্যে 50 % এ নিয়ে যাওয়া। যদিও এই লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য প্রচুর সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হবার প্রয়োজন, সুতরাং এত অধিক মাত্রায় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি বা সামর্থের প্রয়োজন, তা এইচইআই দ্বারা একত্রীকরণ, গুরুত্বপূর্ণভাবে বিস্তৃত এবং অধিক ভালো করার মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে হবে।

10.9 এক বিশাল সংখ্যক উৎকৃষ্ট গণ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলির বৃদ্ধির দিকেও নজর রাখতে হবে। একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপ্রণালী দ্বারা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এইচইআই) গড়ার জন্য 'পাবলিক ফান্ড' গঠন করতে হবে এবং তার সাহায্য নিতে হবে। এই ব্যবস্থা প্রণালী সকল প্রকার গণপ্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি ও উন্নতিতে সমানভাবে সাহায্য করবে। এই স্বীকৃত ব্যবস্থা প্রণালী সমস্ত প্রকার নিয়মাবলী, যেমন স্বচ্ছতা এবং পূর্বঘোষিত মানদণ্ড অনুসারে রচিত হবে। এই নীতির নিয়মানুসারে যে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এইচইআই) উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করবে, তার বা তাদের উৎসাহিত করবে তাদের ক্ষমতা প্রসারিত করা হবে।

10.10 প্রতিষ্ঠানগুলোকে ওপেন ডিসটেন্স লার্নিং এবং অনলাইন কোর্স চালানোর জন্য সুযোগ দেয়া হবে এছাড়াও তাদের কার্যপ্রণালী গুলি অর্থাৎ অধীনস্থ করার ক্ষমতা, গড় তালিকাভুক্তিকরণ নিজেদের উন্নত দেশ হিসেবে তুলে ধরা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রদান করা স্বীকৃত হবে। সকল প্রকার মুক্ত দূরশিক্ষা প্রণালী এবং তাদের শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে প্রাপ্ত ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রির মান বা উৎকৃষ্টতা, এইচইআই এর পরিসরে সঞ্চালিত উচ্চগুনমানসম্পন্ন কার্যপ্রণালী সমতুল্য হিসেবে পরিগণিত হবে। এই প্রকার গুণগত মানসম্পন্ন অনলাইন কোর্সগুলিকে এইচইআই এর পাঠ্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন ঘটনা হবে এবং এইরূপ পাঠ্যক্রম এর মিশ্ররূপকে উপস্থাপিত করা হবে।

10.11 একক শাখাযুক্ত এইচইআই এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সময়ের সাথে সাথে প্রাণবন্ত, বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্লাস্টার অঙ্গরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রূপান্তরিত করা হবে। যেখানে উৎকৃষ্ট গুনমানসম্পন্ন ও বহু বিষয়ক অন্তর বিষয়ক শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য পারদর্শী ও উৎসাহিত করা হবে। একক স্ট্রিম সম্পন্ন এইচইআই এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়জনিত বিভাগগুলি জুড়ে এুকে মজবুত করা হবে। উপযুক্ত স্বীকৃতির মাধ্যমে সকল প্রকার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (এইচইআই) গুলিকে ধীরে ধীরে একাডেমিক ও প্রশাসনিক স্তরে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বতা দেবার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। যাতে এক প্রাণবন্ত সংস্কৃতির নির্মাণ হয়। সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলির স্বায়ত্বতাকে সরকারী অর্থব্যবস্থার দ্বারা সাহায্য এবং স্থায়ীত্ব প্রদান করা হবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গুলিকেও সকলের স্বার্থে উৎকৃষ্ট গুনমানসম্পন্ন ও সমতাপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে উৎসাহিত করা হবে।

10.12 এই নীতি দ্বারা পরিকল্পিত নতুন বিনিয়োগ প্রণালী গ্রেডেড অটোনমি দ্বারা এবং এটি এক প্রকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে, সমগ্রভাবে এই সংস্কৃতির ক্ষমতায়ন এবং স্বায়ত্বশাসনের যে প্রথা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। ধীরে ধীরে 15 বছর ধরে এই সমস্ত অ্যাফিলিয়েটেড বা সম্বদ্ধ কলেজ গড়ার যে প্রণালী তার সমাপ্তি ঘটবে। প্রত্যেক অ্যাফিলিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রদত্ত এফিলিয়েটেড কলেজগুলির পথপ্রদর্শক হবে এবং তার জন্য উত্তর দায়ী থাকবে। যাতে তারা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার যে

নির্দিষ্ট মানদন্ড ও অর্থাৎ শিক্ষকতা এবং মূল্যায়ন, গভর্নেন্স পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক বলিষ্ঠতা, প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন ও প্রাপ্ত করতে পারে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমস্ত কলেজ ও এফিলিয়েটেড বা সম্বদ্ধ অর্জন করে এবং তারপর অটোনমিক কলেজ অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ডিগ্রি প্রদান কারী কলেজে পরিণত হবার যে বেঞ্চমার্ক তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত করতে হবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া সরকারি ব্যবস্থাপনার সঠিক মাধ্যমে অর্থাৎ সঠিক পরামর্শ ও যথাযথ সরকারি সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে।

10.13 এই সম্পূর্ণ উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য এক সুসংহত উচ্চতর শিক্ষা প্রণালী গঠন করা, যেখানে পেশাদারী এবং বৃত্তিমূলক দুই'ই সামিল হবে। এই নীতি এবং এর দৃষ্টিভঙ্গি/ অভিগমন, বর্তমানের এইচইআই এর সমস্ত স্ট্রিমের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে যা উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার যে প্রণালী তাতে সুসংগত ভাবে মিশে যাবে।

10.14 বৃহৎ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় হল - উচ্চতর শিক্ষার এক বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডির মত পঠন-পাঠন পরিচালনা করে এবং উচ্চগুনমানসম্পন্ন শিক্ষণ এবং গবেষণার সাহায্যে নিযুক্ত। বর্তমানে দেশে এইচইআই এর বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলো যথাক্রমে "পরিগণিত বিশ্ববিদ্যালয়", "সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়", "সম্বন্ধ প্রযুক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়", "একাত্মক বিশ্ববিদ্যালয়" প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানগুলি মানদণ্ডের নিয়মাবলী গুলি কে যদি পূরণ করতে পারে, তবেই তাদের শুধুমাত্র "বিশ্ববিদ্যালয়" বলে চিহ্নিত করা হবে।

11. সম্পূর্ণ এবং বহু বিষয়ক শিক্ষার অভিমুখে

11.1 ভারতবর্ষে পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ এবং বহু বিষয়ক রূপে শিক্ষাগ্রহণের এক প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। তক্ষশীলা এবং নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের সুবিশাল সাহিত্যে এমন অনেক নিদর্শন আছে যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বস্তুর যোগসূত্র আছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, যেমন বানভট্টের 'কাদম্বরী' যেখানে চৌষট্টি রকমের জ্ঞানের স্বরূপ ও বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং এই চৌষট্টি কলার মধ্যে কেবলমাত্র সঙ্গীত এবং অঙ্কণ কলাই নেই, তার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র, যেমন – রসায়নশাস্ত্র, গণিত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার কাজ, যেমন – ছুঁতোরের কাজ এবং জামা কাপড় তৈরি করা, বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা, যেমন- ঔষধি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এর পাশাপাশি সূক্ষ্ম কাজ(সফ্ট স্কিলস্) যেমন যোগাযোগব্যবস্থা, বিতর্ক, আলোচনা সভা, প্রভৃতি এর মধ্যে বিষয়বস্তু রূপে বিবেচিত হতো। সমস্ত প্রকার সৃজনশীল কার্যকলাপ যা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব এবং তার সাথে গণিত, বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ সমস্ত প্রকার পেশাদারী বিষয়বস্তু এবং সফ্ট স্কিল এই সবই কলা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার এই যে ধারণা ও চিন্তা ভাবনা - তা ভারতীয় চিন্তা ভাবনারই ফসল। বর্তমান আধুনিক যুগে যাকে "লিবারেল আর্টস্" বলে মানা হয়, তা এই "বিবিধ কলার জ্ঞান" কেই বোঝায়। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই "লিবারেল আর্টস্" এর যে প্রাচীন প্রথা তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

11.2 শিক্ষাগত অভিগমন মূল্যায়নের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, স্নাতক শিক্ষার সময়কালে, যে শিক্ষণীয় পদ্ধতিগুলি যা এসটিইএম অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা এবং গণিতের সাথে হিউম্যানিটিস্ এবং কলা বিভাগের পঠন-পাঠন কে একত্রিত করা হয়, তবে সৃষ্টিশীলতা এবং নতুনত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এছাড়া আলোচনামূলক চিন্তা-ভাবনা ও উচ্চতর স্তরে চিন্তাভাবনার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, দলগত কাজে দক্ষতা, যোগাযোগের দক্ষতা, পাঠ্যক্রমের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা, কারিকুলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রাপ্ত করা, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বৃদ্ধির পাশাপাশি সাধারণের অংশগ্রহণ ও শিক্ষা অর্জনের যে আনন্দ তা প্রাপ্ত করা। এছাড়াও সম্পূর্ণ ও বহু বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকেও অনুসন্ধান বা গবেষণার কাজে উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

11.3 একটি সমগ্র ও বহু বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, মানুষের সমস্ত প্রকারের সামর্থ্য – বৌদ্ধিক, নান্দনিকতা, সামাজিকতা, শারীরবৃত্তীয় অনুভূতি সংক্রান্ত এবং নৈতিক মূল্যবোধ গুলিকে একত্রিত করে তার বিকাশ ঘটানো। এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, যথা – কলা, হিউম্যানিটিস, ভাষাবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান এবং পেশাগত, প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। যা একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী যে ক্ষমতা অর্থাৎ সামাজিক কার্যকলাপে ভাগিদারী হওয়া, সফ্ট স্কিলস অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা , আলোচনা ও বিতর্ক, যথাযথ ক্ষেত্রে বিশেষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করেবে। এই প্রকারের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা একটি দীর্ঘ সময় ধরে পেশাগত প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক বিষয়বস্তুর পাশাপাশি সমস্ত স্নাতক স্তরের শিক্ষা প্রদানের মূল লক্ষ্য হবে।

11.4 প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সমগ্র বহু বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার যে সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে, বাস্তবে তা বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। যাতে আমরা একবিংশ শতাব্দীর এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হই। এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন - আই আই টি, কলা ও হিউম্যানিটিস এর বিষয় বস্তু সমূহ আত্তীকরণ করে সমগ্র বিষয়ক ও বহুবিষয়ক শিক্ষা ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাবে। কলা ও হিউম্যানিটিস্ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগন ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে মনে করবে এবং প্রচেষ্টা করা হবে যে সমস্ত প্রকার বৃত্তিমূলক বিষয় এবং ব্যবহারিক কৌশলের (সফ্ট স্কিল) সব স্কুল পড়ুয়ারা সক্ষমতা অর্জন করবেন।

11.5 কল্পনা মূলক এবং নমনীয় পূর্ণ পরিকাঠামো নির্ভর পাঠ্যক্রম, সৃজনশীল সমাহারের যে পরিকাঠামো তা পূর্ণ করতে সক্ষম হবে এবং এর পাশাপাশি প্রবেশ ও প্রস্থানের বিভিন্ন বিকল্প পথও নির্ণীত হবে। এই ভাবেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে কঠোর অনুশাসনজনিত সীমাবদ্ধতা, তা সরিয়ে আজীবন ব্যাপী বিদ্যা শিক্ষার সুযোগকে উৎসাহিত করা হবে। বৃহৎ বহু বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক স্তরের এবং স্নাতকোত্তর অর্থাৎ (মাস্টার্স) এবং (ডক্টরেট) বিদ্যাশিক্ষা, যথাযথ গবেষণামূলক বিশেষজ্ঞতা প্রদান করা হবে। এর সাথে একাডেমিক সংক্রান্ত ,সরকার এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সহ একাধিক বহু বিষয়ক কার্যকলাপের সুযোগ প্রদান করা হবে।

11.6 বৃহৎ এবং বহু বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং বিভিন্ন কলেজগুলিকে এক উচ্চমানসম্পন্ন সর্বাঙ্গীণ এবং বহু বিষয়ক শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিণত হবার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিষয়বস্তু বা বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ বিশেষীকরণ পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি, ছাত্রদের বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে নমনীয়তা, নতুন প্রকার এবং আকর্ষণীয় কোর্স এর বিকল্প থাকবে। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য ফ্যাকাল্টি বৃন্দের উন্নতিসাধন এবং প্রতিষ্ঠানগত স্বায়ত্ত্বতা দ্বারা উৎসাহিত করা হবে। পেডাগগি অর্থাৎ শিক্ষা শাস্ত্রে - যোগাযোগ মাধ্যম, আলোচনা চক্র, তর্ক-বিতর্ক, গবেষণা এবং ক্রসডিসিপ্লিনারি এবং অন্তর বিষয়ক চিন্তা ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর অধিক পরিমাণে জোর দেওয়া হবে।

11.7 দেশের সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন, ভারত বিদ্যা, কলাবিদ্যা, শিক্ষা, গণিত, পরিসংখ্যান বিদ্যা, পিওর এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান, সমাজ শাস্ত্র, অর্থনীতি, খেলাধুলা, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের যে বিভাগ ও ভারতীয় শিক্ষা এবং শিক্ষার পরিবেশ কাকে উদ্দীপিত করতে প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী করে তোলা হবে। এই সমস্ত বিষয়ে পড়ুয়াদের ব্যাচেলর ডিগ্রী প্রদান করা হবে। যদি এই বিষয়গুলি এইচইআই এর ক্লাসে পঠন-পাঠনের সুযোগ না পেয়ে তারা এই রকম কোন প্রতিষ্ঠান বা ওডিএল মোডে যথাযথভাবে শিখে থাকে।

11.8 এইরূপ সর্বাঙ্গীণ ও বহু বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার অভিষ্ঠ সিদ্ধির লক্ষ্যে সমস্ত প্রকার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির (এইচইআই) পাঠ্যক্রমের নমনীয়তা ও নতুনত্ব আনতে হবে, যাতে এর সাথে নানা রকম গণযোগদান এবং সেবা পরিবেশ বিদ্যা এবং মূল্যবোধের শিক্ষা যুক্ত হতে পারে। পরিবেশ বিদ্যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, বর্জ্য পদার্থের কৌশলগত ব্যবস্থাপনা, নিকাশি ব্যবস্থা, জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ, জৈবিক পদার্থের যে ভান্ডার তার প্রবন্ধন, এবং জৈব বৈচিত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং ক্রমাগত অগ্রগতি ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণে যুক্ত হবে। মূল্যবোধের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে মানবিকতা ও নৈতিকতার সাংবিধানিক অর্থাৎ সার্বভৌমিক মানবিক মূল্যবোধ, যেমন – সত্য, সৎ আচরণ (ধর্ম), শান্তি, প্রেম, অহিংসা, বিজ্ঞানমনস্কতা, নাগরিক মূল্যবোধ এবং অবশ্যই জীবনশৈলী অর্থাৎ সেবা ও জনসাধারণের জন্য নানারকম সেবামূলক কার্যক্রম এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার অন্তর্গত হবে। যেহেতু বর্তমান পৃথিবীতে অতি দ্রুততার সাথে একে অপরের মধ্যে সংযুক্তিকরণ ঘটচ্ছে, তাই বিশ্ব নাগরিক শিক্ষা (জিসিইডি), সমকালীন বিশ্বে প্রতি স্পর্ধার যে প্রতিক্রিয়া, পড়ুয়াদের ও বিশ্বের বর্তমানে সমস্যাগুলিকে বুঝতে হবে এবং আরো অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ, সহিষ্ণু, অন্তর্ভুক্তি, সুরক্ষিত এবং এক ক্রমশবিকশিত সমাজের সক্রিয় রূপকার হবার জন্য নিজেদের যোগদান দিতে হবে। পরিশেষে এক সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত সমস্ত এইচইআই এর ছাত্র দের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান অথবা অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ পেতে পারে, এ ছাড়াও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারুশিল্পী এদের সাথেই ইন্টার্নশিপ এবং এর পাশাপাশি ফ্যাকাল্টি এবং রিসার্চার দের সাথে রিচার্জ ইন্টার্নশিপ এইচইআই এর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান শিখতে পারে, যাতে ছাত্ররা পরবর্তীকালে তাদের প্রাপ্ত শিক্ষাকে ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগিয়ে রোজগারের পথ নিশ্চিত করতে পারে।

11.9 ডিগ্রী কোর্সের যে পরিকাঠামো এবং সময়সীমা তার পরিবর্তন তদনুসারে করা হবে। স্নাতক ডিগ্রী পড়াশোনার সময় কাল তিন থেকে চার বছরের হবে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই কোর্স থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন উপায় থাকবে এবং তাদের সেই অনুরূপ সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যদি কেউ বৃত্তিমূলক এবং পেশাদারী উভয় ক্ষেত্রেই ডিগ্রী কোর্সের এক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর বেরিয়ে যেতে

চায় তবে তাকে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যদি কেউ দুই বছরের কোর্স করে, তাকে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট এবং তিন বছরের কোর্স করার পর ব্যাচেলর ডিগ্রী বা স্নাতক ডিগ্রী দেয়া হবে। চার বছরের ডিগ্রী কোর্স যেখানে বহু বিষয়ক শিক্ষার মাধ্যমে পড়ানো হয়েছে যেহেতু এই পুরোটা পড়ুয়াদের ইচ্ছানুসারে পছন্দ করা এবং মেজর এবং মাইনর সমস্ত বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য করে ও সর্বাঙ্গিন অথবা বহু শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। একটি "একাডেমিক ক্রেডিট ব্যাঙ্ক" (এবিসি) স্থাপিত করা হবে, যেখানে পৃথক পৃথক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত যে ক্রেডিট, তা ডিজিটাল রূপে সংকলিত হবে, যাতে এই প্রাপ্ত ক্রেডিটের উপর ভিত্তি করে, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ডিগ্রি প্রদান করতে পারে। যদি কোন ছাত্র এইচইআই দ্বারা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমে নিজের বিশেষ বিষয় বা বিষয়গুলিতে একটি যথাযথ রিসার্চ বা গবেষণা কেন্দ্রিক পড়াশোনাকে সম্পূর্ণ করে তবে তাদের চার বছরের বহুবিষয়ক পাঠ্যক্রম এর সাথে "গবেষণা সহিত" ডিগ্রিও দেয়া হবে।

11.10 উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম অর্থাৎ মাস্টার্স এর বিভিন্ন ক্ষেত্রেও নমনীয়তা দেখাবে –

a) যে সমস্ত পড়ুয়ারা স্নাতক স্তরে তিন বছরের কোর্স করেছে, তাদের মাস্টার্সে দুই বছরের কোর্স করতে হবে, যেখানে দ্বিতীয় বর্ষ সম্পূর্ণরূপে গবেষণা কেন্দ্রিক হবে।

b) যে সমস্ত পড়ুয়ারা চার বছরের স্নাতক কোর্স গবেষণার সাথে সম্পন্ন করেছেন তাদের এক বছরের মাস্টার্স করতে হবে।

c) এছাড়া পাঁচ বছরের একটি কোর্স, যেখানে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর উভয় প্রকারের পাঠ্যক্রম থাকবে তা চালু হতে পারে। পিএইচডি ডিগ্রির জন্য মাস্টার্স অথবা চার বছরের গবেষণা - স্নাতক কোর্স - এই দুটির মধ্যে যেকোনো একটি অবশ্যই থাকতে হবে। এমফিল পাঠ্যক্রম সম্ভবত বাতিল করা হবে।

11.11 সর্বাঙ্গীণ এবং বহু বিষয়ক শিক্ষা প্রসারের জন্য আইআইটি, আইআইএম প্রভৃতির মত "মেরু" (মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশন এন্ড রিসার্চ বিশ্ববিদ্যালয়) নামক সার্বজনীন মডেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মূল উদ্দেশ্য হবে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের সাথে সাথে বিশ্বেমানের উচ্চতম জ্ঞান অর্জন করা। এরা দেশব্যাপী বহু বিষয়ক শিক্ষার যে উচ্চতম গুণমান তা প্রতিষ্ঠিত করবে।

11.12 উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ, ইনকিউবেশন সেন্টার, প্রযুক্তিবিদ্যার কেন্দ্র, ক্ষেত্র বিশেষে গবেষণা কেন্দ্র, শিল্প, শিক্ষা – শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ এবং হিউম্যানিটিস ও সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার পাশাপাশি আন্ত বিষয়ক গবেষণা - প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গবেষণা ও নতুনত্বের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হবে। বর্তমানে সংক্রমিত এবং অতি মারি রোগের যে ভয়াবহতার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তাতে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংক্রামক ব্যাধি, মহামারী বিজ্ঞান, ভাইরোলজি, ডায়াগনস্টিক ইন্সট্রুমেন্টেশন, ভ্যাকসিনোলজি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষ গবেষণার জন্য এগিয়ে আসতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পড়ুয়াদের মধ্যে নতুনত্বের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে এইচইআই হ্যান্ড হোল্ডিং পদ্ধতির আয়োজন করতে হবে। এন আর এস, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণাগারে, এবং অন্যান্য নানা রিসার্চ সংগঠনগুলির অনুসন্ধান কেন্দ্রে এমন এক প্রাণবন্ত ও নতুনত্বে ভরপুর সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে সক্ষম করবে এবং তাকে যোগ্য সহায়তা প্রদান করে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

12. বিদ্যা শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ এবং ছাত্রদের জন্য সহায়তা

12.1 ফলপ্রসূভাবে বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রয়োজন এক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির, যার মধ্যে থাকবে উপযুক্ত পাঠ্যক্রম আকর্ষণীয় শিক্ষণ পদ্ধতি, নিরবিচ্ছিন্ন গঠনমূলক মূল্যায়ন এবং ছাত্রদের পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়তা। পাঠ্যক্রমকে অবশ্যই হতে হবে কৌতূহলোদ্দীপক এবং প্রাসঙ্গিক। যাতে কিছু দিন অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে পংক্তি বিন্যাস করতে হবে, যাতে জ্ঞান আহরণের যে নিত্য নতুন প্রয়োজনীয়তা এবং তা থেকে শিক্ষণ ফলাফল আমরা প্রাপ্ত করতে পারি। উচ্চ গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা শাস্ত্র পেডাগগি ছাত্র দের কাছে পাঠ্যক্রম সামগ্রী রূপে সফলভাবে পৌঁছানো জরুরি। শিক্ষাশাস্ত্রের এইসব পদ্ধতি দ্বারা ছাত্রদের যে শেখার অভিজ্ঞতা তা নির্ধারিত হয়, এবং এর ফলে শিখন ফলাফলের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। মূল্যায়ন পদ্ধতি কে অবশ্যই বিজ্ঞান সম্মত হতে হবে, যাতে শিখন পদ্ধতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে উন্নতি করতে পারে এবং

জ্ঞানের অধ্যাবসায়ের প্রয়োগ ও পরীক্ষা হতে পারে। পরিশেষে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বিশেষ কিছু গুণ বা ক্ষমতা যা ছাত্রদের জন্য অতি আবশ্যক – ফিটনেস, সুস্বাস্থ্য ও মানসিক - সামাজিক কল্যাণ এবং উচ্চ মানের নৈতিক মূল্যবোধ - এসবের বিকশিত হওয়া উচ্চ মানের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের ভিত্তিপ্রস্তর উপযুক্ত পাঠ্যক্রম, প্রয়োজনীয় শিক্ষণ শাস্ত্র, নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন এবং ছাত্রদের সহযোগিতা। এই সমস্ত আবশ্যক বিষয় গুলি সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিকাঠামো অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার, শ্রেণিকক্ষ, ল্যাব, প্রযুক্তিবিদ্যা খেলাধুলা ও মনোরঞ্জনের জায়গা, ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য উপযুক্ত জায়গা এবং ভোজনালয় ইত্যাদি ব্যবস্থার পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে যে শিক্ষার পরিবেশ যেন একই সঙ্গে আকর্ষণীয় এবং সহায়ক হয়। যাতে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের সক্ষম ভাবে সফল করা যায়।

12.2 সর্বপ্রথম উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীলতাকে বৃহত্তর অর্থে সুনিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং ফ্যাকাল্টি বৃন্দদের পাঠ্যক্রম, শিক্ষা শাস্ত্র (পেডাগগি) এবং মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে নতুনত্ব আনার স্বাধীনতা দিতে হবে। যাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, কার্যক্রম ও সমস্ত মুক্ত দূরশিক্ষা (ও ডি এল) অনলাইন এবং প্রথাগত 'শ্রেণিকক্ষ শিক্ষা' সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপদ্ধতি সমানভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত ছাত্রদের জন্য উন্নত, আকর্ষনীয় এবং প্রেরণাদায়ক ফ্যাকাল্টি দ্বারা সেই অনুরূপ পাঠ্যক্রম এবং পেডাগগি কে নতুন রূপে রচনা করতে হবে। এই সমস্ত কার্যক্রম কে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নিরবিচ্ছিন্ন গঠনমূলক মূল্যায়ন এর প্রয়োগ করা হবে। সমস্ত প্রকার মূল্যায়ন প্রণালী উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে যাতে সর্বশেষে প্রমাণ স্বরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় নতুনত্ব এবং নমনীয়তা আনার জন্য বিকল্প অভারিত ক্রেডিট প্রণালী (সিবিসিএস) কে সংশোধন করা হবে। উচ্চতর শিক্ষা এইচইআই এক মানদণ্ড আধারিত গ্রেডিং প্রণালী নির্মাণ করবে যেখানে প্রত্যেকটি কার্যক্রমের জন্য ছাত্রদের যে অভিজ্ঞতা, বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্থাৎ শিক্ষার যে মূল লক্ষ্য তার ওপর মূল্যায়ন করা হবে। যেখানে এই মূল্যায়ন অধিক বেশি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ এবং তুলনামূলক হবে। এইচইআই ও হাই স্টেক পরীক্ষা পদ্ধতির দ্বারা আরো অনেক বেশি নিরবিচ্ছিন্ন এবং বিস্তৃত মূল্যায়ন করতে পারবে।

12.3 দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার নিজের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগত ডেভলপমেন্ট প্লান (আইডিপি) এর মোতাবেক শৈক্ষিক যোজনা গুলিকে অর্থাৎ পাঠ্যক্রম এর উন্নত থেকে শুরু করে শ্রেণিকক্ষের উৎকৃষ্ট মানের গুণের আদান প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের একত্রিত করতে হবে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের সর্বাঙ্গের উন্নতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে, এর জন্য এমন একটি শক্তিশালী ও আন্তরিক পদ্ধতি বানাতে হবে, যাতে বিভিন্ন প্রকার ছাত্রদলের একাডেমিক এবং ভাষাভিত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই সহায়তা করবে। এর জন্য ক্লাস এর ভেতর ও বাইরে পাঠ সংক্রান্ত মিথস্ক্রিয়া কে সুনিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সমস্ত এইচইআই গুলিতে ফ্যাকাল্টি বৃন্দ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ছাত্রদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয় আধারিত ক্লাব ও নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপ যেমন বিজ্ঞান, গণিত, কবিতা, ভাষণ, সাহিত্য এবং তর্ক-বিতর্ক, সংগীত, খেলাধুলা প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট ক্লাবের এবং তাদের ক্রিয়া-কলাপ এর জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হবে। সময়ের সাথে সাথে যখন এই সমস্ত বিষয়বস্তুর জন্য ছাত্র দের চাহিদা এবং দক্ষ ফ্যাকাল্টির উপযুক্ত নিযুক্তি পূরণ হবে, তখনই তা পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হবে। ফ্যাকাল্টি বৃন্দ দের ক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণ এইরূপে হওয়ার দরকার যে তারা কেবল শিক্ষকরূপে নয় তার চেয়ে অধিক পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে ছাত্রদের সঙ্গে সর্বদা একাত্ম হতে পারেন।

12.4 তৃতীয়তঃ সামাজিক এবং আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পরা অনগ্রসর ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত যাতে সফল ভাবে যাতে পৌঁছাতে পারে সেজন্য তাদের যথোপযুক্ত উৎসাহ এবং সহায়তা করতে হবে। এই কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ গুলি উৎকৃষ্ট গুনমানসম্পন্ন সহায়তা কেন্দ্র স্থাপিত করতে হবে এবং এই কার্যকে সম্পূর্ণ সফলভাবে করতে উপযুক্ত অর্থ ও যথোপযুক্ত শিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। সমস্ত ছাত্রদের জন্য পেশাদারী একাডেমিক ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে, পাশাপাশি শারীরিক মানসিক এবং অনুভূতি স্তরের যে গঠন তার দেখভালের জন্য উপযুক্ত পরামর্শদাতা সুনিশ্চিতভাবে নিয়োগ করা হবে।

12.5 চতুর্থত, ওডিএল এবং অনলাইন শিক্ষা, উৎকৃষ্ট গুনমানসম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষার কাছে পৌঁছানোর যে সহজ-স্বাভাবিক রাস্তা, তা সুগম করে। এই সমস্ত সম্ভাবনাগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করার জন্য ও ডি এল এর সম্পূর্ণ বিস্তৃত ঘটাতে হবে। প্রামাণ্য রূপে চেষ্টা করে এর মধ্যে নতুনত্ব আনতে হবে, পাশাপাশি এই সম্পর্কিত যে সব আনুষাঙ্গিক মান আছে তার পালন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে হবে। ও ডি এল এর যে সব প্রোগ্রাম কার্যসূচি আছে তা উৎকৃষ্টতম গুনমানসম্পন্ন 'ইন ক্লাস' কার্যক্রমের সঙ্গে সমান হবার বা একই রকম হবার লক্ষ্যে

স্থির থাকতে হবে। ও ডি এল এর পদ্ধতিগত উন্নতি, নিয়ম-কানুন এবং স্বীকৃতির জন্য নর্মস, স্ট্যান্ডার্ডস, গাইডলাইনস তৈরি করা হবে। পাশাপাশি ও ডি এল এর গুণগত মানের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করা হবে, যা সমস্ত এইচইআই এর উন্নতির জন্য সুপারিশ মূলক হবে।

12.6 পরিশেষে এই সমস্ত কার্যসূচি, কোর্সগুলির পাঠ্যক্রম এবং বিষয়বস্তু, শিক্ষাশাস্ত্র (পেডাগগি) এর সাথে 'ইন ক্লাস' অনলাইনের ও ওডিএল মাধ্যমে এবং এরই সঙ্গে ছাত্রদের সমর্থন - সমস্ত প্রকার কার্যসূচির লক্ষ্য হবে যাতে গুণগতমানে আমরা বিশ্বমানের হতে পারি।

আন্তর্জাতিকীকরণ

12.7 উপরোক্ত বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগগুলোর দ্বারা ভারতে পাঠরত আন্তরাষ্ট্রীয় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং এর ফলে ভারতে বসবাসরত ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে গবেষণা করতে পারবে, ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবে এবং পাশাপাশি এর বিপরীতটাও অর্থাৎ বিদেশি ছাত্ররা ভারতে এসে গবেষণা ও ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবে। বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স এবং কার্যসূচি যেমন ইন্ডোলজি, ভারতীয় ভাষাসমূহ, আয়ুস চিকিৎসা পদ্ধতি, যোগব্যায়াম, কলাবিদ্যা, সংগীত, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আধুনিক ভারত প্রভৃতি - এছাড়া আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাসঙ্গিক প্রাপ্ত পাঠ্যক্রম যেমন বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক ও সমস্ত বিশ্বব্যাপী কার্যকলাপের অর্থপূর্ণ সুবিধাপ্রাপ্ত করা যায়। এর সাথে উৎকৃষ্ট আবাসিক সুবিধা এবং ক্যাম্পাসে থেকে শেখার সুযোগ প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্বমানবতা প্রাপ্ত করার লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি বিদেশী ছাত্রদের আরো বেশি সংখ্যায় আকৃষ্ট করার জন্য এবং দেশের ভেতর আন্তর্জাতিকীকরণ এর যে লক্ষ্যমাত্রা তার প্রাপ্ত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে।

12.8 ভারতবর্ষকে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করার স্বার্থে "বিশ্বব্যাপী পাঠচর্চার গন্তব্যস্থলে" রূপে উন্নত করা হবে, যাতে ভারত বর্ষ "বিশ্বগুরু"রূপে নিজের ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে এর দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত হয়। বিদেশ থেকে আগত সমস্ত ছাত্রদের অভ্যর্থনা এবং সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রত্যেকটি এইচইআই এর একটি করে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অফিস খোলা হবে যাতে তারা এই সমস্ত বিষয়ে সঠিক দেখভাল করতে পারে, উৎকৃষ্ট গুনমানসম্পন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠান গুলির সাথে গবেষণা শিক্ষকতা সহযোগিতা এবং ফ্যাকাল্টি ছাত্র আদান-প্রদানের সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে এবং এর পাশাপাশি বিদেশীদের সাথে অতি প্রাসঙ্গিক স্তরে লাভজনক মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হবে। উৎকৃষ্ট স্তরে প্রদর্শনকারী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশের বাইরে ক্যাম্পাসে স্থাপিত করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেয়া হবে। এই প্রকারের সুযোগ-সুবিধা গুলিকে সুনিশ্চিত করতে, এক আইন প্রণয়ন ফ্রেমওয়ার্ক গঠন করা হবে, যাতে এই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলোর তুলনায় নিয়মকানুন, শাসন ব্যবস্থা এবং মানদণ্ডে কিছুটা ছাড় দেয়া হবে। এছাড়াও ভারতের প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গবেষণা সংক্রান্ত এবং ছাত্র সংক্রান্ত যে আদান-প্রদানের যে মাধ্যম তাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। সেইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিটের মান্যতা এখানে থাকবে এবং যদি তা সেই এইচইআই এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রাপ্ত হয় তবে তাকে ডিগ্রী প্রদান করে স্বীকৃতি দেয়া হবে।

ছাত্রদের সক্রিয়তা এবং অংশগ্রহণ

12.9 শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্থিত ধারক বা স্টেক হোল্ডার্স হলো ছাত্ররা। উৎকৃষ্ট গুনমানসম্পন্ন শিক্ষা - শিক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রাণবন্ত ক্যাম্পাস লাইফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে ছাত্রদের জন্য খেলাধুলা, সংস্কৃতি, কলাবিদ্যার ক্লাব, ইকো ক্লাব, অ্যাক্টিভিটি ক্লাব, সার্বজনীন সেবা প্রকল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হবে এবং ছাত্রদের এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য প্রচুর সুযোগ দেয়া হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে চাপ সামলানোর জন্য এবং অনুভূতির সামঞ্জস্য ঠিক রাখতে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া গ্রামের ছাত্র দের যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে যেখানে প্রয়োজনানুসারে ছাত্রাবাসের সুবিধাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হবে। সমস্ত এইচইআই নিজের নিজের প্রতিষ্ঠানে সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে।

ছাত্রদের জন্য অর্থ সাহায্য

12.10 ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে। এস সি, এস টি, ওবিসি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছাত্রদের যোগ্যতাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হবে। এদের জন্য জাতীয় ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে এবং ছাত্র প্রগতির জন্য একে উৎসাহিত

করতে এবং একে ট্র্যাক করার জন্য জাতীয় ছাত্রবৃত্তির যে পোর্টাল, তাকে বিস্তৃত করা হবে। বেসরকারি এইচসি আই গুলিতে যাতে বিরাট সংখ্যায় অবৈতনিক এবং ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

13. প্রাণোদ্দীপ্ত, প্রবলভাবে সক্রিয় এবং দক্ষ ফ্যাকাল্টি।

13.1 উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সফলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সফল ফ্যাকাল্টি উৎকৃষ্টতা এবং কর্মকুশলতা। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ফ্যাকাল্টি বৃন্দের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তা মনে রেখে, এদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিগত কয়েক বছর ধরে কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ নিয়োগ এবং কার্যকালের সময় কর্মক্ষেত্র এগিয়ে যাওয়া সুযোগগুলোকে সুনিশ্চিত করে, এবং ফ্যাকাল্টি বৃন্দের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর থেকেও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থায়ী ফ্যাকাল্টির বৃন্দের মাসিক বেতনের যে স্তর তার পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ফ্যাকাল্টি বৃন্দের পেশাগত উন্নতির বিভিন্ন সুযোগগুলোকে সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যাইহোক ফ্যাকাল্টি বৃন্দের উন্নতি সাধনে বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং প্রেরণাদায়ক ফ্যাকাল্টি বৃন্দের যথেষ্ট উপস্থিতি সত্ত্বেও বিভিন্ন উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষণ গবেষণা এবং সেবাদানের যে স্তর বা নমুনা আমরা দেখতে পাই তা আকাঙ্ক্ষিত পর্যায় থেকে অনেক কম। অতএব ফ্যাকাল্টি বৃন্দদের মধ্যে যদি প্রেরণা এবং উৎসাহ, উদ্দীপনার অভাবে ঘটে, তবে তার কারণ অনুসন্ধান করে তাকে ঠিক করা দরকার, যদি প্রত্যেক ফ্যাকাল্টি তার নিজের ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি, প্রতিষ্ঠান এবং নিজের কাজের প্রতি পুরো মাত্রায় উৎসাহিত উদ্দীপনাময় থাকতে পারে। পরিশেষে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎকৃষ্ট, প্রেরিত এবং দক্ষ ফ্যাকাল্টির চাহিদা সুনিশ্চিত করতে এই নীতি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করে।

13.2 সর্বপ্রথমে, প্রাথমিকভাবে সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে -পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিষ্কার শৌচালয়, ব্ল্যাকবোর্ড, অফিস, শিক্ষণ সামগ্রী, গ্রন্থাগার এবং শ্রেণিকক্ষে সুন্দর পরিবেশ এবং বিস্তৃত পরিসরে প্রভৃতি বস্তুর প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পরিকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষে সাম্প্রতিক শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যা পৌঁছানো দরকার যাতে সেটা ব্যবহার করে আর ভালো শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা গড়ে তোলা যায়।

13.3 শিক্ষণের দায়িত্বের অতিরিক্ত বোঝা যাতে না থাকে, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত যেন খুব বেশি না হয়, যাতে শিক্ষা প্রক্রিয়া এক মনোগ্রাহী প্রক্রিয়া হিসেবে কার্যকরী হয়, যাতে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করার, গবেষণামূলক কাজ করার এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপের জন্য যথেষ্ট সময় তারা পেতে পারেন। প্রত্যেক ফ্যাকাল্টি নিযুক্তিকরণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করা হবে এবং সাধারণত তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা হবে না, যাতে তারা একই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় থেকে সেখানকার ছাত্রদের সঙ্গে , প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন এবং প্রকৃত অর্থে সৎ ভাবে কাজ করতে পারেন।

13.4 ফ্যাকাল্টি বৃন্দদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেওয়া হবে, যাতে তারা স্বীকৃত ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই পাঠ্যপুস্তক এবং পঠন সামগ্রী, অ্যাসাইনমেন্ট এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া গুলো কে তৈরি করার পাশাপাশি তারা নিজেদের জন্য পাঠ্যক্রম সম্বন্ধীয় এবং পেডাগগিক্যাল প্রক্রিয়া গুলিকেও নতুন ভাবে সৃষ্টি করার স্বাধীনতা পেতে পারেন। ফ্যাকাল্টি দের সৃষ্টিশীল শিক্ষকতা, গবেষণা এবং তাদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী উৎকৃষ্ট প্রদর্শন করার জন্য ও তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে, যাতে তারা সৃষ্টিশীল কাজের জন্য ছাত্রদের কাজে প্রেরণাদায়ক ও উৎকৃষ্ট রূপে নিজেদের উপস্থাপিত করতে পারেন।

13.5 উৎকৃষ্ট প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার, পদোন্নতি কার্যেক্ষেত্রের ক্ষেত্রে পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠানগত নেতৃত্বের দিকে অগ্রগতিকে অবশ্যই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হবে। পাশাপাশি সেইসব ফ্যাকাল্টি বৃন্দদেরও জবাবদিহি করতে হবে, যারা এই পরিকাঠামো নির্ধারিত মানদণ্ড হিসেবে কার্য করতে অক্ষম বা অসমর্থ হবেন।

13.6 স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলির উৎকৃষ্টতার প্রতি যে লক্ষ্যমাত্রা, তাকে গুরুত্ব দিয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফ্যাকাল্টি বৃন্দেরর নিযুক্তকরণ প্রক্রিয়াটি এবং এর মানদণ্ড সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, স্বতন্ত্র এবং স্বচ্ছ হবে। বর্তমান নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্টতাকে সুনিশ্চিত করতে ও একে বজায় রাখতে একটি 'শর্তাবলী প্রাক' প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হবে, যথাযথ সময়কালের প্রবেশন প্রক্রিয়া যুক্ত করা হবে, এবং প্রবেশন প্রক্রিয়ার পরেই চাকরি নিশ্চিত করা হবে। এর পাশাপাশি পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি এবং ছাত্রদের দ্বারা সমীক্ষা, শিক্ষকতা ও শিক্ষণশাস্ত্রে (পেডাগগি) নতুনত্ব আনা, গবেষণার প্রভাব এবং উৎকর্ষতা, পেশাদারী কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানে কাজ কর্ম এবং জনসেবামূলক কাজকর্ম এবং তার প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করার প্রকৃত মান দণ্ডকে প্রত্যেকটি এইচইআইএ বিকাশ করা হবে, এবং 'আইডিপি প্ল্যান' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানিক অগ্রগতি যোজনা দ্বারা তা স্পষ্টভাবে হবে নির্দিষ্ট করা হবে।

13.7 উৎকর্ষতা এবং নতুনত্ব কে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উৎকৃষ্ট এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের প্রয়োজন, যা আজকের দিনের চাহিদা ও বটে। একটি প্রতিষ্ঠান এবং তার ফ্যাকাল্টি বৃন্দের উন্নতি, সফলতার জন্য উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতর একাডেমিক এবং সেবা শংসাপত্র প্রদানের পাশাপাশি নেতৃত্ব প্রদান, কৌশল ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দক্ষতা দ্বারা বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি বৃন্দকে চিহ্নিত করে, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত করা হবে। বিভিন্ন পদে আসীন করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলির নেতৃত্বপদ কখনোই শূণ্য থাকবে না, বরং নেতৃত্ব পরিবর্তনের সময় ওভারল্যাপিং এর ব্যবস্থা সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই থাকতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা মসৃণভাবে হয়। প্রতিষ্ঠানের নেতাগণ এমন এক উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির পরিবেশের নির্মাণ করার চেষ্টা করবেন যেখানে, সমস্ত ফ্যাকাল্টি বৃন্দ এবং সমস্ত এইচইআই এর নেতৃত্বগণ এক উৎকৃষ্ট, নতুনত্ব শিক্ষণ প্রথা, গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং জনসমুদায়ের কাজকর্মকেও প্রেরিত এবং উৎসাহিত করবে। এই সমস্ত নেতৃত্ববৃন্দ ও ফ্যাকাল্টিগণ অতি মসৃণভাবে শিক্ষকতা, গবেষণামূলক কাজ, প্রাতিষ্ঠানিক কাজ প্রভৃতি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

14. উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি

14.1 গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ, ব্যক্তি অথবা সমাজের সামগ্র মানুষের উপর এমন প্রভাব ফেলে এবং প্রভূত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়, যাতে তারা তাদের সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে নিজেদের বের করে তুলে ধরতে পারে। সেই কারণে সবার জন্য গুনমানসম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ ও ব্যবস্থা করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এই নীতি এসইডিজি এর উপর বিশেষ জোর দিয়ে সকল ছাত্রের নিকট গুনমানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা যাতে পৌঁছাতে পারে তা সুনিশ্চিত করে।

14.2 ডায়নামিকস্ এবং শিক্ষা প্রণালী থেকে এসডিজি 4 এর বহিষ্কারের অনেকগুলো কারণই বিদ্যালয় শিক্ষা প্রণালী এবং উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান। সেই কারণেই স্কুল শিক্ষা এবং উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে সমানতা, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তির যে সংকল্প ও লক্ষ্য একই প্রকার হওয়া দরকার। এবং এর পাশাপাশি এই সমস্ত বিষয়ে স্থায়ী ফলাফল সুনিশ্চিত করতে, এর সাথে যুক্ত সমস্ত স্তরে একটি ধারাবাহিকতা রাখতে হবে। অতএব উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে সমতা এবং অন্তর্ভুক্তির যে লক্ষ্যমাত্রা, তা পূরণ করতে হলে, স্কুল শিক্ষার্থী এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সমাবেশের কথা ভাবতে হবে।

14.3 এই সমস্ত বিষয়ের বহিষ্কারের বিভিন্ন কারন আছে, এরা নিজেই নিজের কারণ এবং প্রভাব দর্শায়। কারণ উচ্চতর শিক্ষায় প্রভাব ও শিকড় খুবই গভীরে। এই সমস্ত বিষয়কে বিশেষত উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে দূর করতে হবে এবং এর ফলে উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সুযোগের অভাব, উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সময় আর্থিক সহায়তার অর্থনৈতিক বাধাসমূহ, ভর্তির প্রক্রিয়া, ভৌগোলিক দূরত্ব এবং ভাষাগত ব্যবধান অনেক বেশি সংখ্যায় উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকলাপগুলো কে সীমিত সংখ্যায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যথোপযুক্ত সহায়তা পদ্ধতি মেকানিজম এর অভাব – প্রভৃতি এই সমস্ত প্রকার অসুবিধার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় তা যথাযথভাবে উদ্দিষ্ট করতে হবে।

14.4 এই উদ্দেশ্যে, সমস্ত সরকার এবং এইচইসিআই দ্বারা উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ লেখা হলো-

14.4.1 সরকার দ্বারা যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়াও হয়েছে-

a) শিক্ষাক্ষেত্রে এসিডিজির জন্য সরকার দ্বারা উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ।

b) এস সি ডি এস এর উচ্চতর জি ই আর এর জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

c) এইচইআই এর ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি করা।

d) অ্যাস্পিরেশনাল বা বিকাশোন্মুখ জেলাগুলিতে উৎকৃষ্ট গুনমানসম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং আরও অধিক সংখ্যায় এসইডিজি প্রাপ্ত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে পড়ুয়াদের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করা।

e) উৎকৃষ্ট গুণমান সম্পন্ন এইচইআই এর স্থাপন এবং অগ্রগতির চেষ্টা করা, যাতে সেখানে স্থানীয়/ ভারতীয় ভাষাসমূহ অথবা আদিবাসী ভাষার সাহায্যে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

f) ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত/ সার্বজনিক উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসইডিজি গুলিকে বেশি মাত্রায় আর্থিক সাহায্য ও ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

g) এসডিজি গুলির মধ্যে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা এবং ছাত্রবৃত্তি সম্পর্কিত বিষয় গুলির প্রসার ও প্রচার করা।

h) আরো ভালো অংশীদারি ও শিখন ফলাফলের জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার নির্মাণ ও উৎকর্ষ সাধন ঘটানো।

14.4.2 সমস্ত প্রকার এইচইআই দ্বারা নেওয়া পদক্ষেপ-

a) উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে আর্থিক খরচ খরচা হয়, তা কিছুটা লাঘব করা।

b) আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত ছাত্র-ছাত্রীদের আরো বেশি করে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

c) উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও ছাত্র বৃত্তি সম্পর্কিত বিষয় গুলি প্রসার ও প্রচার করা।

d) ভর্তির প্রক্রিয়া কে আরো বেশি করে অন্তর্ভুক্তি করা।

e) পাঠ্যক্রম কে আরো বেশি করে সর্বব্যাপী তৈরি করা।

f) উচ্চতর শিক্ষার কার্যক্রমকে আরো বেশী রোজগারমুখী করে তোলা।

g) ভারতীয় ভাষাসমূহ এবংদ্বিভাষীর উপর ডিগ্রি কোর্সে পড়ানোর প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ঘটানো।

h) এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত বিল্ডিং এ'ই হুইল চেয়ারে যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং দিব্যাঙ্গ ছাত্রদের জন্য সুবন্দোবস্ত থাকে।

i) অনুন্নত, বঞ্চিত শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য ব্রিজ কোর্স এর ব্যবস্থা করা।

j) এই সমস্ত বিশেষ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পরামর্শ এবং সহায়তা মূলক কার্যক্রম দ্বারা প্রয়োজনীয় সামাজিক সংবেদনশীলতা কেন্দ্রীক এবং একাডেমিক সাহায্য এবং পরামর্শ প্রদান করা।

k) পাঠ্যক্রম এর পাশাপাশি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত বিষয়, যেমন ফ্যাকাল্টি, সদস্য পরামর্শদাতা এবং পড়ুয়াদের জেন্ডার ও জেন্ডার পরিচিতির প্রতি সংবেদনশীলতা ও তার অন্তর্ভুক্তি ঘটানো।

l) জাতপাতের পার্থক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্রতি কঠোর মনোভাব এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মাবলী কঠোরভাবে মানতে হবে।

m) এসইডিজির যে বর্ধিত অংশীদারি তা সুনিশ্চিত করার জন্য যে সমস্ত বিশেষ প্ল্যান গুলো কে যুক্ত করে, প্রতিষ্ঠানগত বিকাশ যোজনা নির্মাণ করতে হবে। এবং যাতে উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলি যুক্ত হবে কিন্তু সেখানে তা সীমিত থাকবে না।

15. শিক্ষক-শিক্ষাঃ-

15.1 আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিকভাবে আকার দিতে, তাদের গড়ে তুলতে চাই স্কুল-শিক্ষকদের সঠিক ভূমিকা, সেই কারণেই শিক্ষক-শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের প্রস্তুত করাএমন একটি প্রক্রিয়া, যার জন্য প্রয়োজন বহু বিষয়ক দৃষ্টিকোন এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পাশাপাশি উৎকৃষ্ট মেন্টরের তত্ত্বাবধানে সঠিক চরিত্র গঠন এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের উন্নতি সাধনেরও

অভ্যাস করতে হবে। এর সঙ্গে এই বিষয়টিও সুনিশ্চিত করতে হবে যে, শিক্ষকগণ শিক্ষা – শাস্ত্র (পেডাগগি) ও শিক্ষা বিষয়ক যে সাম্প্রতিক তথ্য ও প্রগতি, সে ব্যাপারে ভালভাবে অবগত থাকবেন, এবং পাশাপাশি ভারতীয় মূল্যবোধ, ভাষাসমূহ, জ্ঞান, লোকসংস্কৃতি এবং পরম্পরা ও জনজাতি সমূহের পরম্পরা সম্পর্কেও অবগত থাকবে।

15.2 সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা গঠিত, 2012 সালের বিচারক জে. এস. ভার্মা কমিশন অনুযায়ী, টি ই আই -এর মেজোরিটি স্ট্যান্ড অ্যালোন, যার সংখ্যা প্রায় 10,000 এর অধিক তাঁরা এই শিক্ষক-শিক্ষা প্রক্রিয়াটিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান না, বরং সেই স্থানে তারা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ডিগ্রী- বিক্রি করাকে বেশি গুরুত্ব দেন। এই পর্যন্ত যা পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, তা এই কদাচার বা অন্যায় কার্যপদ্ধতিকে রোধ করতে অসমর্থ হয়েছে এবং পাশাপাশি উৎকর্ষতার জন্য যে প্রাথমিক মানদণ্ড ধার্য করা হয়েছিল, তাও বলবৎ করাতে অসফল হয়েছে। এর ফলে এই সমস্ত বিষয়ে যে নতুনত্ব ও উৎকর্ষতা ধার্য করা হয়েছিল, তার উপরেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অতএব এই সেক্টর ও তার নির্ণায়ক পদ্ধতিতে, অতি সত্বর আমূল পরিবর্তন এনে পুনরুদ্ধার করতে হবে যাতে শিক্ষক-শিক্ষা পদ্ধতিতে ন্যায়-পরায়ণতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, ফলপ্রসূতা এবং উৎকর্ষতা পুনরায় বলবৎ হতে পারে এবং এই পদ্ধতির মানও উচ্চে বিরাজ করতে পারে।

15.3 শিক্ষকতার সাথে যে সম্মান ও প্রতিজ্ঞা জুড়ে আছে, তাকে পুনরায় বলবৎ করতে প্রয়োজন, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার যে উচ্চতা, তাকে উন্নত করা এবং এর দ্বারা একটি যথাযথ শিক্ষা প্রণালী সুনিশ্চিত করার জন্য নিয়ামক প্রণালী দ্বারা সেইসব নিম্ন-স্তরের এবং অ-কেজো শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি (TEIs) বিরুদ্ধে নিয়ম-উলঙ্ঘনের জন্য এক বছরের সময় সীমা দেওয়া হবে, যদি এর মধ্যে এরা প্রাথমিক শৈক্ষিক মানদণ্ডের যে নিয়মাবলী, তা পূরণ করতে না পারে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 2030 সালের মধ্যে, শুধুমাত্র শৈক্ষিক ভাবে সুদৃঢ়, বহু-বিষয়ক এবং সুসংবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষা কার্যক্রম বলবৎ হবে।

15.4 যেহেতু, শিক্ষক-শিক্ষার জন্য বহুবিষয়ক ইনপুটস এবং উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন বিষয়বস্তু এবং পাশাপাশি শিক্ষা শাস্ত্রের (পেডাগগি) প্রয়োজন। সুতরাং সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রামগুলিই বহু-বিষয়ী প্রতিষ্ঠান গুলিতেই আয়োজন করা উচিত। এই কারণে সমস্ত সর্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, নিজের নিজের প্রতিষ্ঠানে উৎকৃষ্ট শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করা এবং তার বিকাশ ঘটানো। যেখানে শিক্ষার সাথে আধুনিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের পাশাপাশি সাইকোলজি, দর্শনশাস্ত্র, সামাজিক, নিউরোসায়েন্স, ভারতীয় ভাষাসমূহ, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, ইতিহাস, সাহিত্য, শারীরবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং গণিত প্রভৃতির মত উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্বলিত বিভাগের সহযোগিতায় ভবিষ্যতের শিক্ষকদের যোগ্য করার জন্য বি. এড. -এর পাঠ্যক্রম সঞ্চালিত করবে। 2030 সালের মধ্যে সমস্ত একক শিক্ষক – শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (TEIs) গুলিকে বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন হবে, কারণ, এদেরও পরবর্তীতে চার বছরের একীকৃত/ অখণ্ডিত শিক্ষক তৈরির কার্যক্রমকে সঞ্চালিত করতে হবে।

15.5 2030 সালের মধ্যে বহু-বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বার প্রদেয় 4 বছরের ইন্টিগ্রেটেড বি-এড কার্যক্রম স্কুল শিক্ষকদের শিক্ষকতার নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বলে মানা হবে। এই 4 বছরের একীকৃত বি-এড শিক্ষা এবং এর পাশাপাশি অন্য একটি বিশেষ বিষয় যেমন- ভাষা, ইতিহাস, সঙ্গীত, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স, রসায়ণবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, কলাবিদ্যা, শারীর বিদ্যি -প্রভৃতি বিষয়ে একটি হোলিস্টিক ডুয়াল মেজর স্নাতক ডিগ্রী হবে। অত্যাধুনিক শিক্ষা – শাস্ত্র (পেডাগগি) শিক্ষিত হবার পাশাপাশি শিক্ষক – শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসাবে সসমাজ বিদ্যা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাইকোলজি, প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা, বুনিয়াদী সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান, ভারতবর্ষ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং এর সাথে জড়িত মূল্যবোধ/ লোকসংস্কৃতি, কলা/ পরম্পরা, ঐতিহ্য এবং আরো অনেক কিছু এর সাথে যুক্ত হবে। 4 বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের পাশাপাশি প্রত্যেক HEI , যে কোনো একটি সামাজিক বিষয়ের উপর স্নাতক (অনার্স সহ) ডিগ্রী পূর্বেই অর্জন করেছে, এইরূপ পড়ুয়াদের যারা ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চান, তাদের জন্য 2 বছরের বি-এড কোর্সেরও ব্যবস্থা করা হতে পারে। এছাড়াও যে সব ছাত্র-ছাত্রী 4 বছরের স্নাতক কোর্সে পড়াশোনা করেছেন, তাদের জন্যও 1 বছরের বি. এড. কোর্স অফার করা যেতে পারে। এই 4 বছর, 2 বছর, 1 বছরের ই-এড কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষিত করতেও যাতে উৎকৃষ্ট প্রতিভাবান পড়ুয়ারা এতে যোগদান করেন, তার জন্য ছাত্রবৃত্তিরও ব্যবস্থা করা হবে।

15.6 যে সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষা প্রদান করছে, তাদের শিক্ষাও সেই সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তুর পাশাপাশি বিশেষ বিষয়ের উপরও বিশেষজ্ঞতা সুনিশ্চিত করবে। প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব নেটওয়ার্ক অর্থাৎ কার্যপন্থা থাকবে, যার সাহায্যে এরা সরকারী ও প্রাইভেট স্কুলগুলির সাথে মিলে মিশে কাজ করতে পারে, অর্থাৎ যেখানে ভবিষ্যৎ শিক্ষকরা অন্যান্য বিবিধ প্রকার কার্য, যেমন- জনসেবা, বয়স্ক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতিতে সহায়তা পূর্বক অংশগ্রহণ করতে পারে।

15.7 শিক্ষক -শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন মান বজায় রাখতে হলে, প্রি-সার্ভিস শিক্ষক তৈরির যে প্রক্রিয়া, তা রাষ্ট্রীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা এজেন্সী দ্বারা আয়েজিত উপযুক্ত বিষয় ও যোগ্যতা – পরীক্ষার মাপকাঠি দ্বারা করা হবে। দেশের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক যে বিবিধতা, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর উপযুক্ত মান নির্ধারণ করা হবে।

15.8 শিক্ষা – বিভাগের ফ্যাকাল্টিবৃন্দের প্রোফাইলে বিবিধতা থাকা খুবই প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে অতি অবশ্যই শিক্ষকতা/ ফিল্ড/ গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা প্রভৃতিরও মূল্য থাকবে অপরিসীম এবং সর্বাগ্রে সরাসরি স্কুল শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞানের যে সব ক্ষেত্র, যেমন- সাইকোলজি, শিশু- বিকাশ, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, দর্শণ-শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞান এর পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষা, গণিত শিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষা প্রভৃতির মত বিভিন্ন কার্যপ্রনালী সম্বন্ধিত বিষয়বস্তুতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্যাকাল্টিদের শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হবার জন্য আকর্ষিত করা হবে, যাতে শিক্ষকরা বহু-বিষয়ক শিক্ষা পদ্ধতি এবং এবং ধারণামূলক উন্নতিতে এর যে যথাযথতা, তাকে দৃঢ়তা প্রদান করতে পারে।

15.9 যে সমস্ত নতুন পি.এইচ.ডি প্রবেশক, সে তারা যে কোনো বিষয়েই নিয়োগ হোক না কেন, তাদের থেকে এটাই আশা করা হবে যে, তারা তাদের ডক্টোরাল প্রশিক্ষণের সময় যে বিষয় তাদের ছিল, তারা যেন সেই Ph.D., বিষয় সম্পর্কিত শিখন/ শিক্ষা/ পেডাগগি/ লিখিত/ আধারিত পাঠ্যক্রম নেন। তাদের ডক্টরেট প্রশিক্ষণের সময়কালে, এদের পেডাগগিকাল অভ্যাস, পাঠক্রম নির্মান, প্রত্যয়ী মূল্যায়ণ প্রণালী, যোগাযোগ মাধ্যম এবং আরো অনেক ক্ষেত্রের যে অভিজ্ঞতা, তা প্রদান করা হবে, কারণ, ভবিষ্যতেএইসব রিসার্চ স্কলারদের ম্যধেই কেউ হয়তো তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি/ সঞ্চালক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন। পি. এইচ. ডি. ছাত্রদের শিক্ষণ সহায়কসামগ্রীর দ্বারা শিক্ষণ অভিজ্ঞতা অর্জন করার মাধ্যমে যে বাস্তবসম্মত শিক্ষকতার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তি ঘটবে, তার নূন্যতম সময়ও নয় ঘন্টা হবে। সারা দেশের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে Ph. D. কার্যক্রম সঞ্চালিত হয়, এইসব উদ্দেশ্যগুলি সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।

15.10 কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির উন্নতির জন্য যে পেশাগত প্রশিক্ষণ, পূর্বস্থিত প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম দ্বারা এবং নিরবিচ্ছিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জারি থাকবে। কিন্তু উচ্চতর গুণমান সম্পন্ন শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক উৎকৃষ্ট টিচিং – লার্নিং পদ্ধতির যে প্রয়োজনীয়তা তা পূরণ করার জন্য, একে সুদৃঢ় এবং বৃহৎভাবে বিস্তার করা হবে। শিক্ষকদের অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য স্বয়ম্/ দিক্ষার মতো প্লাটফর্ম এর ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে, যাতে উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কার্য, অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করতে পারে।

15.11 পরামর্শদানের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় মিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে, যে স্কুলগুলিতে অধিক সংখ্যায় বয়স্ক/ অবসরপ্রাপ্ত উৎকৃষ্ট ফ্যাকাল্টিদের যুক্ত করা হবে, পাশাপাশি যাদের ভারতীয় ভাষাসমূহ পড়ানোর বিশেষ দক্ষতা আছে এবং যাঁরা দীর্ঘ অথবা কম সময়ের জন্য হলেও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরামর্শদাতা/ পেশাগত সহায়তা প্রদান করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন।

16. বৃত্তিমূলক শিক্ষার নবীকল্পীকরণঃ-

16.1 দ্বাদশতম পঞ্চবার্ষিকী – পরিকল্পনা (2012-2017) অনুযায়ী আনুমানিক 19-24 বছর বয়স্ক ভারতীয় শ্রমজীবিদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই (5% -এর কম) প্রথাগত বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেখানে USA -তে 52%, জার্মানিতে 75% এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে সর্বাধিক 96%। এই সংখ্যা ভারতের বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্র প্রসারের যে সীমারেখা, তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে সুস্পষ্ট করে।

16.2 বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম হওয়ার একটি প্রধান কারণ হল, অতীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা মূলত 11-12 এর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এবং অষ্টম শ্রেণীর স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। এছাড়া যে সব পড়ুয়ারা বৃত্তিমূলক বিষয়ের সাথে 11-12 পাস করে, প্রায়শই তারা তাদের বৃত্তিমূলক বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পড়াশোনা বা এগিয়ে যাবার যে পথ, তা সুস্পষ্ট রূপে খুঁজে পায় না বা এগিয়ে যাবার সুস্পষ্ট পথ থাকে না। প্রথাগত উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তির যে মানদণ্ড, তা এমনভাবে পরিকল্পিত যে বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারী ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হতে পারে না, ফলস্বরূপ তারা "মুখ্যধারা" বা 'অ্যাকাডেমিক' শিক্ষাক্ষেত্রের ছাত্র ছাত্রীদের থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকে এবং এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে যাবার যে রাস্তা,

তা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে 2013 সালে "ন্যাশনাল স্কিলস্ কোয়ালিফিকেশান ফ্রেমওয়ার্ক" (NSQF) -এর কিছু ঘোষণার মাধ্যমে এ বিষয়ে সম্বোধিত করা হয়েছে।

16.3 বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রকে মুখ্যধারার শিক্ষা থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এবং পাশাপাশি এটাও মানা হয় যে, যারা মেনস্ট্রিমের পড়াশোনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তারাই প্রধানত বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এটি একটি গভীর উপলব্ধি, যার শিকড় অনেক গভীর, এবং তা পড়ুয়াদের নিজস্ব পথ বেছে নিতে প্রভাবিত করে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্পূর্ণ পুনর্কল্পীকরণ করতে হবে ও পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে যে ভবিষ্যতে ছাত্রদের কিভাবে এর প্রতি আকৃষ্ট করা যায় ও তাদের এই শিক্ষা গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া যায়।

16.4 এই নীতির উদ্দেশ্যই হল বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে যুক্ত সামাজিক শ্রেণিবিভাগ দূর করা। এর জন্য প্রয়োজন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বৃত্তিমূলক শাখা কে মূলধারার যে পড়াশোনা, তার সাথে যুক্ত করা। এটার শুরু অবশ্যই প্রারম্ভিক বছরেই করতে হবে এবং ধীরে ধীরে খুব মসৃণভাবে উৎকৃষ্ট বৃত্তিমূলক শিক্ষা উচ্চতর প্রাথমিক, মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে যে প্রত্যেক শিশুই কমপক্ষে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং এর সাথে অন্য গুলির সঙ্গে পরিচিত হবে। এর ফলে তারা শ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে শিখবে এবং তার সাথে ভারতীয় কলা ও কারিগরী শিক্ষা এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবে।

16.5 2025 সালের মধ্যে, স্কুল এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে কমপক্ষে 50% পড়ুয়াকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আওতায় আবশ্যকভাবে নিয়ে আসা হবে যার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ও লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি একটি সুস্পষ্ট কার্যপরিকল্পনার অগ্রগতি ঘটানো হবে। এটি সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্য সংখ্যা 4.4 এর সাথে সঙ্গতি রেখে এবং ভারতের গণতান্ত্রিকতাকে পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করতে সহায়তা করবে। জিআইআরের লক্ষ্য কে প্রাপ্ত করার সময় বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। বৃত্তিমূলক ক্ষমতার বিকাশ এবং 'অ্যাকাডেমিক' বা অন্য ক্ষমতা বিকাশ এবং অ্যাকাডেমিক বা অন্য ক্ষমতা বিকাশ একসাথে করা হবে। পরবর্তী দশকের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সমস্ত মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শ্রেণিকক্ষের বিষয় হিসাবে সংযুক্ত করা হবে। এর জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আই টি আই, পলিটেকনিক এবং স্থানীয় কল-কারখানা- প্রভৃতির সাথে সংযোগ ও সম্পর্ক রাখবে। স্কুলগুলিতে স্কিল - ল্যাব হবে ও 'হাব' তৈরি করা হবে ও তার বিকাশ ঘটানো হবে, যাতে অন্যান্য স্কুলগুলিও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বয়ং অথবা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং এনজিও এর সাথে অংশীদারীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করবে। 2013 সালে শুরু করা B. VOC ডিগ্রী আগের মতই থাকবে, এছাড়া অতিরিক্ত বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম, অন্যান্য সমস্ত স্নাতক ডিগ্রীর পাঠ্যক্রমের ছাত্রদের জন্য এবং 4 বছরের বহু-বিষয়ক পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও আয়ত্তগত হবে। HEI গুলিকে সফ্ট স্কিলস্ সহ অন্যান্য বিভিন্ন কৌশলগত দক্ষতার জন্য সীমিত সময়ের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করার অনুমতি দেওয়া হবে। "লোক বিদ্যা" – অর্থাৎ ভারতের বিকশিত গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিমূলক জ্ঞানের সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের জন্য সহজলভ্য করা হবে। যেখানে সম্ভব হবে, সেখানে ODL এর মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে চালু করার চেষ্টা করা হবে।

16.6 পরবর্তী দশকের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সমস্ত স্কুল এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগত করা হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু অঞ্চল স্কিল গ্যাপ পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় সুযোগের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে। মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক (MHRD) এই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রকের ও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সহায়তায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হয়ে একটি জাতীয় কমিটি "ইন্ট্রিগেশন অফ ভোকেশনাল এডুকেশন" (NCIVE) গঠন করবে।

16.7 সর্বপ্রথমে এই প্রক্রিয়া যেসব প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করেছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা নতুনত্বের দ্বারা এমন এক মডেল ও প্রণালী খুঁজে বার করবে, যেটা ভবিষ্যতে সফল হবে। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়াটি এনসিআইভিই দ্বারা স্থাপিত মেকানিজম এ অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে পারে। যাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারিত ও বিস্তারিত হতে পারে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং অ্যাপ্রেন্টিস শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন মডেলগুলিকে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রয়োগ ও ব্যবহার করা হবে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট-বড় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সাথে অংশীদারীতে ইনকিউবেশান সেন্টার স্থাপিত করবে।

16.8 ন্যাশনাল স্কিলস্ কোয়ালিফিকেশান্ ফ্রেমওয়ার্ক (NSQF) দ্বারা প্রত্যেক বিষয় বৃত্তিমূলক/ পেশাগত বিস্তারিত ভাবে নির্মান করা হবে। এছাড়া ভারতীয় মান বা স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন দ্বারা তৈরি করা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসিফিকেশান অফ অকোপেশান এর মানের সাথে জোড়া হবে। এই ফ্রেমওয়ার্ক পূর্ববর্তী শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা তার স্বীকৃতি প্রদান করে। এর দ্বারা, স্কুলছুট করা ছাত্ররাও নিজেদের বাস্তব/ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক জায়গায় ব্যবহার করে পুনরায় নিজেদের সংযুক্ত করতে পারবে। ক্রেডিট আধারিত ফ্রেমওয়ার্ক যা ছাত্রদের 'সাধারণ' শিক্ষা থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা পর্যন্ত যাওয়ার পথ সুগম করে।

17. নতুন রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান ফাউন্ডেশন মাধ্যমের দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন অ্যাকাডেমিক গবেষণাকে ক্যাটালাইসিং বা অনুঘটিত করা-

17.1 এক বৃহৎ ও প্রাণবন্ত অর্থব্যবস্থাকে বিকশিত ও বজায় রাখতে জ্ঞান সৃজন এবং গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এর দ্বারা সমাজের উত্থান সম্ভব এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্রকেও এক বৃহত্তর উচ্চতায় নিয়ে যেতেও প্রেরণা দান করে। নিঃসন্দেহে, ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী সভ্যতাগুলি (যেমন- ভারতবর্ষ, মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট এবং গ্রীস) থেকে আধুনিক সভ্যতা (যেমন- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইসরায়েল, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান) পর্যন্ত এমন সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা ছিল এবং আছে, যারা তাদের বুদ্ধিগত এবং ভৌত সম্পদকে মুখ্যত নিত্যনতুন জ্ঞানার্জন দ্বারা বিখ্যাত এবং বুনিয়াদী যোগদান দ্বারা প্রাপ্ত করেছে। যেমন, ভাষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র নিজেদেরই উন্নীত করেছে, তা নয়, পাশাপাশি পৃথিবীব্যাপী অন্যান্য সভ্যতাকেও উন্নত করতে সহায়ক হয়েছে।

17.2 গবেষণা অথবা অনুসন্ধানের এক বলিষ্ঠ ইকোসিস্টেম, বর্তমানে পৃথিবীতে দ্রুততার সাথে যে পরিবর্তন ঘটছে, সম্ভবত সেই কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উদহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যার প্রগতিশীলতা এবং ব্যবস্থাপনা, জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা, এক প্রসারিত ডিজিটাল বাজার এবং যন্ত্রশিক্ষার বাড়বাড়ন্ত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান প্রভৃতি পরিবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে। যদি ভারতকে এইসব সমস্ত অসম ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশ হিসাবে স্থান অর্জন করতে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের এই বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারকে পুনরায় এক প্রমুখ জ্ঞানশীল সমাজে পরিবর্তন করতে হলে, আগত কয়েক বছর এবং কয়েক দশকগুলিতে, রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষমতা – বিস্তৃতি ও সমস্ত আউটপুটের প্রসারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমানে যে কোন রাষ্ট্রের আর্থিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি, বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য, বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার গুরুত্ব পূর্বের থেকেও অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

17.3 বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা অত্যাধিক গুরুত্ব হওয়া সত্বেও, এই মুহূর্তে ভারতে গবেষণার ও নতুনত্বের নিবেশে বিনিয়োগ খুবই নগণ্য, মাত্র 0.69%, যেখানে GDP তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা 2.8% এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় 4.2%.

17.4 বর্তমান ভারতের যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, তার আশু সমাধান প্রয়োজন। যথা- সমস্ত নাগরিকের জন্য পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এবং নিকাশী ব্যবস্থা, গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা, উৎকৃষ্ট পরিবহণ ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ বায়ু এবং পরিকাঠামো প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করা। এগুলি কার্যকর করতে উন্নত দৃষ্টিকোন এবং কার্যকরী সমাধান সূত্রের এবং পাশাপাশি শীর্ষ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগতই আধারিত হবে না, তার সাথে সমাজ বিজ্ঞান এবং হিউম্যানিটিজ ও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত যে বিস্তার, তার গভীর বোঝাপড়ার উপর আধারিত হবে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবার জন্য এবং সমাধান খোঁজার জন্য প্রয়োজন, উচ্চগুণমান সম্পন্ন স্তরীয় ইন্টার ডিসিপ্লিনারী গবেষণা করার নিজস্ব ক্ষমতা। কারণ, নিজস্ব অনুসন্ধান কার্য বা গবেষণা করার ক্ষমতা, যে কোন দেশের পক্ষেই উত্তম। কারণ, তা অতি সহজেই অন্য দেশের গবেষণালব্ধ কার্যকে আয়ত্ত করতে এবং তার থেকে নিজের দেশের প্রতি অনুকূল গবেষণাকে আত্তীকরণ করতে সহায়ক হয়।

17.5 এছাড়াও, সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান বের করার সাথে সাথেও যে কোন দেশের পরিচিতি, তার উত্থান, আধ্যাত্মিক/ বৌদ্ধিক সন্তুষ্টি এবং সৃজনশীলতার প্রতি ও তার মূল্যবান অবদান থাকে। এছাড়া এই সমস্ত বিষয়, সেই দেশের ইতিহাস, কলা, ভাষা এবং সংস্কৃতি দ্বারাও প্রাপ্ত করা যেতে পারে। এই কারণে, বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুনত্বতার পাশাপাশি কলা এবং হিউম্যানিটিজ -এর বিষয়বস্তু নির্ভর গবেষণা ও যে কোন দেশকে উন্নতি ও আলোকপ্রাপ্তির দিকে গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে নিয়ে যায়।

17.6 ভারতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণা ও নতুনত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যারা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে জড়িত আছেন। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে, এটাই প্রমাণিত হয় যে, সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই উৎকৃষ্ট পঠন-পাঠন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেখানে একটি মজবুত গবেষণা ও অনুসন্ধানের সংস্কৃতি ও জ্ঞান সৃজনের উপযুক্ত পরিবেশ আছে। পাশাপাশি, পৃথিবীব্যাপী শ্রেষ্ঠ গবেষণাকার্য বহুবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়েই ঘটিত হয়েছে।

17.7 ভারতবর্ষের গবেষণা ও জ্ঞান সৃজনের এক সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক পরম্পরা বিদ্যমান। বিজ্ঞান, গণিত থেকে শুরু করে কলাবিদ্যা, সাহিত্য, ধ্বনি-বিজ্ঞান, ভাষা, চিকিৎসা এবং কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি সর্ব স্তরেই এই পরম্পরা বিদ্যমান। সেই কারণেই, বর্তমানের এটাই দাবী যে, ভারত শীঘ্রাতিশীঘ্র সেই হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে নিজেদের গবেষণা ও নতুনত্বতার সাথে এক শক্তিশালী ও জ্ঞানী সমাজের স্থাপন করে, অন্যতম বৃহত্তম শক্তি হিসাবে নিজেদের অর্থব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে পারে এবং একবিংশ শতাব্দীতে ভারত যাতে এক শক্তিশালী ও আলোক প্রাপ্ত সমাজরূপী দেশ হিসাবে ও পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসাবে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হয়।

17.8 অতএব, এই নীতি ভারতবর্ষে গবেষণার উৎকর্ষতা ও তার মাত্রাকে রূপান্তরিত করতে এক বিস্তৃত পন্থাকে বিবেচিত করে। এই নীতিতে স্কুল শিক্ষা ক্ষেত্রে এক সুনিশ্চিত পরিবর্তন যুক্ত করা হয়েছে। যেমন স্কুল শিক্ষাকে আরো অধিক খেলাসুলভ এবং শেখার জন্য অণ্বেষণ- ভিত্তিক শৈলী, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনার ওপরও অধিক জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ছাত্রদের আগ্রহ এবং প্রতিভাকে চিহ্নিত করতে স্কুলে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণাকে প্রশংসিত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমস্ত HEI গুলিতে বহু-বিষয়ক এবং হোলিস্টিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, স্নাতক পাঠ্যক্রমে গবেষণা ও ইন্টার্নশিপের অন্তর্ভূক্তি ঘটানো, ফ্যাকাল্টি ক্যারিয়ার ব্যবস্থাপনা প্রণালী, যা গবেষণার উপর সমুচিত জোর প্রদান করবে, প্রশাসনিক এবং নিয়ামক পরিবর্তনগুলি, যা নতুনত্ব এবং গবেষণার বাতাবরণকে উৎসাহিত করে। এই সমস্ত আলোচ্য বিষয়গুলি দেশে এক গবেষণা বা অনুসন্ধান কেন্দ্রিক মানসিকতা স্থাপন করতে ও তাকে মজবুত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

17.9 এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ে অতিক্রিয়াশীল পদ্ধতিতে কার্য করার জন্য এইনীতি এক রাষ্ট্রীয় রিসার্চ ফাউন্ডেশান (NRF) এর স্থাপন করার প্রস্তাব বিবেচিত করে, যেখানে প্রকৃত অর্থে উৎকৃষ্ট গুণমান সম্পন্ন অনুসন্ধান ও গবেষণা কে বিকশিত ও উৎসাহিত করা হবে। এন আর এফ -এর সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি দ্বারা অনুসন্ধান ও গবেষণার সংস্কৃতিকে সক্ষম ও মজবুত করে তোলা। বিশেষভাবে এন আর এফ যোগ্যতা-আধারিত এবং পিয়র রিভ্যু দ্বারা আধারিত রিসার্চ ফান্ডকে এক বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করবে, যা উপযুক্ত উদ্দীপনা ও উৎসাহের মাধ্যমে দেশের গবেষণার যে সংস্কৃতি তার উন্নতিতে সহায়ক হবে। রাজ্য স্তরের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আছে এবং অন্যান্য গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার কার্যের শুরু হওয়া ও তার বিকশিত হবার যে সমস্ত সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং যা স্থাপন করা হয়েছে, তা বর্তমানে সীমিত NRF প্রতিযোগিতামূলক রূপে সমস্ত বহু-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে ফান্ড দেবে। সফল গবেষণা বা অনুসন্ধান কারীদের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে, এবং যেখানে প্রাসঙ্গিক, সেইসব সরকারী এজেন্সী এবং পাশাপাশি ব্যক্তিগত, পরোপকারী সংস্থা এবং ইন্ডাস্ট্রিগুলির সাথেও ঘনিষ্ঠ সূত্র ধরে একে কার্যে পর্যবসিত করা হবে।

17.10 এমন কিছু প্রতিষ্ঠান, যারা বর্তমানে কিছু স্তর পর্যন্ত রিসার্চ ফান্ড প্রদান করে, যেমন- বিজ্ঞান বিভাগ এবং টেকনোলজি (DST); পরমাণু শক্তি বিভাগ (DAF); জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ (DBT); ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (ICAR); ভারতীয় চিকিৎসা অনুসন্ধান পরিষদ (ICMR); ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ (ICHR); এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিশন (UGC)-এর পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তিগত এবং লোকহিতৈষী সংগঠনগুলি থেকেও তাদের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পৃথকভাবে ফান্ড রিসার্চ বজায় থাকবে। যাইহোক NRF যত্নসহকারে অন্যান্য ফান্ডিং এজেন্সির সাথে সমন্বয় স্থাপন করবে এবং বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য অ্যাকাডেমির সাথে কাজ করবে। এর পাশাপাশি, এর সাথে যুক্ত যে উদ্দেশ্য তা পূরণ করবে, এবং এটাই চেষ্টা করা হবে যে, মতপার্থক্য এবং অনুলিপির কাজ যেন অপেক্ষাকৃত কম হয়। NRF স্বতন্ত্রভাবে সরকারের রোটেটিং বোর্ড দ্বারা শাসিত হবে, যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট গবেষণাকারী এবং আবিষ্কারক উপস্থিত থাকবেন এবং একত্রিত হয়ে কাজ করবেন।

17.11 NRF এর প্রাথমিক কার্যপদ্ধতি নিম্নরূপঃ-

a) সমস্ত প্রকারের এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতামূলক এবং পিয়র-রিভিউড সম্মতি দেওয়া রিসার্চ প্রস্তাবের জন্য ফান্ড প্রদান করা।

b) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে, যেখানে গবেষণা কার্য জায়মান অবস্থায় আছে, এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরামর্শ প্রদানের সাহায্যে গবেষণা কার্য শুরু করা, বৃদ্ধি ঘটানো এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়া।

c) গবেষণাকারী এবং সরকার সম্পর্কিত শাখাগুলি, পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিগুলির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা এবং সমন্বয়সাধন করা, যাতে গবেষণাকারীদের তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান বিষয়ের ব্যপারে জানানো যায় এবং যাতে পলিসি প্রস্তুতকারীরা সর্বদা সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয়ে অবগত থাকেন এবং তারা তাদের পলিসিতে তা অন্তর্ভূক্ত ও প্রয়োগ করতে পারেন।

d) উৎকৃষ্ট গবেষণা-অনুসন্ধান এবং তার প্রগতিতে পরিচিতি প্রদান করা।

18. উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক প্রণালীতে আমূল রূপান্তর-

18.1 দশকের পর দশক ধরে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন খুবই কঠোর ছিল, নিয়ন্ত্রন করার প্রভূত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রভাব অনেকাংশে সীমিত। যান্ত্রিক ও দিশাহীন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা বহুসংখ্যক মৌলিক সমস্যাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন -বিশেষ কয়েকটি কলেবরে অত্যাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা, এই সমস্ত জায়গায় স্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিণামস্বরূপ দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যায়। অতএব উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রকে পুনরায় সক্রিয় করতে ও সফল করতে নিয়ন্ত্রক প্রণালীর আমুল পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে।

18.2 উপরোক্ত বিষয়গুলির সমাধান করতে হলে, উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে, যে, নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি, ফান্ড এবং অ্যাকাডেমিক স্টান্ডার্ডের যে লক্ষ্যমাত্রা তা নির্ধারিত করতে হবে স্বাধীন, স্বত্বন্ত্র এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সঞ্চালিত পদ্ধতিতে। এটা সিস্টেমের চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স তৈরিতে স্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব কম করতে, এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে ধ্বংস করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা সুনিশ্চিত করতে যে, চার ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যারা এই চার ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কার্য স্বাধীনভাবে একইসময়ে করার সাথে সাথে, লক্ষ্যপূরণ ও উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির জন্য ঐক্যতার সাথে কাজ করবে। এই চার ধরণের পরিকাঠামো একই ছাতার তলায়, চারটি স্বত্বন্ত্র ও স্বাধীন শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে, HEI অর্থাৎ ভারতীয় উচ্চতর শিক্ষা কমিশনের ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত হবে।

18.3 HEI এর সর্বপ্রথম স্তম্ভ হবে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা নিয়ন্ত্রক পরিষদ (NHERC)। এটি উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্র বিভাগের জন্য সাধারণ, একক পয়েন্টযুক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থা। যার সাথে শিক্ষক-শিক্ষা এবং চিকিৎসা আইন, শিক্ষাও অন্তর্গত থাকবে। বর্তমান সময়ের বহুবিধ নিয়ন্ত্রক এজেন্সির দ্বারা নকলীকরণ এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতাকে দূরীভূত করা সম্ভব হবে। এইভাবেই এক কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি দ্বারা বর্তমান অ্যাক্টস নতুন করে বিশ্লেষণ ও রদ করা আবশ্যক এবং উপস্থিত বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক বিভাগ সক্ষমভাবে পুনরায় গঠন করা সম্ভব। NHERC দ্বারা স্থাপিত "হালকা অথচ প্রভাবী" এবং সুবিধাজনক পদ্ধতিতে, কিছু বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্থাপিত করা হবে- বিশেষভাবে, আর্থিক সততা, সুশাসন এবং সমস্ত অনলাইন ও অফলাইন সম্পর্কিত আর্থিক বিষয়ের উদ্‌ঘাটন করা, অডিট, পদ্ধতি, পরিকাঠামো, ফ্যাকাল্টি/ স্টাফ, কোর্স এবং শিখন ফলাফল প্রভৃতিকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই তথ্য সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা - প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাদের ওয়েবসাইটে ও সার্বজনিক ওয়েবসাইট, যা MHRD দ্বারা সঞ্চালিত করা হয়, সেই সব জায়গায় প্রকাশিত হবে এবং সময় মতো এই সব তথ্যকে সঠিকভাবে ও যথার্থভাবে সহজলভ্য করা হবে। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে অংশীদার বা অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা যদি কোনো অভিযোগ বা ক্ষোভ থাকে, তবে তা NHERC দ্বারা শোনা হবে এবং তার প্রতিকার করা হবে। পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, র‍্যান্ডম পদ্ধতিতে অনলাইন দ্বারা দিব্যাঙ্গ শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মূল্যবান ফিডব্যাক নেওয়া হবে।

18.4 এই প্রকারের নিয়মকানুনকে সক্ষম করতে প্রাথমিক পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই কারণে HEI এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল – একটি "মেটা অ্যাক্রিডিটিং বডি" যা "ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিয়েশান কাউন্সিল" (NAC) নামে পরিচিত হবে। প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রাথমিকভাবে কিছু বুনিয়াদী নিয়ম-কানুন, জনগণের নিজস্ব প্রকাশ ঘটানো, মজবুত গভর্নেন্স এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে হবে। পাশাপাশি এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি স্বীকৃতি প্রদানকারী স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সমুদায় দ্বারা সম্পূর্ণ করা হবে এবং NAC দ্বারা এর কার্যাবলীর উপর নজরদারী করা হবে এবং সঞ্চালিত করা হবে। এই স্বীকৃতি প্রদানের কার্যটি NAC কর্তৃক যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে মান্যতা প্রদানের জন্য করা হবে। অর্থাৎ অল্প সময়ে, গ্রেডেড স্বীকৃতি প্রদানের জন্য একটি শক্তিশালী ও মজবুত প্রণালী স্থাপন করা হবে, যা সমস্ত উচ্চতর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুণমান, স্বায়ত্বতা ও স্ব-প্রশাসন দ্বারা সৃষ্ট স্বীকৃতিকে প্রাপ্ত করতে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ বেঞ্চমার্ক তৈরি করবে। এর ফলে, সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ পরিকল্পনা (IDPs) এর দ্বারা আগামী 15 বছরের মধ্যে স্বীকৃতির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত করার লক্ষ্য স্থির করবে এবং এই ভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলি এক একটি স্ব-পরিচালিত ডিগ্রী প্রদানকারী ক্লস্টার এর মতো হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। পরবর্তী কালে এই প্রক্রিয়া বিশ্বস্তরের স্বীকৃতির মাপকাঠিতে এক দ্বৈতসত্ত্বাবিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে।

18.5 HECI -এর তৃতীয় স্তম্ভ উচ্চতর শিক্ষা অনুদান পরিষদ (HEGC) -এর নির্মান করা হবে। যারা সুস্পষ্ট মানদণ্ডের সাহায্যে উচ্চতর শিক্ষার ফান্ডিং এবং অর্থায়নের বিষয় দেখভাল করবে, যেখানে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত IDP এবং সেটা তারা কতটা বাস্তবায়িত করতে পেরেছে, সেই পদ্ধতির ওপরে নির্ভর করে। HEGC -কে ছাত্রবৃত্তি বন্টিত করতে এবং নতুন ফোকাস, অর্থাৎ কেন্দ্র অঞ্চল বা ক্ষেত্রকে চালু করতেও বহু-বিষয়ক ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎকৃষ্ট কার্যগুলির প্রচার ও প্রসারের জন্য অর্থভাণ্ডার বা ফান্ড অর্পণ করা হবে।

18.6 HRGI এর চতুর্থ স্তম্ভ হবে "সর্বজনীন শিক্ষা পরিষদ" (GEC), যা উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমের যে প্রত্যাশিত পরিণাম, তা গঠন করবে, যা "স্নাতক বৈশিষ্ট্যাবলী" নামে পরিচিত হবে। GEC দ্বারা এক "রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক" (NHEQF) গঠন করা হবে এবং এটি "ন্যাশনাল স্কিলস্ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক" (NSQF) -এর সাথে সংযুক্ত করা হবে, যাতে উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে অতি সহজেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এইভাবে, শিখন ফলাফলের যে পরিভাষা তা NHEQF দ্বারা বর্ণিত করা হবে, উচ্চতর শিক্ষার যে যোগ্যতা, তা নির্ণায়ক করা হবে ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট প্রদান করে। এছাড়াও GEC, NHEQF -এর মাধ্যমে ক্রেডিট ট্রান্সফার সমানতা প্রভৃতি বিষয়ে সমানুরূপ এবং সুবিধাজনক মানদণ্ড নির্ণয় করবে। GEC সেই সমস্ত বিশেষ দক্ষতার উপর জোর দেবে, যা ছাত্রদের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের সময় একবিংশ শতাব্দীর কৌশল এবং দক্ষতার সাথে পূর্ণরূপে বিকশিত পড়ুয়াদের তৈরি করার যে লক্ষ্য, তা পূরণ করতে পারবে।

18.7 বিভিন্ন পেশাদারী পরিষদ, যেমন- ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ (ICAR), ভেটেনারি কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া (VCI), ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (NCTE), আর্কিটেকচার কাউন্সিল (COA), রাষ্ট্রীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCVET) - প্রভৃতির পুনর্গঠন পেশাদারী মানদণ্ডের মাপকাঠিতে (PSSBs)নির্ণয় করা হবে। এরা উচ্চতর শিক্ষা পদ্ধতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং সেই সাথে GEC এর সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ করা হবে। GEC -এর সদস্য হিসাবে তারা বিশেষ কিছু পাঠ্যক্রমের ফ্রেমওয়ার্ক করতে সহায়তা করতে পারবে, যেগুলি HEI -তাদের নিজস্ব পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করতে পারবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি, PSSBs -এর সদস্য হিসাবে পাঠ্যক্রম সৃষ্টি, অ্যাকাডেমিক স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা এবং তাদের ডোমেন/ ডিসিপ্লিনের বিষয়ে শিখন, গবেষণা এবং প্রসারতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। এই ভাবেই GEC বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা ছাড়া শিখন এবং অভ্যাসের বিশেষ ক্ষেত্রগুলিকে প্রত্যাশা অথবা মানদণ্ড স্থির করতে পারবে। সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই সিদ্ধান্ত নেবে যে, শিক্ষা সংক্রান্ত বার্যগুলি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি এই সমস্ত মানদণ্ডের নিরিখে কেমন প্রতিক্রিয়া দেয়, এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে তারা মানদণ্ড নির্ধারক মণ্ডলী অথবা PSSB -এর সাহায্য নিতে সক্ষম হয়।

18.8 এই প্রকারের নির্মানশৈলী, বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে যে স্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়, তার সমাপ্তি ঘটিয়ে, প্রত্যেক কাজ ও তার ভূমিকাকে একে অপরের থেকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত কে নিশ্চিত করে। এছাড়া, এর উদ্দেশ্য, কিছু বিশেষ জরুরী বিষয়ের উপর আরো গুরুত্ব দিয়ে, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। এর সাথে যুক্ত দায়িত্ব এবং জবাবদিহি HEI এর অনুরূপ বা সহগামী হবে। সরকারী এবং বেসরকারী HEI এর মধ্যে প্রত্যাশামতো কোনরূপ পার্থক্য করা হবে না।

18.9 এই প্রকারের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন পরিকাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন। যাতে তারা নিজেদের মজবুত করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকারের ক্রম-বিকাশের মধ্যে দিতে যেতে পারে। কাজের পার্থক্যের মানে হবে HEE এর প্রত্যেক স্তম্ভের এক একটি আলাদা ভূমিকা আছে, যেটা প্রত্যেক স্তম্ভের ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী ভাবে প্রাসঙ্গিক, অর্থপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ।

18.10 সক্রিয় সমস্ত স্বত্বন্ত্র স্তম্ভগুলির জন্য কার্যকরী নিয়ম-কানুন (NHERC) স্বীকৃতি (NAC), ফান্ডিং (HEGC) এবং অ্যাকাডেমিক স্ট্যান্ডার্ড সেটিং (GEC) ও এক বৃহৎ ও স্বায়ত্বশাসন বিভাগ (HECI) যা স্বচ্ছ সর্বজনীন গণনীতি প্রকটিকরণ প্রক্রিয়ার উপর আধারিত হবে। পাশাপাশি তাদের কাজের দক্ষতা, যোগ্যতা ও পারদর্শীতাকে সুনিশ্চিত করতে প্রযুক্তিবিদ্যার বহুল প্রয়োগ করতে হবে, যা অযথা মানব-

হস্তক্ষেপ দূর করতে সহায়ক হবে। বুনিয়াদী সিদ্ধান্ত এটাই হবে যে, প্রযুক্তিবিদ্যাকে ব্যবহার করার ফলে পরিচর্যামুক্ত ও স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাবে। কড়া পদক্ষেপ ও কঠোর অনুবর্তিতার পালন সুনিশ্চিত করা হবে, গুরুত্বপূর্ন তথ্যের কোনরূপ মিথ্যা-রটনা বন্ধ করতে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। যাতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নূন্যতম স্ট্যান্ডার্ড এবং মানদণ্ড অনুরূপভাবে বজায় থাকে। HECI স্বয়ং এই চার স্তম্ভের যে কোন প্রকার মতানৈক্য ও বাদ-বিবাদকে দূর করতে হস্তক্ষেপ করবে। HECI এর প্রত্যেকটি স্তম্ভ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হবে, যেখানে সবাই স্বাধীনভাবে ও সত্যনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। সেই সব পদের বিশেষজ্ঞদের জনসেবার্থে কাজ করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকবে। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে HCEI -একটি ক্ষুদ্র, স্বাধীন কলেবরে জন-স্বার্থে কাজ করবে। HEI -এর মধ্যে কার্য সম্পাদন হেতু উপযুক্ত প্রক্রিয়ার নির্মাণ করা হবে, যাতে ফয়সালা ও করা হবে।

18.11 এই নিয়ন্ত্রক শাসন দ্বারা নতুন গুণগতমান সম্পন্ন HEI স্থাপন করা অপেক্ষাকৃত আরো সহজ হয়ে যাবে। পাশাপাশি এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যে, এগুলি দীর্ঘ সময়কালীন জন-সেবা মূলক কাজের জন্য যে আর্থিক সাহায্য দরকার, তার জন্য স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা, যে সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উৎকৃষ্ট প্রদর্শন করবে, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তারে সাহায্য করা হবে। পাশাপাশি, একটি বৃহৎ সংখ্যায় এরা এদের ছাত্র বৃদ্ধি, ফ্যাকাল্টি সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ও তাদের কার্যক্রমেরও প্রসার করতে পারবে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুণগত মান সম্পন্ন এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রসারের জন্য লোকহিতৈষী গণ সংস্থাগুলির অংশীদারী মডেল শুরু করা হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যবসায়ীকরণকে বন্ধ করাঃ-

18.12 উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করতে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের বহু বিষয়ী মেকানিজম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটাই নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কোন লাভজনক সংস্থা নয় বরং প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই প্রকার স্ট্যান্ডার্ড ও অডিট ক্রিয়া লক্ষ্য করা হবে। যদি কিছু সারপ্লাস থাকে, তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে পুনরায় তাকে সংযোগ করা হবে। এই সমস্ত আর্থিক বিষয়ের জন্য যথাযথ গণ-উন্মেষ করা হবে এবং পাশাপাশি সাধারণ মানুষের এই সংক্রান্ত ক্ষোভকে প্রশমিত করার পদ্ধতি চালু করা হবে। NAC কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান পদ্ধতিকে উন্নতিসাধনে পাশাপাশি কিছু উৎসাহ প্রদানকারী পদ্ধতিও প্রদান করা হবে। এছাড়াও NHERC দ্বারা এই নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিকে অন্যতম মুখ্য প্রয়াস হিসাবে গণ্য করা হবে।

18.13 ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন – সমস্ত প্রকার HEI গুলিকে এইসমস্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার সমকক্ষ ও এর অন্তর্গত বলে মানা হবে। নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাইভেট জনহিতৈষী কার্যকলাপকে উৎসাহিত করবে। সমস্ত লেজিসলেটিভ অ্যাক্টের জন্য কমন রাষ্ট্রীয় গাইডলাইন থাকবে, যা প্রাইভেট/ বেসরকারি HEI গঠন করবে। এই সমস্ত নূন্যতম গাইডলাইনের মত বিভিন্ন অ্যাক্ট প্রাইভেট HEIs স্থাপন করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি বেসরকারি এবং সর্বজনীন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ মান নির্ণয়ে সক্ষম হবে। এই সমস্ত সাধারণ গাইডলাইনগুলি, সুশাসন, আর্থিক স্থায়িত্ব এবং সুরক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল এবং স্বচ্ছতার সাথে উন্মোচন করবে।

18.14 জন-হিতৈষী এবং জনগণকে উজ্জীবিত করার অভিপ্রায় রাখে এমন প্রাইভেট HEI গুলিকে একটি প্রগতিশীল শাসনের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে। বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠানের জন্য, তাদের স্বীকৃতি প্রদানের উপর ভিত্তি করে, বেতনের এক উচ্চসীমা নির্ধারিত করার জন্য, একটি স্বচ্ছ ও সৎ পদ্ধতি তৈরি করা হবে, যাতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এর প্রতিকূল প্রভাব না পড়ে। এটা HEI গুলিকে ও উৎসাহিত করবে, তাদের স্বাধীন কার্যক্রমগুলির জন্য নির্দিষ্ট বেতন ধার্য করতে, তারা তাদের বৃহৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা আলোকিত হয়ে করবে। প্রাইভেট HEI গুলিকে উৎসাহিত করা হবে অধিকতর ছাত্রবৃত্তি এবং ফ্রিসিপ প্রদান করার জন্য। প্রাইভেট HEI দ্বারা নির্ধারিত বেতন এবং চার্জ উন্মুক্ত হবে, এবং কোন প্রকারের ছাত্রের ক্ষেত্রেই এই বেতন ও চার্জ বর্ধিত করা যাবে না। বেতন নির্ধারণের এই ব্যবস্থা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সামাজিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে আর্থিক পুনঃপ্রাপ্তিও করতে হবে।

19. উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কার্যকরী প্রশাসন এবং নেতৃত্ব-

19.1 কার্যকরী প্রশাসন এবং নেতৃত্বের জন্যই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উৎকর্ষতা এবং নতুনত্বের সংস্কৃতি নির্মান করতে সক্ষম করেছে। ভারতবর্ষসহ বিশ্বব্যাপী যে সমস্ত খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে, তাদের অস্তিত্ব ও উৎকৃষ্টতা মূলত মজবুত স্বশাসন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট যোগ্যতা আধারিত নিযুক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছে।

19.2 গ্রেডেড স্বীকৃতি ও গ্রেডেড স্বায়ত্ততার এক উপযুক্ত প্রণালীর মাধ্যমে, 15 বছরের এক শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে, ভারতের সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য নতুনত্বের প্রবর্তন ও উৎকৃষ্টতার অনুশীলনরত এক, স্বতন্ত্র স্বাধীন, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়া। সর্বোচ্চ গুণযুক্ত নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষতার যে সংস্কৃতি, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমস্ত HEI গুলিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই প্রকারের পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবার পর, সর্বোচ্চ যোগ্যতাবিশিষ্ট, সক্ষম, ও নিবেদিত এবং পারদর্শী ব্যক্তিগণ, যাদের মধ্যে কাজ করার সুস্থ মানসিকতা আছে, সবাই মিলে "বোর্ড অফ গভর্নেন্স" (BOG) স্থাপন করবে। BOG- এর হাতে, কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা, যেমন- বহিরাগত অশান্তিমুক্ত প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা নির্বাচন থেকে শুরু করে সমস্ত নিযুক্তিকরণ করা এবং শাসন সংক্রান্ত সমস্ত নির্ণয় নেবার ক্ষমতা থাকবে। এই প্রকারের সুবিস্তৃত নিয়ম হবে, যা পূর্বের সমস্ত অন্যান্য নিয়মের যে কোন প্রকার উলঙ্ঘনকারী ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করবে, যার মধ্যে BOG -র গঠন, নিযুক্তি, কাজের নিয়ম, এবং BOG -র ভূমিকা ও দায়িত্ব যুক্ত থাকবে। বোর্ডের নতুন সদস্যের পরিচিতি বোর্ড দ্বারা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ সমিতির দ্বারা করা হবে এবং পাশাপাশি বোর্ডের নতুন সদস্য নিয়োগ BOG দ্বারা করা হবে। সদস্য নিয়োগের সময় ক্ষমতার খেয়াল রাখা হবে। এটা বিবেচনা করা হবে, যে সমস্ত HEI গুলিকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পরামর্শ দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্য 2035 সালের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত হওয়া এক শক্তিশালী, মজবুত BOG গঠন করা।

19.3 BOG সমস্ত প্রাসঙ্গিক রেকর্ডগুলির এক স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে উন্মোচন করবে, স্টেকহোল্ডারদের কাছে, কারণ BOG এদের কাছে প্রতিশ্রুতিবান ও জবাবদিহি করতে বাধ্য। জাতীয় উচ্চতর শিক্ষা নিয়ন্ত্রক পরিষদ (NHERC) -এর মাধ্যমে HECI দ্বারা বাধ্যতামূলক সমস্ত নিয়ন্ত্রক গাইডলাইনগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য দায়ী থাকবে।

19.4 প্রতিষ্ঠানের সমস্ত নেতৃত্ববৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যাতে তারা যে কোন জটিল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হবে। HEI গুলির নেতৃত্ববৃন্দের সাংবিধানিক মূল্যবোধের সাথে সাথে এক মজবুত সামাজিক অঙ্গীকার, টিমওয়ার্কে বিশ্বাসী, বিবিধতা, বিভিন্ন ধরণের মানুষের সাথে কাজ করার ক্ষমতা, এবং এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরী। এক পারদর্শী বিশেষজ্ঞ কমিটি, (EEC)-এর নেতৃত্বে এক কঠোর, নিরপেক্ষ, যোগ্যতা-আধারিত এবং কর্মদক্ষতা ভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে, যা BOG দ্বারা গঠিত হবে। এক উপযুক্ত সংস্কৃতির বিকাশের জন্য কার্যকালের স্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ, পাশাপাশি নেতৃত্বের সফলতার জন্য পরিকল্পনা করা হবে, যাতে এটা সুনিশ্চিত করা যায় যে, কোনো প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করার ভালো ব্যবহার যেন নেতৃত্ব বদলের কারণকেও সমাপ্ত করে না দেয়। নেতৃত্ব পরিবর্তন পর্যাপ্ত ওভারল্যাপের সাথে করা হবে। এছাড়াও সঠিকভাবে পরিবর্তন সুনিশ্চিত করতেও পদ খালি রাখা হবেনা। উৎকৃষ্ট নেতৃবৃন্দের চিহ্নিতকরণ করা হবে এবং তাদের উন্নতিসাধন করা হবে। যাতে তারা ক্রমাগত উচ্চপদে আসীন হতে পারে, তাও দেখা হবে।

19.5 শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত অর্থ , বিধানিক সক্ষমতা এবং সায়ত্ত্বতা প্রদানের পাশাপাশি, সমস্ত HEI -এর প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষতা, স্থানীয় মানুষের সাথে সংযোগসাধন এবং সর্বোচ্চ আর্থিক ন্যায়পরায়ণতা এবং দায়িত্ববোধের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শিত করবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির পরিকল্পনা তৈরি করবে, যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানগুলি, তাদের নিজস্ব উদ্যোগের উন্নতি ঘটাবে, নিজস্ব প্রগতির মূল্যায়ন করবে এবং সেই অনুরূপ নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে। পরবর্তীকালে যা পাবলিক ফান্ডের আধার হতে পারে। IDP বোর্ডের সদস্য, প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব, ফ্যাকাল্টি, ছাত্রবৃন্দ এবং স্টাফদের সংযুক্ত অংশীদারীতে তৈরি করা হবে।

ভাগ III. অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে জোর দেওয়া

20. পেশামূলক শিক্ষাঃ-

20.1 পেশাদারী ব্যক্তিদের প্রস্তুত করার যে শিক্ষা, সেই পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা এবং সর্বজনীন সেবা উদ্দেশ্যকে অবশ্যম্ভাবী রূপে সংযোগ করা উচিত, এর পাশাপাশি সেই বিশেষ বিষয়ের শিক্ষাও তার ব্যবহারিক অভ্যাসের, শিক্ষাও এতে যুক্ত করতে হবে। এছাড়া অন্য সমস্ত উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের মত এই ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসাবে বিশ্লেষনাত্মক এবং আন্তঃ বিষয়ক চিন্তাভাবনা, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, গবেষণা এবং নতুনত্বের প্রক্রিয়া প্রভৃতিকে অবশ্যই যুক্ত করা হবে। সুতরাং এই লক্ষ্যপ্রাপ্তি করতে, এটাও আবশ্যক ভাবে দেখতে হবে যে, পেশাদারী উন্নতির সাথে যুক্ত এই শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষাক্ষেত্র থেকে যেন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হয়।

20.2 এই ভাবেই পেশামূলক শিক্ষা সমগ্র উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। স্ট্যান্ড-অ্যালোন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আইন সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের স্ট্যান্ড-অ্যালোন প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য তারা নিজেদেরকে এক একটি বহু-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত ও বিকশিত করবে, যাতে এক সর্বাঙ্গীণ ও বহু বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায়। পেশামূলক এবং জেনারেল শিক্ষা প্রদানকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি 2030 সালের মধ্যে অখণ্ডরূপে এবং অঙ্গীভূভাবে উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ হয়ে লক্ষ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কার্য সম্পাদন করবে।

20.3 কৃষি বিষয়ক শিক্ষা ও সেই সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে পুনর্জীবিত করা হবে। যদিও দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে 9 শতাংশ কৃষি ও তৎসংক্রান্ত বিশ্বিদ্যালয় , কিন্তু এই বিশ্বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র এনরোলমেন্ট খুবই কম, মাত্র 1 শতাংশ। আরো সুদক্ষ স্নাতক ও টেকনিশিয়ান দ্বারা, নতুন নতুন গবেষণার সাহায্যে এবং বাজার আধারিত প্রসারতার মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনা বাড়াতে হলে, এটা গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক যে, কৃষি ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ের গুণগতমান এবং ক্ষমতা – উভয়ই আর ভালো রূপে গড়ে তুলতে হবে। জেনারেল শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত পেশাদারদের তৈরির প্রক্রিয়া আরো ক্ষিপ্রতার সাথে করা হবে। কৃষি শিক্ষার যে রূপরেখা, তা পেশাদার ব্যক্তিদের উন্নতির জন্য এইভাবে পরিবর্তিত ও তৈরি করা হবে, যাতে তারা স্থানীয় জ্ঞান, পারম্পরিক জ্ঞান এবং উদ্ভূত প্রযুক্তিবিদ্যাকে বুঝতে সক্ষম হয় এবং তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারে। পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন- মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, আমাদের ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, কৃষি শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন সরাসরি লাভান্বিত হবে, কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা পার্কের স্থাপন করা, যাতে প্রযুক্তিবিদ্যা, ইনকিউবেশন ও এদের প্রসারতা ও দীর্ঘকালীন টিকে থাকার যে পদ্ধতি, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

20.4 আইনি শিক্ষা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক হওয়া উচিত। পাশাপাশি সর্বোচ্চ ব্যবহারিক প্রয়োগ আত্তীকরণ করা, নতুন নতুন টেকনোলজি গ্রহণ করা যাতে সকলের জন্য বিস্তৃতভাবে এবং সঠিক সময়ে সুবিচার প্রত্যেকের জন্য সুনিশ্চিত করা যায়। সেই সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের যে সাংবিধানিক মূল্য, সেই সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সেই আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে এটি তৈরি করা উচিত এবং গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পুনর্নির্মানের দিকনির্দেশ করা উচিত। এটাও দেখতে হবে যে, আইন সংক্রান্ত যে পড়াশোনা তার পাঠ্যক্রমে সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের সাথে সাক্ষ্য – আধারিত পদ্ধতিতে, আইনী- ব্যবস্থার ইতিহাস, ন্যায় ব্যবস্থার নীতিসমূহ, আইনশাস্ত্রের ব্যবহার ও এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সঠিক এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব করা হোক। রাজ্যের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আইনশিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আছে, তাদের উচিত ভবিষ্যতের উকিল এবং বিচারপতি দের জন্য দ্বিভাষী শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা, যেখানে ইংরাজি ভাষার পাশাপাশি সেই রাজ্যের ভাষাও থাকবে, যেখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত।

20.5 স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থারও পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে, যাতে এর কার্যক্রমের সময়সীমা, পরিকাঠামো এবং ডিসাইন, স্নাতকগণ দ্বারা কৃত কার্যের অনুরূপ হয়, প্রাথমিক শুশ্রুষা এবং সেকেন্ডারী হসপিটাল গুলিতে কাজ করার জন্য মুখ্যরূপে সুচারু ভাবে সু-সংজ্ঞায়িত প্যারামিটার বা মাপদণ্ডের ভিত্তিতে ছাত্রদের নিয়মিত সময়-ব্যবধানে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এটা লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের দেশের মানুষ স্বাস্থ্য বিষয়ে বহুত্ববাদের প্রয়োগ করে, তাই আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা একীকৃত হবার প্রয়োজন, অর্থাৎ অ্যালোপাথি চিকিৎসার ছাত্রদের আয়ুর্বেদ, যোগা এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা, ইউনানি, সিদ্ধ এবং হোমিওপ্যাথি (আয়ূষ) চিকিৎসার বিষয়ে জানতে হবে

এবং বিপরীতক্রমে অন্ন সমস্ত প্রকার চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্রদেরও বাকি বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জানতে হবে। সমস্ত প্রকার হেলথ্‌কেয়ার শিক্ষায় প্রতিষেধক স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং সার্বিক চিকিৎসার উপর অধিক জোর দেওয়া হবে।

20.6 টেকনিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থায় ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন- ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, স্থপতিবিদ্যা বা আর্কিটেকচার, টাউন প্লানিং, ফার্মেসী, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ক্যাটারিং টেকনোলজি প্রভৃতি যা ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত সেক্টরে শুধুমাত্র সুযোগ্য ব্যক্তিদেরই প্রয়োজন তা নয়, বরং এই সব ক্ষেত্রে নতুনত্ব এবং গবেষণার যে মিশেল, তা সুনিশ্চিত করতে ইন্ডাস্ট্রি এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলির মধ্যে আরো অধিক ঘনিষ্ট সহযোগিতার প্রয়োজন। এছাড়াও মানবিক প্রয়াস ও উদ্যমের মাধ্যমে টেকনোলজির প্রভাবে প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনিকি শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সমাপ্ত হবার যে সম্ভাবনা, তা দিনকে দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। এইভাবে, প্রযুক্তিবিদ্যাকেও বহু-বিষয়ক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের মধ্যেও উপস্থাপিত করা হবে এবং পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে আবার নতুন করে সুযোগ সুবিধার লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করা হবে। ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং সুদীর্ঘকালীন উত্তম জীবনযাত্রায় এর গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতার পাশাপাশি, যুবকবৃন্দের কর্মসংস্থানের সংবন্ধনের জন্য স্নাতক শিক্ষার কার্যক্রমের অংশ বানানো হবে সেই বিষয়কেও, যেগুলি ও বর্তমানে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেমন- জিওমিক স্টাডিজ, বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি, নিউরোসায়েন্স, এছাড়াও এর পাশাপাশি দ্রুততার সাথে গুরুত্বপ্রাপ্ত যে সমস্ত বিষয়, যেমন- আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স (AI), 3D মেকানিং, বিগ ডাটা অ্যানালিসিস এবং মেশিন লার্নিং – প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পেশাদারী ব্যক্তি তৈরির কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

21. বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিখন-

21.1 বুনিয়াদী সাক্ষরতা প্রাপ্ত করা, শিক্ষা প্রাপ্ত করা এবং জীবিকা অর্জনের জন্য অন্বেষণ প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সাক্ষরতা এবং মৌলিক শিক্ষা যে কোনো ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিগত, শিষ্টাচারযুক্ত, আর্থিক এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ – সুবিধা ও সর্বোপরি এন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে, বা যে কোন ব্যক্তির নিজস্ব এবং পেশাদারী উন্নতির পক্ষে সহায়ক হয়। সমাজ এবং দেশের যে কেনো স্তরেই, সাক্ষরতা এবং বুনিয়াদী শিক্ষা, এমন এক শক্তি রূপে কাজ করে, যা দেশের ও দশের উন্নতির পক্ষে সহায়ক অন্যান্য প্রচেষ্টাগুলির সফলতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বস্তরে বিভিন্ন দেশের যে পরিসংখ্যান, তা এই প্রদর্শন করে যে, কোনো দেশের সাক্ষরতার হার এবং ব্যক্তি প্রতি GDP -র একটি অতি দৃঢ় পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।

21.2 সেইসঙ্গে, যে দেশে কোন কমিউনিটির অশিক্ষিত হবার অসংখ্য লোকসান আছে, যেখানে নূন্যতম আর্থিক লেনদেন না হওয়া; অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত দ্রব্যের গুণগত ও পরিমাণগত তুলনা না করতে পারা, চাকরির দরখাস্ত করতে, ঋণ নিতে, সার্ভিস দিতে অসমর্থ হওয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা জন সাধারণের উদ্দেশ্যে আর্টিকল এবং বিজ্ঞপ্তি বুঝতে না পারা, ব্যবসাসংক্রান্ত যোগাযোগ ও পরিচালনায় প্রচলিত এবং ইলেক্ট্রনিক মেইল্ ব্যবহার করতে না পারা, নিজেদের জীবন ও পেশাকে উন্নত করতে ইন্টারনেট ও অন্যান্য টেকনোলজি ব্যবহার করতে অসমর্থ হওয়া, রাস্তা, ঔষধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচলিত এবং সুরক্ষিত নির্দেশাবলী পড়ার অক্ষমতা, সন্তানদের তাদের পড়াশোনারয় সাহায্য করতে অপারগ হওয়া, ভারতের নাগরিক হিসাবে নিজেদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত না হওয়া, সাহিত্য বুঝতে ও প্রশংসা করতে না পারা, সাক্ষরতার প্রয়োজন যুক্ত উচ্চতর -উৎপাদনশীল মাধ্যমে রোজগার না করতে পারা প্রভৃতি যুক্ত আছে। এই সমস্ত অর্থবোধক তালিকা, যা এদের কাছে অপ্রাপ্ত, তা বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সব ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছাতে পারবে।

21.3 ভারত এবং বিশ্বব্যাপরী সংঘটিত বিস্তৃত ফিল্ড স্টাডিজ এবং বিশ্লেষণ, স্পষ্টরূপে এটা দর্শায় যে, রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি, সাংগঠনিক পরিকাঠামো, সঠিক যোজনা, পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা এবং স্বেচ্ছাসেবক ও শিক্ষাবিদদের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী জনগণের অংশগ্রহণ করা এবং একজোট হওয়া, বয়স্ক সাক্ষরতার সফল হবার অন্যতম কারণ। সফলতাযুক্ত সাক্ষরতার যে কার্যক্রম, তা শুধুমাত্র বয়স্ক শিক্ষার প্রসারতার বৃদ্ধি করে, তা নয়, বরং সমাজের সকলের মধ্যে বাচ্চাদের শিক্ষার চাহিদাকেও বৃদ্ধি করে, এর সাথে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 1988 সালে যখন "জাতীয় সাক্ষরতা মিশন" গঠিত হয়, মূলত সমাজের একটা বৃহৎ অংশের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের অংশগ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের সহায়তার উপরেরই তা আধারিত ছিল, এর

ফলশ্রুতিতে 1991-2011 -এর জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়, এমনকি মহিলাদের মধ্যেও এর লক্ষ্যণীয় প্রভাব দেখা যায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক চর্চা ও কথোপকথনে সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।

21.4 বয়স্ক শিক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক সুদৃঢ় এবং নতুন নতুন উদ্যোগ – বিশেষত, জনসম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ কে সুগম করে তোলা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার মসৃণ ও উপযোগী একীকরণকে শীঘ্রতার সাথে বহাল করতে হবে, যাতে 100% সাক্ষরতার যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, তা শীঘ্রাতিশীঘ্র প্রাপ্ত করা যায়।

21.5 প্রথমত, NCERT -র এক নুতন এবং সু-সহায়ক কনস্টিটুয়েন্ট বডি দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের কাঠামো তৈরি করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যাতে সাক্ষরতা, সংখ্যাতত্ব, মৌলিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক দক্ষতা এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য উৎকৃষ্ট পাঠ্যক্রম তৈরি করা এন সি ই আর টি এর বিষেষজ্ঞমণ্ডলীরা একই প্রকার এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের কাঠামোও তৈরী করতে পারে। বয়স্ক শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম কাঠামো তৈরি করা হবে, তাতে কমপক্ষে পাঁচ প্রকারের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে প্রত্যেকটি পরিণাম স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হবে।

a) বুনিয়াদী সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান

b) গুরুত্বপূর্ণ জীবন কৌশল (যাতে আর্থিক সাক্ষরতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, বাণিজ্যিক দক্ষতা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সচেতনতা, শিশু সুরক্ষা এবং শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত আছে)

c) বৃত্তিমূলক দক্ষতার উন্নতি (স্থানীয় কর্মসংস্থানের প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য দেওয়া)

d) মৌলিক শিক্ষা (প্রিপ্যারেটরি, মিডল ও সেকেন্ডারী স্তরের সমতুল্য)

e) নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষা (যেমন- কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, টেকনোলজি, সংস্কৃতি, খেলাধূলা এবং মনোরঞ্জন প্রভৃতি ছাড়া, স্থানীয় পড়ুয়াদের রুচি এবং লাভদায়ক অন্য বিষয়গুলি, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জীবন কৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরো বেশি উন্নত সামগ্রী) প্রভৃতির উপর বয়স্ক শিক্ষা কোর্স। এই কাঠামো তৈরির সময় এটা মনে রাখতে হবে যে, অনেক ক্ষেত্রে বয়স্কদের জন্য, বাচ্চারা যে সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করেছে, তার পরিবর্তে অন্য প্রকারের শিক্ষা-অধিগম পদ্ধতি এবং সামগ্রীর আবশ্যকতা হবে।

21.6 দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করা হবে, যাতে সমস্ত আগ্রহী বয়স্কগণ বয়স্ক শিক্ষা এবং আজীবন শিখন ব্যবস্থার আওতায় পৌছাতে পারেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে, এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, স্কুলের সময়সীমার পর স্কুল বা স্কুলের যে পরিসর তার ব্যবহার, বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের জন্য পাবলিক লাইব্রেরি গুলির স্থান গ্রহণ, যা যথাসম্ভব আইসিটি দ্বারা সজ্জিত হবে এবং এছাড়াও অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম এবং সমৃদ্ধমূলক অনুষ্ঠানেও এদের অশগ্রহণ করতে হবে। স্কুল শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এবং অন্যান্য সামুদায়িক এবং স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমকে কার্যক্রমের জন্য, ভৌত এবং মানবীয় উভয় প্রকার চাহিদা ও সংস্থান গুলির মধ্যে মিলমিশ ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতির মত অন্যান্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে (AECs)অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

21.7 তৃতীয়ত, বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের যে কাঠামো, তাতে বর্ণিত পাঁচ প্রকারের বয়স্ক শিক্ষার জন্য পরিণত শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম রূপরেখা প্রদান করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষক/ শিক্ষাবিদ দের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সমস্ত প্রশিক্ষকদের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সমস্ত কার্যপ্রণালী, গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য টিচার্সদের সমন্বয় সাধণ ঘটানোর জন্য, রাষ্ট্রীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরের সংসাধন সহায়তামূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রশিক্ষিত করা হবে। যোগ্যতাসম্বলিত কমিউনিটির সদস্যদের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে মিশন, সেখানে স্থানীয় কমিটিকে যুক্ত অন্তর্গত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেও উৎসাহিত করা হবে। যাতে তারা স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণের যে কোর্স তাতে অংশ নেয় এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেও, অথবা একজন বয়স্কশিক্ষার প্রশিক্ষক হিসাবে এবং এইভাবে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী সদস্য হিসাবে তারা পরিচিত এবং সম্মান প্রদান করা হবে। রাজ্য, সাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের যে অভিযান তাকে উৎসাহিত ও আরো বিস্তৃত করতে বিভিন্ন NGO গুলি এবং অন্যান্য সাধারণ মণ্ডলীর যে সংগঠন, তাদের সাথেও একত্রিত হয়ে কাজ করবে।

21.8 চতুর্থত, বয়স্ক শিক্ষার যে কার্যক্রম, তাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মানুষজন, যাতে অংশগ্রহণ করে, তা সুনিশ্চিত করতে

যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করা হবে। সমাজসেবীগণ/ পরামর্শদাতারা তাদের নিজস্ব কাজের অঞ্চলগুলিতে গিয়ে নাম নথিভুক্ত না করা ও স্কুল ছেড়ে দেওয়া ছাত্রদের খোঁজ করে, তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবে। এছাড়াও তারা এইসব ছাত্রদের অভিভাবকদের, কিশোরদের এবং অন্যান্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের একত্রিত করবে, বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ – সুবিধা প্রাপ্ত করতে, উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী হিসাবেও ও শিক্ষক হিসাবেও। এরপর সমাজসেবী/ পরামর্শদাতাগণ স্থানীয় বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রের সাথে এদের সংযুক্ত করবে। বিজ্ঞাপণী প্রচারের মাধ্যমে এবং ঘোষণা দ্বারা, এছাড়াও NGO ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের জন্য সমাধিক প্রচেষ্টা করা হবে।

21.9 পঞ্চমত, বই পড়ার যে অভ্যাস, তা বাড়িয়ে তুলতে এবং পুস্তক সহজলভ্য করার জন্য এবং তা সঠিকভাবে বোঝার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কমিউনিটিগুলিতে বই পড়ার অভ্যাসের প্রচেষ্টা ও উন্নতি করতে হবে। এই নীতি এটাই সুপারিশ করে যে, সমস্ত প্রকার সম্প্রদায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ গ্রন্থাগারে যথেষ্ট পরিমাণে বই এর যোগান থাকা দরকার, যা শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রকারের আগ্রহ এবং চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হবে। এছাড়া দিব্যাঙ্গ শিক্ষার্থী ও বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদেরও চাহিদা পূরণে সহায়ক পুস্তকও যেন সেখানে মজুত থাকে। কেন্দ্র ও রাজ্য যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, এটা সুনিশ্চিত করতে, যে সম্পূর্ণ দেশের সমস্ত অংশের মানুষ- সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশাপাশি যারা গ্রামীণ এবং প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস করেন, তারাও যেন বই পড়তে পারেন এবং এই সমস্ত পুস্তক অতি স্বল্প দামে তারা ক্রয় করতে পারেন। প্রাইভেট এবং পাবলিক উভয় প্রকার এজেন্সি/ প্রতিষ্ঠানগুলি এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থের গুণগতমান বাড়াতে এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অবলম্বন করতে সচেষ্ট হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যাতে অনলাইনে সমস্ত লাইব্রেরির বই, ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপলব্ধ হয়। বিভিন্ন কমিউনিটি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রাণবন্ত গ্রন্থাগার তৈরি করতে এবং তার সঠিক প্রয়োগের জন্য, উপযুক্ত সংখ্যায় লাইব্রেরি কর্মচারীর সহজলভ্যতা এবং তাদের কেরিয়ার তৈরি করতে কেরিয়ার পথনির্দেশ করার আবশ্যকতা হবে। অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে সমস্ত ক্রিয়াশীল গ্রন্থাগার গুলিকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, গ্রামীণ পাঠাগার স্থাপিত করা এবং অনুন্নত অঞ্চলে রিডিং রুমের ব্যবস্থা করা, ভারতীয় ভাষাগুলিতে পাঠ্যবস্তুর বিস্তৃত সহজলভ্যতা তৈরি করা, শিশুদের জন্য পাঠাগার এবং মোবাইল লাইব্রেরি খোলা, এবং দেশব্যাপী সমস্ত বিষয়ে পুস্তক ক্লাবের স্থাপন করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরি গুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা – এই সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

21.10 পরিশেষে, উপরোক্ত সমস্ত বিষয়কে মজবুত ও সমৃদ্ধ করতে প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেওয়া হবে। সরকারী এবং ফিলানথ্রোপিক পদক্ষেপের পাশাপাশি ক্লাউড সোর্সিং এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার জন্য গুণগতমানসম্পন্ন টেকনোলজি আধারিত বিকল্প, যেমন -অ্যাপ, অনলাইন কোর্সেস/ মডিউল, স্যাটেলাইট বেসড্ টিভি চ্যানেল, অনলাইন গ্রন্থসমগ্র এবং ICT দ্বারা সজ্জিত গ্রন্থালয় এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র উন্নত ও বিকশিত করা হবে। অনেক ক্ষেত্রে, গুণগত মানসম্পন্ন বয়স্ক শিক্ষা অনলাইন মোড বা মিশ্র মোডে পরিচালিত করা হবে।

22. ভারতীয় ভাষাসমূহ, কলা এবং সংস্কৃতির সংবর্ধনাঃ-

22.1 ভারতবর্ষ উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার – যা হাজার হাজার বছর ধরে উন্নত ও বিকশিত হয়েছে এবং তা আমাদের কলাবিদ্যা, সাহিত্যকর্ম, প্রথা, পরম্পরা, ভাষাগত অভিব্যক্তি, কলাকৃষ্টি, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শন, স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ, এখানকার অতিথি সৎকার লাভ করা, ভারতীয় হস্তশিল্প এবং হাতের তৈরি বিভিন্ন বস্ত্র কেনা, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ণ করা, যোগ ব্যয়াম ও ধ্যান অভ্যাস করা, ভারতীয় দর্শণশাস্ত্র দ্বারা অণুপ্রাণিত হওয়া, ভারতের অনন্যসাধারণ উৎসবে অংশগ্রহণ করা, ভারতের বৈচিত্রপূর্ণ সংগীত ও কলাবিদ্যা প্রশংসিত করা এবং ভারতীয় ফিল্মদেখা প্রভৃতি আরো অনেক বিষয়, যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন এই সাংস্কৃতিক বৈভবে সম্মিলিত হয়, এর দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত করে এবং লাভবানও হয়। এই সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, যা ভারতের পর্যটন বিভাগের যে স্লোগান-"অতুল্য! ভারত" তাকে প্রকৃত অর্থে সম্ভব করে। ভারতের এই প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, সংবর্ধণ এবং প্রসার। দেশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ, এটি দেশের পরিচয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আর্থিক বৃদ্ধির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

22.2 ভারতীয় কলা এবং সংস্কৃতির সংবর্ধন শুধুমাত্র দেশের জন্যই নয়, বরং ব্যক্তির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের বিকাশের জন্য নিজস্ব ও অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতা এবং অভিব্যক্তির গুরুত্ব অধিক বলেই বিবেচিত হয়। শিশুদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কলা, ভাষা এবং পারস্পরিক চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান দ্বারা তাদের মধ্যে এক ইতিবাচক সংস্কৃতির এক শক্তিশালী ও মজবুত জ্ঞান ভিত্তিক চিন্তাধারা গড়ে ওঠে এবং এইভাবে এক আত্ম সম্মানবোধ বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়। অতএব, সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং অভিব্যক্তি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

22.3 সাংস্কৃতিক প্রসারের সবচেয়ে মুখ্য মাধ্যম কলাবিদ্যা। কলাবিদ্যা- সাংস্কৃতিক – পরিচিতি, সচেতনতা এবং সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও ব্যক্তির জ্ঞানের এবং সৃজনশীলতার যে ক্ষমতা তাকেও উন্নত করতে সহায়ক হয় এবং ব্যক্তির নিজেকে খুশি রাখার যে ক্ষমতা, তাকেও বৃদ্ধি করে। প্রসন্নতা/ ভালো থাকার ইচ্ছা, জ্ঞানীয় উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং , এই কারণে ভারতবর্ষের সমস্ত ধরণের কলাবিদ্যা, প্রারম্ভিক শৈশবযত্ন এবং শিক্ষা থেকে শুরু করে , শিক্ষার সমস্ত পর্যায়ে প্রদান করার চেষ্টা করা হবে।

22.4 ভাষা, নিঃসন্দেহে কলা এবং সংস্কৃতির সাথে অটুট ভাবে জড়িত। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ভাবে বিশ্বকে দেখে। অবশ্যই যে কোনো ভাষার পরিকাঠামো অর্থাৎ সেই ভাষাটি যে ব্যক্তি বা যে সমাজের মানুষের দ্বারা কথিত, তাদের মনোভাব, সমাজের কার্যকলাপ, অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছে, তা সেই ভাষার পরিকাঠামো তৈরি করে। বিশেষত, যে কোনো সংস্কৃতির মানুষের অন্যদের সাথে কথা বলা, যেমন- পরিবারের সদস্যদের সাথে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে, সমকক্ষ এবং অপরিচিতদের সাথে কথা-বার্তার যে ভঙ্গী বা সুর (টোন) তাকে প্রভাবিত করে। ভঙ্গীমা, অভিজ্ঞতাসুলভ উপলব্ধি, একই ভাষায় কথা বলা ব্যক্তিদের কথোপকথনের মধ্যে যে একাত্মতা – এই সমস্তই সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব এবং দস্তাবেজ। সুতরাং সংস্কৃতি, আমাদের ভাষাসমূহের মধ্যে সমাহিত হয়ে আছে। সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, ফিল্ম প্রভৃতির মাধ্যমে কলা বিদ্যার যে মর্ম উপলব্ধি করা, তা ভাষা বিনা অসম্ভব। অতএব, সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং সংবর্ধণের জন্য, আমাদের সেই সংস্কৃতির ভাষাকেও সংসরক্ষণ, প্রসার এবং সংবর্ধন করতে হবে।

22.5 দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের ভাষাসমূহে যোগ্য মনোযোগ এবং যথেষ্ট যত্নের অভাব পরিলক্ষিত। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশব্যাপী 220 টির বেশি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। ইউনেস্কো ভারতের 197 টি ভাষাকে লুপ্তপ্রায় ভাষার তকমা দিয়ে ঘোষিত করেছে। বিভিন্ন ভাষা, যাদের লিপি নেই, তারা লুপ্ত হবার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে কোন জন-জাতি বা সম্প্রদায়ের সেই ভাষা জানা বৃদ্ধ ব্যক্তিটির মৃত্যু হয়ে যায়, সাধারণত সেই ভাষাটিও তার সাথে সাথে সমাপ্ত হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত ভাষাগুলি/ সংস্কৃতির যে অভিব্যক্তি, তাকে সংরক্ষিত বা রেকর্ড করে রাখার জন্য কোন প্রকারের পাকাপোক্ত উপায় এখনও করা হয় নি।

22.6 এছাড়াও, কিছু ভারতীয় ভাষা আছে, যারা অফিসিয়ালি "লুপ্তপ্রায়" এ এর তালিকায় না থাকলেও ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তালিকা অনুযায়ী 22 টি ভারতীয় ভাষা টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার সম্মুখীন হচ্ছে। ভারতীয় ভাষায় শিক্ষণ এবং শিখন পদ্ধতি, স্কুল এবং উচ্চতর শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমস্ত ভাষায় যাতে প্রাসঙ্গিকতা ও প্রাণবন্ত ভাব যাতে বজায় থাকে, সেই জন্য এই সমস্ত ভাষাতে উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন শিখন পদ্ধতি এবং প্রিন্ট সামগ্রীর সুবিস্তৃত ধারা বজায় রাখতে হবে – যার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, অভ্যাস পুস্তক, ভিডিও, নাটক, কবিতা, উপন্যাস, পত্র-পত্রিকাও অন্তর্ভুক্ত হবে। ভাষার বিবিধ শব্দকোষ এবং শব্দভাণ্ডারগুলি সরকারীভাবে ক্রমাগত আপডেট করা এবং বিস্তৃতভাবে প্রচারিত করতে হবে। যাতে সাম্প্রতিক বিষয়গুলি এবং ধারণাগুলি এইসব ভাষায় কার্যকরীভাবে আলোচনা করা যায়। বিশ্বের সমস্ত দেশের ভাষা দ্বারা যেমন- ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, হিব্রু, কোরিয়ান এবং জাপানি ভাষায় এই প্রকার শিখনসামগ্রী, প্রিন্ট সামগ্রী তৈরি করা এবং বিশ্বের অন্যান্য ভাষার গুরুত্বপূর্ণ মেটেরিয়ালস্ অনুবাদ এবং শব্দভাণ্ডারের ক্রমাগত অধ্যয়ণ করেত সক্ষম হওয়া দরকার। কিন্তু, নিজেদের সমস্ত ভাষাগুলিকে প্রাণবন্ত এবং প্রাসঙ্গিক বানানোর প্রক্রিয়ায় প্রিন্ট মেটেরিয়াল শিখন সামগ্রীর, শব্দকোষ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ব্যাপারে ভারতবর্ষ এখনও অনেক পিছিয়ে।

22.7 এছাড়াও, বিভিন্ন ধরণের কর্মপন্থা কার্যকরী করার পরেও, দেশে দক্ষ ভাষা – শিক্ষকের অভাব অত্যাধিক পরিলক্ষিত। ভাষা – শিক্ষার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী রূপে করতে হবে, যাতে ভাষা অনেক বেশি গবেষণামূলক এবং কথোপকথন ও ইন্টারক্টিভ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হতে পারে, শুধুমাত্র ভাষার সাহিত্য, শব্দকোষ এবং ব্যকরণের উপরই নির্ভরশীল না থেকে। ভাষাকে আবশ্যিক রূপে কথোপকথন এবং শিক্ষণ – শিখনের প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

22.8 স্কুলের বাচ্চাদের ভাষা, কলা এবং সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহিত করতে, এই বিষয়ের উত্থাপন ইতিমধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে করা হয়েছে- যাতে বিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তরেই সঙ্গীত, কলা, এবং হস্তশিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বহুভাষিকতাকে উৎসাহিত করতে ত্রিভাষা ফর্মূলার প্রারম্ভিক বাস্তবায়ন, পাশাপাশি, যখনই সম্ভব হবে, ঘরোয়া ভাষা/ স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা, অনেক বেশি পরীক্ষামূলক ভাষা শিক্ষা, উৎকৃষ্ট স্থানীয় শিল্পী, লেখক, হস্তশিল্প বিশারদ এবং অন্যান্য দক্ষ ব্যক্তিদের স্থানীয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষ প্রশিক্ষক রূপে বিদ্যালয়ে যুক্ত করা, পাঠ্যক্রমের হিউম্যাননিটিজ, বিজ্ঞান, কলা, হস্তশিল্প এবং খেলাধুলায় পারস্পরিক ভারতীয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা, যেখানে প্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রমে আরো অধীক নমনীয়তা, বিশেষত মাধ্যমিক স্কুলগুলি এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে, যাতে শিক্ষার্থীরা এক আদর্শ ভারসাম্য যুক্ত এক সৃজনশীল, শিল্পগুণসম্মত, সাংস্কৃতিক এবং অ্যাকাডেমিক পথের চয়ন করতে পারে।

22.9 উচ্চতর শিক্ষা এবংতার পরবর্তী শিক্ষা পর্যায়ের ক্ষেত্রে অনেকগুলি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এবং পরবর্তীতেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রথমত, উপরিল্লিখিত সমস্ত কোর্সের উনন্নতি করতে এবং এদের শিক্ষণ প্রদান করতে, এক উৎকৃষ্ট মানের ফ্যাকাল্টিবৃন্দ এবং শিক্ষকদের টিম তৈরি করে ও তাকে ও বিকশিত করতেই হবে। ভারতীয় ভাষাসমূহ, তুলনামূলক সাহিত্য, সৃজনশীল লেখনী, কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, দর্শণশাস্ত্র প্রভৃতিকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বিভাগ এবং কার্যক্রম দেশব্যাপী সর্বত্র শুরু করা এবং তার উন্নতি ঘটাতে হবে। পাশাপাশি এই সমস্ত বিষয়ে দ্বৈত ডিগ্রীও চার বছরের কোর্সসহ ডিগ্রী কোর্স বিকশিত করা হবে। এই সমস্ত বিভাগ এবং কার্যক্রম, বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ভাষা শিক্ষকদের এক বিরাট সংখ্যক ক্যাডার -এর উন্নতিও বিকশিত করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, দর্শণশাস্ত্র এবং লৈখনী বিষয়ক শিক্ষকদের গঠন করতে ও বিকশিত করতে সাহায্য করবে। কারণ দেশব্যাপী এই নীতিকে কার্যকরী করতে, এদের প্রয়োজন অবম্যম্ভাবী। এই সমস্ত ক্ষেত্রে গবেষণাসংক্রান্ত কার্যকলাপে অর্তসাহায্য হেতু NRF ফান্ড প্রদান করবে। অতিথি ফ্যাকাল্টি হিসাবে স্থানীয় উৎকৃষ্ট গুণী শিল্পীদের এবং হস্তশিল্পবিদদের আমন্ত্রণ করা হবে, যাতে স্থানীয় সঙ্গীত, কলা, ভাষা এবং হাতের কাজগুলিকে সংবর্ধণ, বিকাশ ও করা যায়। ছাত্ররা যে অঞ্চলে অধ্যয়ণ করছে, সেখানকার স্থানীয় সসংস্কৃতি ও জ্ঞান সম্পর্কে যাতে অবহিত ও সচেতন হন, তাও সুনিশ্চিত করতেই এই সমস্ত স্থানীয় গুণীজনদের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করা হবে। প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি স্কুল এবং স্কুলের কমপ্লেক্সে ইন-রেসিডেন্স শিল্পীবৃন্দ থাকতে পারেন, তার প্রয়াস করতে হবে, যাতে ছাত্ররা কলা, সৃজনশীলতা এবং ভারতের এবং আঞ্চলিক সমৃদ্ধ সম্পদকে আরো বেশি করে জানতে ও বুঝতে পারেন ও তাকে উদ্ভাসিত করতে পারেন।

22.10 আরো অধিক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের যের সমস্ত কার্যক্রম, তা মাতৃভাষা / স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে সমস্ত নির্দেশাবলী দেওয়া হবে, অথবা দ্বইভাষিক মাধ্যমেও করা হবে। যাতে সকলের কাছে তা পৌঁছাতে পারে এবং জি ই আর ও বৃদ্ধি হতে পারে। এর পাশাপাশি ভারতীয় ভাষাসমূহের সমৃদ্ধতা, উপযোগিতা এবং প্রাণবন্ততা প্রভৃতিকে সংবর্ধণ ও উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া প্রাইভেট এইচ আই ই গুলিকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করা হবে, যাতে তারা ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে অথবা দ্বি-ভাষীয় ভাষার মাধ্যমে সমস্ত নির্দেশাবলী এবং কার্যক্রম সম্পাদনা করে। চার বছরের বি. এড., দুই প্রকারের ডিগ্রী কার্যক্রমকেও দ্বিভাষীয় ভাষার মাধ্যমে সাহায্য করা হবে। যাতে দেশব্যাপী সমস্ত স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষকরা যাতে দ্বিভাষীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষকতা করতে পারে, সেই জন্য তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা প্রদান করা হবে।

22.11 উচ্চতর শিক্ষা প্রণালীর অন্তর্গত অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা কলা এবং সংগ্রহালয় প্রশাসন, পুরাতত্ত্ব, কলাকৃতি সংরক্ষণ, গ্রাফিক ডিজাইন, এবং ওয়েব ডিজাইন প্রভৃতিকে উচ্চতর গুণমাণ সম্পন্ন কার্যক্রম এবং ডিগ্রীর মাধ্যমে সৃজন করা হবে। নিজস্ব কলা এবং সংস্কৃতির সংরক্ষিত করতে ও তাকে উৎসাহিত ভারতীয় ভাষাসমূহর মধ্যে উচ্চতর গুণসম্পন্ন সামগ্রী বিকশিত করতে হবে। কলাকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করা, সংগ্রহালয়, হেরিটেজ এবং পর্যটনস্থলগুলিকে কার্যকরীভাবে চালানোর জন্য উচ্চতর যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিকাশ ও নিযুক্ত করতে হবে, যাতে এর দ্বারা পর্যটন শিল্প লাভদায়ক হতে পারে।

22.12 এই নীতি, এটাই মনে করে যে, ভারতের সমৃদ্ধ বিবিধতার যে জ্ঞান তা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের দ্বারা আত্মস্থ হতে হবে। এর অর্থ হল যে, ছাত্রদের কর্তৃক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সফলভাবে ভ্রমণের কার্যকারিতা কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর ফলে শুধুমাত্র যে পর্যটন শিল্পে সফলতা আসবে,তাই'ই নয়, ভারতের বিভিন্ন অংশের বিবিধতা, সংস্কৃতি, পরম্পরা সম্পর্কেও তারা বুঝতে পারবে এবং জ্ঞান লাভ করতে পারবে। "এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত" – এর দিকনির্দেশনায় দেশের একশটি পর্যটন স্থলকে চিহ্নিত করা হবে, যেখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

তাদের ছাত্রদের পাঠাবে, যাতে তারা সেইসব অঞ্চলের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক অবদান, পরম্পরা, স্বদেশীয় সাহিত্য এবং জ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন ও সেই সম্পর্কে অধ্যয়ন করে নিজেদের জ্ঞান বর্ধণ করতে পারেন।

22.13 উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে, কলাবিদ্যা, ভাষা এবং হিউম্যানিটিজ – এর বিভিন্ন বিষয়ে এই ধরণের কার্যক্রম তৈরির ফলে, কর্মসংস্থানের এক সমৃদ্ধ পরিসরের সুযোগ তৈরি করবে, যেখানে তারা এইসব বিষয়ের কার্যকরী ব্যবহার করতে পারবে। এখনও প্রায় হাজারেরও বেশি সংখ্যায় অ্যাকাডেমিকাল, সংগ্রহালয়, আর্ট গ্যালারিস্ এবং হেরিটেজ সাইট আছে, যেগুলি সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। যখন যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা শূণ্যপদ পূর্ণ হবে, এবং আরো অধিক কলাকৃতিকে সংগ্রহ করা হবে এবং সংরক্ষিত করা হবে। এছাড়াএ সংগ্রহালয় – যার মধ্যে ভার্চুয়াল মিউজিয়াম, ই-মিউজিয়াম অন্তর্গত, গ্যালারিস্ এবং হেরিটেজ স্থল গুলিকেও সংরক্ষিত করা হবে এবং ভারতের পর্যটন শিল্পও সংরক্ষিত ও বিকশিত হবে।

22.14 ভারত শীঘ্রই অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কিত যে প্রচেষ্টা, তাকে আরও বিস্তৃত করবে, যাতে এর দ্বারা সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষার মধ্যে যে উচ্চগুণমান সম্পন্ন শিখন সামগ্রী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লিখিত এবং মৌলিক সামগ্রী সহজে পেতে পারে। এই কারণেই, এক ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ট্রান্সলেশন এন্ড ইন্টারপ্রিপেশান (আই আই টি আই) স্থাপিত করা হবে। এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস প্রদান করার পাশাপাশি বহু ভাষী এবং বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের ও নিযুক্ত করবে, যাতে সমস্ত ভারতীয় ভাষার প্রচারিত ও প্রসারিত হতে পারবে এবং এসে সংবর্ধণ করতেও সহায়তা প্রদান করবে। আই আই টি আই তাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কাজকর্মের প্রসার বাড়াতে ও সুচারুভাবে চালনা করতে প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তৃত প্রয়োগ করবে। আই আই টি আই সময়ের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং যত এর চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, প্রতিষ্ঠানকে এইচ ই আই -এর সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে তা স্থাপিত করা হবে, যাতে গবেষণা বিভাগের সাথে সহযোগিতার পথ সুগম হতে পারে।

22.15 সংস্কৃত ভাষার বহুধাবিস্তৃত এবং অর্থপূর্ণ অবদান, শুধুমাত্র সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ ও ঘরানায় নয়, এর অর্থপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাবের কারণে, একে শুধুমাত্র পাঠশালা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে, স্কুলের পাঠ্যক্রমের মধ্যে তিনটি প্রধান ভাষার অন্যতম একটি হিসাবে এর অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে, পাশাপাশি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রেও এর অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সংস্কৃতকে আলাদাভাবে পড়ানো হবে না, বরং আকর্ষণীয় ও নতুনত্ব পন্থা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু, যেমন- গণিত, অ্যাস্ট্রোনমি, দর্শনশাস্ত্র, লিংগুইস্টিক, নাট্যশাস্ত্র, যোগা প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত করা হবে। অতএব এই নীতির অবশিষ্টাংশের সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও উচ্চতর শিক্ষার বৃহৎ বহু-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান হবার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। সংস্কৃত বিভাগ, যারা সংস্কৃত এবং সেই সংক্রান্ত জ্ঞানের শিক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট অন্তরবিষয়ী গবেষণার পরিচালনা করবে, তাদের নতুনভাবে বহু-বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা স্থাপিত ও সমৃদ্ধ করা হবে। যদি ছাত্র কর্তৃক সংস্কৃত ভাষা নির্বাচিত হয়, তবে তা সর্বাঙ্গীণ বহু বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিক অংশরূপে বিবেচিত হবে। শিক্ষা এবং সংস্কৃত বিষয়ে চার বছরের বহু বিষয়ক শিক্ষা ব্যস্থার স্বাভাবিক অংশরূপে বিবেচিত হবে। শিক্ষা এবং সংস্কৃত বিষয়ে চার বছরের বহু-বিষয়ক বি. এড ডিগ্রী কর্তৃক ও ডুয়াল ডিগ্রী দ্বারা দেশব্যাপী অনেক বেশি সংখ্যক সংস্কৃত শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষা প্রদান করা হবে।

22.16 একই ভাবেই, ভারতবর্ষ সমস্ত শাস্ত্রীয় ভাষা এবং সাহিত্যের অধ্যয়নরত সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রসার ও সমৃদ্ধ করবে। সেই সঙ্গে সেই সব হাজার হাজার অবহেলিত, উপেক্ষিত পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করা হবে ও তাকে সংগ্রহ করে, তাদের সংরক্ষিত, অনূদিত এবং অধ্যয়ণ করার যথাসম্ভব প্রয়াস করা হবে। দেশব্যাপী সংস্কৃত সমস্ত শাস্ত্রীয় ভাষার প্রতিষ্ঠান ও বিভাগগুলি অর্থপূর্ণভাবে শক্তিশালি করা হবে। ছাত্রদের নতুন নতুন ব্যাচগুলিকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, বিশেষত বৃহৎ- সংখ্যায় যে পাণ্ডুলিপিগুলি ও তাদের ম্যধের যে আন্তঃসম্পর্ক তার উপরেও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শাস্ত্রীয় ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের স্বায়ত্ততা বজায় রেখে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সংযুক্ত করা হবে। যাতে ফ্যাকাল্টিবৃন্দ ও ছাত্রগণ উভয়েই এক বলিষ্ঠ ও যথাযথ বহু-বিষয়ক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রশিক্ষিত হতে পারে। যে সমস্ত ভাষা-বিশ্ববিদ্যালয় বহু-বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে, যেখানে প্রাসঙ্গিক, তারা ডুয়াল বি. এড. ডিগ্রী ও প্রদান করতে পারে ভাষা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে। যাতে দক্ষ উৎকৃষ্ট ভাষা শিক্ষক তৈরি হতে পারে। এছাড়া, এটাও প্রস্তাবিত করা হয়েছে যে ভাষার জন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। পালি, পার্সিয়ান এবং প্রাকৃত ভাষার বিভাগও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে স্থাপন করা হবে। একইভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় এ ভারতীয় কলাবিদ্যা, কলা-ইতিহাস এবং

ভারতবিদ্যা বা ইন্ডোলজি পড়ানো হচ্ছে, সেখানেও একইপ্রকারের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট গবেষণায় এন আর এফ কর্তৃক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

22.17 সমস্ত শাস্ত্রীয়, আদিবাসী ও লুপ্তপ্রায় ভাষার সাথে সাথে সমস্ত ভারতীয় ভাষারও সংরক্ষণ, সমৃদ্ধি ও সংবর্ধণ করার চেষ্টা নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপণার সাথে করা হবে। প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ক্রাউডসোর্সিং জনগণের অংশগ্রহণের পাশাপাশি, এই সমস্ত প্রচেষ্টাও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

22.18 ভারতের সংবিধানে অষ্টম সূচীত উল্লেখিত যে, প্রত্যেক ভাষার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে, যাতে প্রত্যেক ভাষায় শ্রেষ্ঠ বিদ্বান এবং প্রধানরূপে, ঐ ভাষায় কথা বলা ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হ এবং নবীন ধারণাযুক্ত সরল অথচ যথার্থ শব্দকোষ ও শব্দভাণ্ডার তৈরি হওয়ার পাশাপাশি নতুন অভিধানও নিয়মিতভাবে তৈরি করা যেতে পারে। এই সমস্ত অভিধান তৈরি করার জন্য শিক্ষাবিশারদগণ একে অপরের পরামর্শ নিতে পারেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা জনগণের মতামতও গ্রহণ করতে পারেন। যখনই সম্ভব হবে, এইসব অভিধানগুলি সাধারণ শব্দকে আত্তীকরণ করার প্রচেষ্টা করবে। এই সব অভিধানকে বিস্তৃতভাবে প্রসারিত করতে হবে, যাতে শিক্ষা, সাংবাদিকতা, লেখনী, বক্তৃতা তৈরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করা যায়। এবং বইয়ের পাশাপাশি, অনলাইনেও এর সহজলভ্যতা যাতে থাকে, সেই চেষ্টাও করতে হবে। সংবিধানে অষ্টম অনুসূচী অনুযায়ী এই সমস্ত ভাষা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মিলিত পরামর্শে ও মিলিতভাবে স্থাপন করা হবে। এইভাবেই বিস্তৃতভাবে ভারতীয় কথ্য ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা স্থাপিত করা হবে।

22.19 সমস্ত ভারতীয় ভাষা এবং সেই সম্পর্কিত স্থানীয় কলা এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ হেতু ওয়েব প্লাটফর্ম/ পোর্টাল/ উইকিপিডিয়া -এর মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় এবং সমস্ত লিখিত ভাষার দস্তাবেজীকরণ করা হবে। এই প্লাটফর্ম বা বিশেষ জায়গায় ভিডিয়ো, অভিধান, রেকর্ডিং এবং আরো বিভিন্ন বিষয়বস্তু থাকবে, যেমন- বিদ্বান, বিশেষত বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা ভাষাভিত্তিক কথোপকথন, গল্প বলা, আবৃত্তি করা এবং নাট্যরূপান্তর করা, লোকগীতি গাওয়া এবং নৃত্য করা ও আরো বিবিধ বস্তু। দেশব্যাপী সমস্ত মানুষকে আমন্ত্রিত করা হবে এই সমস্ত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে, যাতে তারা এই সমস্ত প্লাটফর্ম/ পোর্টাল/ উইকিপিডিয়া – তে নিজেদের প্রাসঙ্গিক ও সমাময়িক বিষয়বস্তু উত্থাপন করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের রিসার্চ টিম একে অপরের সাথে অর্থাৎ দেশব্যাপী সমস্ত কমিউনিটি একসাথে কাজ করবে, যাতে এই সমস্ত প্লাটফর্মগুলিকে আরো সমৃদ্ধ করা যায়। এই সমস্ত সংরক্ষণ প্রয়াস এবং এই সম্পর্কিত সমস্ত রিসার্চ প্রোজেক্টস, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষা বিজ্ঞান প্রভৃতি এন আর এফ কর্তৃক ফান্ড সহায়তা করা হবে।

22.20 স্থানীয় মাস্টার্স/ উচ্চতর শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্গত ভারতীয় ভাষাসমূহ, কলা এবং সংস্কৃতির অধ্যয়ণের জন্য সমস্ত বয়সের ব্যক্তির জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। ভারতীয় ভাষার সংবর্ধন এবং প্রসার তখনই সম্ভব, যখন তা নিয়মিতভাবে চর্চা করা হবে, অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখনের জন্য প্রয়োগ করা হবে। ভারতীয় ভাষায়, বিভিন্ন শ্রেণিতে উৎকৃষ্ট কবিতা এবং গদ্যের জন্য পুরষ্কারের সূচনা করার মত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় প্রাণবন্ত কবিতা, উপন্যাস, পাঠ্যপুস্তক, তথ্যভিত্তিক সাহিত্য পুস্তিকা বা লুৎফর পুস্তক, সাংবাদিকতা এবং অন্যান্য কার্য সুনিশ্চিত করা যায়। ভারতীয় ভাষা সমূহের দক্ষতাকে কর্মসংস্থানের মানদণ্ডের মাপকাঠিতে একটি অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

23. প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার এবং একীকরণঃ-

23.1 ভারত, তথ্য সম্বন্ধীয় এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক ক্ষেত্রে বিশ্বস্তরে নেতৃত্ব প্রদান করছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযান সম্পূর্ণ দেশকে ডিজিটালি শক্তিশালী সমাজ এবং জ্ঞানকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে সহায়তা করছে। যেখানে, এই রূপান্তরিত শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, পাশাপাশি পদ্ধতি ও তার ফলাফলের উন্নতির ক্ষেত্রে টেকনোলজিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এইভাবেই সমস্ত স্তরেই প্রযুক্তিবিদ্যা এবং শিক্ষা মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

23.2 প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারকারী এবং তাকে নখদর্পনে রাখে এমন শিক্ষকবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ, যেখানে ছাত্রদের উদ্যম মিলিত হয়েছে সেখানে প্রকৃতপক্ষে, সৃজনশীলতার পাশাপাশি প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির যে ধারা এখন বিদ্যমান, তাতে এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, যে টেকনোলজি বিভিন্ন ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রভাবিত করবে। বর্তমান সময়ে আমরা তার কিছুটা আন্দাজ ও ধারণা করতে পারছি। নতুন নতুন

টেকনোলজি যেমন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ব্লকচেইন, স্মার্ট বোর্ডস, হ্যান্ডহেল্ড কম্পিউটিং ডিভাইস, ছাত্রদের উন্নতির জন্য অ্যাডাপটিভ কম্পিউটার টেস্টিং এবং অন্যান্য প্রকারের শিক্ষামূলক সফ্টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার দ্বারা, ছাত্ররা শেণিক্ষের ভেতরে শুধুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করবে, তা নয়, কিভাবে তারা সেগুলি ব্যবহার করবেও কেমনভাবে শিখবে তাকে পরিবর্তন হবে। এইভাবেই এই সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের উভয়দিকের অর্থাৎ প্রযুক্তিগত এবং শিক্ষাগত অগ্রগতির জন্য প্রচুর পরিমাণে গবেষষণা প্রয়োজন হবে।

23.3 শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলিকে আরও উন্নত করা, প্রযুক্তিবিদ্যার সমস্ত প্রকারের ব্যবহার ও একীকরণ সমর্থন করা হবে এবং আত্তীকরণ করা হবে। কিন্তু এটা বহাল হবার আগে, দেখতে হবে যে, এর বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিককতা যথাযথভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষা উভয় প্রকারের শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে, শিক্ষণ, মূল্যায়ণ, প্ল্যানিং, প্রসাশনিক কাজকর্ম এবং আরো অন্যান্য বিষয়ের কাজকর্মের সুবিধার্তে প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের যে যে বিভিন্ন দিক, সেই সম্পর্কিত মতামত আদান-প্রদানের এক মুক্ত মঞ্চ গঠন করা হবে, যা একটি অটোনমাস বডি দ্বারা গঠিত "দ্য ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরাম" (NETF) গঠন করা হবে। NETF এর উদ্দেশ্য হবে, যে কোনো প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাবনা করা, তাকে বিস্তার করা ও ব্যবহার করার পথ সুগম করা। NETF এই সমস্ত কার্যকলাপ – শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ববৃন্দ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সাম্প্রতিক জ্ঞান ও গবেষণার পাশাপাশি সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যপ্রণালী গুলিকে এক অপরের সাথে পরামর্শ করা সুযোগ দেওয়া হবে।

NETF – এর কার্যগুলি নিম্নরূপঃ-

a) প্রযুক্তিবিদ্যা আধারিত হস্তক্ষেপে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এজেন্সিগুলি স্বাধীন ও প্রমান ভিত্তিক পরামর্শ সরবরাহ করাঅ

b) শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যায় বুদ্ধিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার নির্মাণ করা।

c) এই সমস্ত বিষেশ ক্ষেত্রে কৌশলগত নীতির অত্যন্ত কার্যকরী রূপে পরিকল্পনা করা।

d) নতুনত্ব এবং গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক গ্রন্থিবদ্ধ করা।

23.4 শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হওয়া ক্ষেত্রগুলি আগের মতই প্রাসঙ্গিক যাতে থাকতে পারে, সেইজন্য NETF বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশুদ্ধতা যাতে বজায় থাকে ও সেইসঙ্গে নিয়মিতরূপে তা প্রাপ্ত হয়, তাও দেখতে হবে। সেইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন আবিষ্কার ও তার প্রয়োগকারী ব্যক্তিরা সম্মিলিত হবে এবং সেই সমস্ত প্রাপ্ত তথ্য বা ডেটাগুলিকে বিশ্লেষণ করার জন্য রিসার্চাররা এদের সাথে মিলিত হবে। জ্ঞান এবং তার ব্যবহারের অর্থাৎ এই লক্ষ্যে আরো অনেক নিত্য নতুন সৃষ্টিকে অগ্রগতিকে সহায়তা প্রদানের জন্য NETF রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যার রিসার্চার এবং উদ্যোক্তাগণ এবং প্রয়োগকারী ব্যক্তিগণের পরামর্শ দ্বারা লাভান্বিত হবার জন্য, আঞ্চলিক ও জাতীয় সম্মেলন, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির আয়োজন করবে।

23.5 প্রযুক্তিবিদ্যার হস্তক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল- শিক্ষকতা শিখন ও মূল্যায়ণের যে পদ্ধতি তাকে উন্নত করা। শিক্ষকদের তৈরি করতে এবং পেশাগত উন্নতিতে সহায়তা করা। শিক্ষকের সহজলভ্যতা বাড়ানো, শৈক্ষিক পরিকল্পনা,ব্যবস্থাপন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সহজ সরল করা, যাতে ভর্তি হবার, উপস্থিত থাকার ও মূযলায়ণ সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি সম্মিলিত হবে।

23.6 উপরোক্ত সন্ত উদ্দেশ্য প্রাপ্তিহেতু প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষক এবং ছাত্রদের জন্যই এক উৎকৃষ্ট প্রকারের শিক্ষামূলক সফ্টওয়্যার গঠনন করা হবে এবং তাকে বিকশিত করা হবে। এইপ্রকারের সফ্টওয়্যার বিভিন্ন প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় সহজলভ্য হবে এছাড়াও "দিব্যাঙ্গ" ছাত্রগণ ও প্রান্তিক ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত ছাত্রদের কাছে ও যাতে এই সমস্ত সফ্টওয়্যার বিশদভাবে পৌঁছাতে পারে, তারও চেষ্টা করা হবে। সব রাজ্য, NCERT, CIEF, CBSE, NIOS এবং অন্যান্য সংস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক দ্বারা সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষ শিখন সম্বন্ধীয় ই-কনটেন্ট প্লাটফর্ম "দীক্ষা" আপলোড করা হবে। এই প্লাটফর্ম ই-কন্টেন্ট এর মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নতির ক্ষেত্রেও ব যবহার করা হবে। দীক্ষার পটাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রযুক্তির সম্পর্কিত পদক্ষেপগুলি ও সংবর্ধণ ও প্রসারিত করতে CIET কে আরো শক্তিশালী করা হবে। সবকুলগুলিতে শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা তাদের শিক্ষকতা – শিখন প্রণালীতে ই-কনটেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। দীক্ষা / স্বয়ম -এর মত প্রযুক্তিবিদ্যা কেন্দ্রিক প্লাটফর্মগুলিকে স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ব্যবহারকারী দ্বারা সমীক্ষা / রেটিং প্রভৃতিকেও মান্যতা দেওয়া হবে, যাতে কনটেন্ট গঠনকারী একটি গুণগতমসমম্পন্ন ও অনুকূল কনটেন্ট তৈরি করতে পারে।

23.7 সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনিবার্যরূপে রূপান্তরিত করার যে প্রক্রিয়া, তাতে দ্রুতগতিতে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিবিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। যখন 1986/1992 সালে জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি হয়েছিল, সেই সময় ইন্টারনেটের যে যুগান্তকারী প্রভাব, তার অনুমান করাও কঠিন ছিল। ফলত, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এই তীব্র ও যুগান্তকারী পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে অসমর্থতার ফলে, আমরা ভারতীয়রা ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে এই প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছি, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে কম্পিউটার তথ্যগত ও প্রক্রিয়াগত জ্ঞানের ব্যপারে মানুষের থেকে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সময়ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চতর স্তরে দক্ষতার বিকাশের স্থানে, বিদ্যার্থীদের উপর শিক্ষার সবকটি স্তরে অত্যধিক পড়াশোনার বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে।

23.8 এই নীতি এমন একটা সময়ে তৈরি করা হয়েছে যখন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, 3D/7D ভার্চুয়াল রিয়েলিটি-র মত অবিসংবাদী প্রিবর্তনশীল প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেরিজেন্স -আধারিত ভবিষ্যত বাণী যত কম শুরু করবে, ততই AI দক্ষতা সম্পন্ন পেশাদারদের সঙ্গে একই মঞ্চে অংশগ্রহণের সুযোগ হাসিল করতে পারবে। কিছু ক্ষেত্রে AIঅনেক এগিয়ে থাকবে, যেমন- চিকিৎসা ক্ষেত্রে AI অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। AI- এর পরিবর্তন আনার কার্য করার যে রূপরেখা, তা স্পষ্ট, যার উপর সত্বর ব্যবস্থা ও প্রতিক্রিয়া নেবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকেও তৈরি থাকতে হবে। NETF -এর অন্যতম স্থায়ী কাজগুলির অন্যতম হল, অত্যাবশ্যকীয় প্রযুক্তিগুলিকে তাদের সম্ভাবনা এর পরিবর্তন ঘটানোর আনুমানিক সময়সীমার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিভুক্ত করা এবং পর্যায়ক্রমে এই সমস্ত বিশ্লেষণগুলি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (MHRD) এর সামনে প্রস্তুত করা। MHRD -অফিসিয়ালভাবে সেই সমস্ত প্রযুক্তিগুলিকে চিহ্নিত করবে, যাদের উত্থানের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিক্রিয়া দাবী করে।

23.9 মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিবিদ্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন দ্বারা টেকনোলজির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার যে প্রচেষ্টা তাকে আরো প্রসারিত করা হবে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স সন্দর্ভে NRF ত্রি- স্তর বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে- a) কোর আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, b) অ্যাপ্লিকেশান ভিত্তিক গবেষণার বিকাশ এবং প্রয়োগ, এবং c) স্বাস্থ্য, কৃষি এবং জলবায়ু সংকটের মত বৈশ্বিক সংকটের মোকাবিলায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক গবেষণার প্রচেষ্টাকে শুরু করা।

23.10 উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র পরিবর্তন প্রযুক্তিবিদ্যার উপর গবেষণার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে, তা নয়। অত্যাধুনিক ক্ষেত্রেও প্রারম্ভিক নির্দেশাত্মক সামগ্রী এবং পাঠ্যক্রম তৈরি করার পাশাপাশি পেশাগত শিক্ষার মত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রভার মূল্যায়ণ করা। প্রযুক্তিবিদ্যা যখন একটি পর্যায়ের পরিপক্কতা অর্জন করে নেবে, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হাজার হাজার ছাত্রের সাথে এই প্রকারে শিক্ষণ এবং কৌশলগত দক্ষতা নির্মানের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার জন্য একেবারে আদর্শ পর্যায়ে থাকবে, যেখানে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিবিদদ্যা কিছু প্রকারের চাকরিকে নিরর্থক করে দেবে, সেই কারণেই নতুন নতুন রোজগারের , কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করেও তাকে সচল করে রাখতে স্কিলিং ও ডি- স্কিলিং এর প্রতি প্রভাবশালী ও গুণমাণ সম্পন্ন দৃষ্টিকোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানগুলির স্কিলস এবং উচ্চতর শিক্ষার সাথে একীকৃত করার মত প্রশিক্ষণ প্রদানরত প্রতিষ্ঠানগুলিও অ-প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীদারীকে মান্যতা দেবার স্বাধীনতা থাকবে। যেখানে স্কিল ও উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধীয় রূপরেখাকে একসাথে একীকৃত করা হবে।

23.11 বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য হবে, মেশিন লার্নিং- এর মত বিভিন্ন কোর এরিয়ায়, এছাড়াও বিভিন্ন বহুবিষয়ক ক্ষেত্র "আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স" (AI) এবং নানা পেশাদারী ক্ষেত্র, যেমন স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি এবং আইন প্রভৃতি বিষয়ে পি এইচ ডি ও স্নাতকোত্তর কার্যক্রম প্রদান করা। এরা "স্বয়ম" এর মত মঞ্চ/ প্লাটফর্শের সাহায্যে এই সব ক্ষেত্রের পাঠ্যক্রমগুলিকে উন্নত করে ও তার প্রসার করতে পারবে। দ্রুততার সাথে আত্তীকরণের জন্য, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম থেকেই স্নাতক পর্যায়ের প্রথাগত পড়াশোনার সাথে বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের সংমিশ্রণ ঘটাতে পারে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) কে সাহায্য প্রদানের জন্য স্বল্প বিশেষজ্ঞতা যুক্ত কিছু ক্ষেত্র, যেমন- ডেটা অ্যানোটেশন, ইমেজ ক্ল্যাসিফিকেশন এবং স্পিচ ট্রান্সক্রিপশন – প্রভৃতির উপর কাঙ্ক্ষিত প্রশিক্ষণ ও দিতে পারে। স্কুল পড়ুয়াদের ভাষা শেখানোর প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতের বিভিন্ন ভাষার জন্য স্বাভাবিক ভাষা প্রসেসিং কেও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হবে।

23.12 পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিবিদ্যার উত্থানের সাথে সাথে স্কুল শিক্ষা এবং নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষার দ্বারা এদের অত্যাধিক শক্তিশালী প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করবে এবং এর পাশাপাশি এই সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাধান সূত্র চিহ্নিত করবে। এই সমস্ত প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর এক সার্বজনিক মতামত বা জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়গুলিতে পাঠচর্চার হেতু সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ এবং নৈতিক বিষয়ের উপর NETF/ MHRD দ্বারা চিহ্নিত অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রযুক্তিবিদ্যার উপর যে আলোচনা, তাকে অন্তর্গত করা হবে। নিরবিচ্ছিন্ন এবং আলোচনা সাপেক্ষ সামগ্রী প্রস্তুত করা হবে।

23.13 আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) আধারিত প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য ডেটা – এক গুরুত্বপূর্ণ ইন্ধনের সমান, এবং এটা গুরুত্বপূর্ন যে, এর গোপনীয়তাবজায় রাখতে, ডেটা হ্যান্ডেলিং এর এবং ডেটা সংরক্ষণ সম্পর্কিত সুরক্ষা, আইন এবং মান সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক। পাশাপাশি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) আধারিত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত নৈতিক প্রসঙ্গেও কথা বলা অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষা এই সব বিষয়ের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কার্যকরী ভূমিকা নেবে। অন্যান্য পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিবিদ্যা যেমন- স্বচ্ছ এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি, জল সংরক্ষণ, সংবহনীয় কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সবুজায়ন পদক্ষেপ প্রভৃতি যা আমাদের জীবনের উপর ও ছাত্রদের শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতির উপরও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে, এর উপরও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য রাখা হবে।

24. অনলাইন এবং ডিজিটাল শিক্ষাঃ- প্রযুক্তিবিদ্যার যথার্থ প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা

24.1 নিত্যনতুন পরিস্থিতি এবং বাস্তবিকতার জন্য নতুন নতুন পদক্ষেপ প্রয়োজনীয়। বর্তমান সময়ের সংক্রামক রোগ এবং মহামারী, অতিমারীর বাড়বাড়ন্তর দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে, এটা জরুরী যে, যে কোনো পরিস্থিত এবং যে কোনো স্থলে শিক্ষার প্রথাগত এবং ব্যক্তিগত ও বিশেষ প্রকার পদ্ধতি সম্ভব নয়, সেসব জায়গায় গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। এই বিষয়ে, নতুন শিক্ষানীতি 2020, প্রযুক্তিবিদ্যায় সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বিপত্তিগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও এর থেকে উপজীব্য সুবিধাগুলি সম্পর্কেও পরিচিত হতে হবে ও তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এটা সুনিশ্চিত করতে হবে, যে অনলাইন/ ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষতিকর প্রভাবকে কম করে, আমরা কিভাবে এই পদ্ধতি দ্বারা লাভবান হতে পারি, তা আমাদের যত্নপূর্বক ও যথাযথভাবে তৈরি করার জন্য অধ্যয়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে সবাইকে গুনমাণসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধিত সাম্প্রতিক ও ভবিষ্যৎ অভিযোগগুলির মোকাবিলা করার জন্য বিদ্যমান ডিজিটাল প্লাটফর্ম ও নিরন্তর আই সি টি- আধারিত শিক্ষামূলক পদক্ষেপগুলিকে নিখুঁতভাবে প্রসারিত করা হবে।

24.2 যাইহোক, অনলাইন/ ডিজিটাল পদ্ধতির শিক্ষার লাভ উপজীব্য হতে পারবে না, যতক্ষণ না ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযান এবং সাশ্রয়ী কম্পিউটিং উকরণের সহজলভ্যতার মত প্রভৃতির সচেষ্ট প্রয়াস দ্বারা ডিজিটাল পার্থক্য সমাপ্ত করা না যায়। এটা খুবই জরুরি যে অনলাইন ও ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার নিরপেক্ষতাকেও পর্যাপ্তভাবে সম্বোধিত করছে।

24.3 কার্যকরী অনলাইন প্রশিক্ষক হবার জন্য শিক্ষকের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অগ্রগতি প্রয়োজন, এটা কদাপি ধরে নেওয়া যাবেনা যে, প্রথাগত শ্রেণিক্ষের একজন সুদক্ষ শিক্ষক, অনলাইন শ্রেণিকক্ষেও দক্ষ ও ভালো শিক্ষক হিসাবে প্রমাণিত হবেন। পেডাগগি বা শিক্ষণশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ছাড়াও, অনলাইন মূল্যায়ণের জন্যও সম্পূর্ণ আলাদা একটি দৃষ্টিকোন দরকার। বৃহদাকার অনলাইন পরীক্ষা পরিচালনা করতে অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, যার মধ্যে অনলাইন পরিবেশে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রকারভেদ, সীমিত নেটওয়ার্ক ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত সমস্যা এবং অনৈতিক প্রয়োগের নিবারণ করাও যুক্ত আছে। নির্দিষ্ট প্রকারের কোর্স/ বিষয়সমূহ- যেমন, কলা প্রদর্শণ করা এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রভৃতির অনলাইন/ ডিজিটাল শিক্ষায় সীমিত সুযোগ, যা নতুন নতুন পন্থা দ্বারা স্বল্প পরিমাণে অতিক্রম করা যেতে পারে। এছাড়াও যতক্ষণ পর্যন্ত অনলাইন শিক্ষার সাথে পরীক্ষামূলক এবং সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখন পদ্ধতির সংমিশ্রণ করা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি শিক্ষার সামাজিক, আবেগ সম্বন্ধীয় এবং সাইকোমোটর স্তরে, সীমিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক স্ক্রীন আধারিত শিক্ষা পদ্ধতি হয়েই থাকবে।

24.4 ডিজিটাপল প্রযুক্তিবিদ্যার উত্থান এবং স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্র পর্যন্ত সমস্ত স্তরের শিক্ষণ-শিখনের জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার উদীয়মান উপজীব্যের গুরুত্বকে নজরে রেখে- এই নীতি নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির সুপারিশ করে-

a) **অনলাইন শিক্ষার জন্য পাইলট অধ্যায়ন**- অনলাইন শিক্ষার ক্ষতির দিকটি কম করে, তাকে শিক্ষার সাথে একীকৃত করার যে লাভদায়ক দিকটি তার মূল্যায়ণ করার জন্য এবং এর পাশাপাশি ছাত্রদের যন্ত্র বা উপকরণের প্রতি আসক্তি, ই-কনটেন্ট এর সবচেয়ে পছন্দসই বিন্যাস - প্রভৃতির মত অধ্যয়ন বিষয়ক ক্ষেত্র পড়াশোনা করার জন্য ও বিভিন্ন বিষয়ে পাইলট অধ্যয়নকে পরিচালনা করার জন্য NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IITs, NITs-প্রভৃতির মত বিভিন্ন এজেন্সীকে নির্ধারণ করা হবে।

b) **ডিজিটাল ইনফ্রাস্টাকচার**- ভারতের আয়তন, বিবিধতা, জটিলতা ও ডিভাইস তীক্ষ্ণতার মত প্রভৃতি বিষয়ের সমাধান সূত্রের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অবারিত, আন্তঃ, বিকশিত, পাবলিক ডিজিটাল পরিকাঠামোর নির্মানের প্রয়োজনীয়তা আছে, যার প্রয়োগ ও ব্যবহার বিভিন্ন প্লাটফর্ম ও পয়েন্ট সলিউশানের জন্য করা হবে। এর ফলে এটা সুনিশ্চিত হবে যে, প্রযুক্তিবিদ্যা আধারিত সমাধানসূত্র প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির সাথে সাথে পুরানো না হয়ে যায়।

c) **অনলাইন শিক্ষণ মঞ্চ এবং সরঞ্জাম**- শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিক্ষকদের সুগঠিত, সহজে ব্যবহারযোগ্য সমৃদ্ধ সহকারী সরঞ্জামের একটি সেট প্রদান করার জন্য 'স্বয়ম' ও 'দীক্ষার' মতো উপযুক্ত বিদ্যমান ই-লার্নিং প্লাটফর্মের বিস্তার করা হবে। বর্তমান অতিমারী, এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে, অনলাইন ক্লাসের জন্য দু-তরফা ভিডিও ও দু-তরফা অডিও ইন্টারফেস এর মত উপকরণগুলি বর্তমানযুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

d) **বিষয়বস্তু নির্মাণঃ, ডিজিটাল রিপোজিটারী এবং প্রচারতা**- কোর্স ওয়ার্ক, লার্নিং গেমস্ ও সিমুলেশান, আগুমেন্টেড রিয়েলিটি ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রভৃতিকে নির্মানের পাশাপাশি বিষয়বস্তুর একটি ডিজিটাল রিপোজিটারী নির্মাণ করা হবে, যেখানে কার্যকারিতি ও গুণগতমানের জন্য, ব্যবহারকারীদের দ্বারা রেটিং করার জন্য একটি সুস্পষ্ট গণ-পদ্ধতি থাকবে। ছাত্রদের জন্য চিত্তাকর্ষক আধারিত শিখনের জন্য যথোপযুক্ত অ্যাপ, বিভিন্ন ভাষায় ভারতীয় কলা ও সংস্কৃতর অনুপাত করণকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত করা প্রভৃতি নির্মান করা হবে। ছাত্রদের ই-কনটেন্ট প্রচারের জন্য এক বিশ্বস্ত ব্যাক-আপ মেকানিক্স প্রদান করা হবে।

e) **ডিজিটাল পার্থক্য কম করা-** এই সমস্ত তথ্যকে লক্ষ্য করে বলা যায় যে, এখনও পর্যন্ত জনসংখ্যার একটি বড় অংশের কাছে ডিজিটাল প্রয়োগ সীমিত। বিদ্যমান গণমাধ্যম, যেমন- দূরদর্শন, রেডিও ও কমিউনিটি রেডিও ব্যবহার করে বৃহদাকারে অনুষ্ঠানসূচির ঘোষণা ও সম্পচার করা হবে। এই প্রকার বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান যাতে ছাত্রদের সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রয়োজনকে পূরণ করতে পারে, সেইজন্য বিভিন্ন ভাষায় 24/7 সহজলভ্য করা হবে। সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এই বিষয়বস্তুর উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়া হবে এবং এর উপর যতদূর সম্ভব বিশেষ জোর দেওয়া হবে, যাতে প্রতৈক শিক্ষক ও ছাত্রের নিকট যতদূর সম্ভব তাদের শেখার ভাষার মাধ্যমে পৌঁছাতে পারে।

f) ভার্চুয়াল ল্যাবস্ঃ- ভার্চুয়াল বানানোর জন্য 'দীক্ষা, 'স্বয়ম' এবং 'স্বয়মপ্রভা' -র মতো বিদ্যমান ই-লার্নিং প্লাটফর্মের ব্যবহার করা হবে, যাতে সমস্ত ছাত্রদের গুণগত মানসম্পন্ন ব্যবহারিক ও প্রয়োগ-আধারিত শিখন অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। SEDG ছাত্রদেরও শিক্ষকদের পূর্ব লোডেড বিভিন্ন উপকরণ, যেমন ট্যাবলেটের মত ডিজিটাল ডিভাইস যথেষ্ট পরিমানে সরবরাহ করাও তাকে উন্নত করে তুলতে হবে।

g) শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদানঃ- শিক্ষকদের শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষকতার জন্য যথার্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং তাদের এটাও শেখানো হবো যে, কিভাবে অনলাইন শিক্ষার পাণাটফর্ম ও বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে, উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন অনলাইন বিষয়ক স্রষ্টা হয়ে উঠতে পারে। ই-কনটেন্ট এর পাশাপাশি ছাত্রদের পরস্পরের প্রতি সঙযোগিতা ও স্থাপন করতে ও শিক্ষদের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হবে।

h) অনলাইন মূল্যায়ণ ও পরীক্ষাঃ- উপযুক্ত সংস্থা অর্থাৎ প্রস্তাবিত জাতীয় মূল্যায়ণ কেন্দ্র বা "পরখ", স্কুলবোর্ডস, NTA এবং অন্যান্য চিহ্নিত সংস্থা মূল্যায়নের রূপরেখাগুলি নির্ধারণ করবে এবং কার্যে পর্যবসিত করবে। যাতে পারদর্শিতা, পোর্টফোলিও, রুবিক্স, প্রমিত মূল্যায়ণ ও মূল্যায়ণ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একবিংশ শতাব্দীর কুশলতার উপর লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ করে মূল্যায়নের পদ্ধতির উপর অধ্যয়ণ করা হবে।

i) শিখনের মিশ্র মডেলঃ- ডিজিটাল শিক্ষা এবং শিখনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পাশাপাশি প্রথাগত ব্যক্তিগতভাবে মুখোমুখি শেখার যে গুরুত্ব, তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা হচ্ছে। সেই অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে শেখার জন্য বিভিন্ন মিশ্রিত কার্যকরী মডেল যথোপযুক্ত প্রতিলিপির জন্য চিহ্নিত করা হবে।

j) মান নির্নায়ক মান পূর্ণ করাঃ- যেহেতু অনলাইন / ডিজিটাল শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার উত্থান ঘটছে, NETF এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থাগুলি অনলাইন/ ডিজিটাল শিক্ষা শিখনের জন্য বিষয়বস্তু, শিক্ষাশাস্ত্র বা পেডাগগি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার নির্দিষ্ট মাপকাঠি নির্ধারণ করবে। এইমানদণ্ড রাজ্য, বোর্ডস, স্কুলস এবং স্কুল পরিসর, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা উ-লার্নিং এর নির্দেশিকা তৈরি করতে সহায়তা করবে।

24.5 বিশ্বমানের ডিজিটাল পরিকাঠামো, শিক্ষামূলক ডিজিটাল বিষয়বস্তু এবং ক্ষমতার নির্মান করতে বেকটি কর্তব্যনিষ্ঠ ইউনিট তৈরি করবেঃ- শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যা কোনরূপ গন্তব্য নয়, বরং এটি একটি যাত্রা এবং পাশাপাশি এর বিভিন্ন নীতিগুলি বাস্তবায়ণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের পরিস্থিতি অনুযায়ি খেলোয়াড়দের সুষ্ঠভাবে তৈরি করতে বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যকতা হবে। বিদ্যালয় এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্র উভয় জায়গায় ই-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর লক্ষ্য রেখে মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল পরিকাঠামো, ডিজিটাল বিষয়বস্তু ও ক্ষমতা নির্মানে তাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটি কর্তব্যনিষ্ঠ ইউনিটের প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেহেতু প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য উচ্চ গুণমানসম্পন্ন ই-লার্নিং শেখাতে বা প্রদান করতে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞদেরঅ এই কারণে একটি প্রাণবন্ত ইকোসিস্টেমকে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান কল্পে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই নয়, ভারতের বিশালতা,বিবিধতা, নিরপেক্ষতা সাপেক্ষে যে সমস্ত সমস্যাগুলি আছে, তাদেরও সমাধান খুঁজতে এবং দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত প্রযুক্তিবিদ্যাকেও লক্ষ্য রেখে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যার অর্ধেক জীবন প্রত্যেকটি বিগত বছরের সাথে সাথে কম হয়ে যাবে বা, ক্ষণস্থায়ী হবে। অতএব, এই প্রশাসন, শিক্ষা, শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা, ডিজিটাল পেডাগগি ও মূল্যায়ণ ই-গবর্নেন্স – প্রভৃতি ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞগণ সামিল হবেন।

ভাগ IV. প্রকৃত অর্থে সম্ভব করে তোলা

25. কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদকে শক্তিশালী করা

25.1 এই নীতিকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে রাষ্ট্রীয়, রাজ্য, প্রতিষ্ঠানগত এবং ব্যক্তিগত স্তরে এক দীর্গকালীন ভিসন, বিশেষজ্ঞদের সহজলভ্যতা এবং এই সম্পর্কিত ব্যক্তিদের দ্বারা সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে এই নীতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য সুপারিশ করে, যাতে এটি কেবলমাত্র শৈক্ষিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সাথে যুক্ত থেকে বিস্তৃত পরামর্শ ও সমীক্ষার জন্য কেবলাত্র এক ফোরাম প্রদান করে, তাই নয়, বরং এর থেকেও অনেক বেশি বৃহৎ উদ্দেশ্যে এরা যুক্ত হয়। এক পুনর্গঠিত 'ক্যাব' (CABE), মমানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও রাজ্য স্তরের সদস্য ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার সাথে মিলিত হয়ে দেশের শিক্ষার যে ভিসন বা রূপরেখা, তাকে নিরবিচ্ছিন্ন ও ক্রমাগতভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে, স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে, মূল্যায়ণ করতে এবং সংশোধিত করার জন্য দায়ী থাকবে। এইরূপ আরও ওকটি প্রাতিষ্ঠানিকক ফ্রেমওয়ার্ক বা রূপরেখা তৈরি করা হবে ও তার ক্রমাগত সমীক্ষা করতে হবে, যা এই ভিসন প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে।

25.2 শিক্ষা এবং শিখন এর উপর আরো একবার নিজেদের লক্ষ্যকে কেন্দ্রবিন্দু করে বলা যায় যে, এটি অনুমোদনযোগ্য যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক টিকে (MHRD) শিক্ষামন্ত্রক (MoE) রূপে পুনঃ নামাঙ্কিত করা যায়।

26. অর্থায়ন- সকলের জন্য সাশ্যয়ী মূল্যের ও গুনগতমানসম্পন্ন শিক্ষা-

26.1 এই নীতি বিশেষভাবে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের উত্থানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, কারণ যে কোন সমাজের ভবিষ্যতের জন্য যুবকবৃন্দের উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা বিনিয়োগই হল সর্বোত্তম বিনিয়োগ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ভারতে শিক্ষা খাতের ব্যয় খুবই কম, 6% পর্যন্ত তা পৌঁছাতে পারে নি, যা 1968 সালের নীতিতে যার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে 1992 সালের পুনর্বিবেচিত নীতিতে পুনর্ব্যক্ত

করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা খাতের খরচ সার্বিক খরচের (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা) জিডিপির 4.43% (2017-18 বাজেটের বিশ্লেষণ অনুযায়ী) -এর কাছাকাছি এবং সরকারী খরচের মাত্র 10% শিক্ষা খাতে খরচ করা হয় (ইকোনমিক সার্ভে 2017-18) এই সংখ্যাগুলি পৃথিবীর যে কোনো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের থেকে যথেষ্ট কম।

26.2 শিক্ষাক্ষেত্রের উৎকর্ষতা দেশের আর্থিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির লাভ প্রাপ্ত করতে, এই নীতি কেন্দ্র ও সমস্ত রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করার বিবেচনা করতে সমর্থন করে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বসাধারণের বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য অতি সত্ত্বর জিডিপি 6% এ পৌঁছাবার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য জরুরী, যে উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ বা সমতাপূর্ণ সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যে পৌঁছাতে, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ ও ব্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

26.3 বিশেষত, শিক্ষার সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও সংঘটকগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। যেমন- সকলের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছানো সুনিশ্চতি করা, শেখার বিষয়বস্তু ও সরঞ্জাম, পুষ্টির সাহায্যলাভ, বিদ্যার্থীদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মচারীগণ, শিক্ষকদের উন্নতি এবং এর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সমতাপূর্ণ, উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রদানের লক্ষ্যে সমস্ত প্রকারের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করা।

26.4 প্রধানত, পরিকাঠামো এবং রিসোর্সেস সম্বন্বিত এককালীন খরচ ছাড়াও, এই নীতি এমন একটি শিক্ষা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে, আর্থিক সহায়তার নিরিখে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘকালীন ক্ষেত্রের পরিচয় করায়, যার উপর জোর দেওয়ার দরকার। : a) গুণগতমাণসম্পন্ন প্রারম্ভিক শৈশবযত্ন ও শিক্ষার সার্বভৌমিক ব্যবস্থা করা। b) বুনিয়াদী সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞানের ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করা। c) সমস্ত স্কুল, কলেজ, কমপ্লেক্স/ পরিসর, ক্লাস্টার – এর জন্য পর্যাপ্ত উপযুক্ত সরঞ্জাম। d) যথাযথ পুষ্টি ও খাদ্য সরবরাহ করা (জলখাবার এবং মধ্যাহ্নভোজন)। e) শিক্ষকদের শিক্ষা ও শিক্ষকদের ক্রমাগত পেশাদারী উন্নতিতে বিনিয়োগ। f) উৎকর্ষতা বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলিকে পুনর্গঠিত করা। g) গবেষণার উৎকর্ষতা সাধন। h) প্রযুক্তিবিদ্যা ও অনলাইন শিক্ষার বিস্তৃত প্রয়োগ।

26.5 শিক্ষাখাতে ব্যয়িত সীমিত পরিমাণ আর্থিক সহায়তাও জেলা/ প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সঠিক সময়ে ব্যয় করা হয় না, ফলে যে কারণে এই ফান্ডগুলি গঠন করা হয়েছে, তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যপূর্ণ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব, প্রয়োজন সুবিধাজনক উপযুক্ত পরিবর্তন দ্বারা সহজলভ্য বাজেটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। আর্থিক প্রশাসন দ্বারা এবং ব্যবস্থাপনা, এই ব্যপারে লক্ষ্য রাখবে যে, ফাণ্ড মসৃণভাবে, সময়ের মধ্যে এবং পর্যাপ্ত পরিমানে যাতে পাওয়া যায় এবং সততার সাথে তা ব্যয় করা যায়। প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সংশোধিত ও সুব্যবস্থিত করা হবে, যাতে এফ বি সি সি আই মেকানিজম (পদ্ধতি)-র কারণে বেশিমাত্রায় অব্যয়িত অর্থ পড়ে না থাকে। সরকারী রিসোর্সের সুদক্ষ ব্যবহার ও আর্থিক তহবিল এর পার্কিং থেকে বাঁচতে GFR, PFMS এবং সার্বিক সমসয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বন্টন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করে এমন এজেন্সিগুলির জন্য চালু করা যেতে পারে রাজ্যস্তরে/ বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদর্শণভিত্তিক আর্থিক সহায়তা মেকানিজম গঠনের বিষয়ে চিন্তা করা হবে। একইভাবে SEDG -এর জন্য নির্ধারিত তহবিল সুষমভাবে বন্টনও প্রয়োগের জন্য দক্ষ মেকানিজম (পদ্ধতি) সুনিশ্চিত করা হবে। প্রস্তাবিত নতুন নিয়ামক সংস্থা, যাতে সুস্পষ্টভাবে কাজের পৃথকীকরণের ও স্বচ্ছতার স্ব-প্রকাশ , প্রতিষ্ঠানিক স্বায়ত্ততা ও সশক্তিকরণ, উৎকৃষ্ট ও যোগ্য বিশেষজ্ঞদের উচ্চপদে নিযুক্তিকরণ প্রভৃতি আর্থিক তহবিলের মসৃণ, সরল, শীঘ্র ও আরো বেশি স্বচ্ছতার সাথে জেগান দেব।

26.6 এই নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী কার্যকরী কার্যকলাপকে পুনর্জীবিত করবে ও তাকে সক্রিয় ভাবে উৎসাহিত করতো ও সমর্থণ করতে উৎসাহিত করে। বিশেষভাবে বেসরকারী বাজেটের সমর্থন ছাড়াও অন্যান্য জায়গায়ও প্রদান করা গেছে। যে কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের আর্থিক তহবিলের সাহায্যে শিক্ষা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করার স্বার্থে অর্থ সাহায্যের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেভ।

26.7 এই নীতিতে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মুখপত্র পেশ করা হয়েছে,। যাতে "হাল্কা অথচ প্রভাবী" 'সরল কিন্তু কঠোর' এই দৃষ্টিকোন পরিলক্ষিত হয়েছে। যা আর্থিক, কার্যপদ্ধতি, কোর্স এবং প্রোগ্রাম অফারিংস এবং শিক্ষাগত ফলাফল প্রভৃতির পাশাপাশি স্ব-প্রকাশ, সরকারী শিক্ষাক্ষেত্রের পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রশাসনিক ব্যপারে গুরুত্ব আরোপ করা, একইভাবে যোগ্য বিভাগ বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিকে বঞ্চিত না করে অন্য প্রচেষ্টা দ্বারা বর্ধিত মূল্যকে পুনঃপ্রাপ্তি করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

27. বাস্তবায়ন

27.1 যে কোন নীতির কার্যকারিতা তার বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল। এই রূপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রচুর কার্যকরী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা, যা অনেক বেশি সংখ্যক সদস্য ও সংস্থা দ্বারা সামঞ্জস্যপূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী করা হবে। অতএব এই নীতিকে বাস্তবায়িত করতে অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, যেমন-MHRD, CABE, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার,শিক্ষা সম্পর্কিত মন্ত্রক, রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ, বোর্ড, এন টি এ, স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সদস্য, NCERT, SCERT, স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে নির্দিষ্ট রূপরেখা এবং পরিকল্পনা করে পর্যালোচনা করা হবে।

27.2 বাস্তবায়নের নিম্নলিখিত কয়েকটি মুখ্যনীতি থাকবে- প্রথমত, বাস্তবায়নের সারমর্মতা এবং এই নীতির অভিপ্রায়, তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে এই নীতিকে বাস্তবায়িত করতে শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে পদক্ষেপ নিতে হবে, প্রত্যেকটি দফাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরা প্রত্যেকে পরেরটি বাস্তবায়িত হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তৃতীয়ত, অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে, এই নীতি দফাগুলি (Point) কে এমনভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে, যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কার্যগুলি সর্বাগ্রে করা হবে। চতুর্থত, বাস্তবায়নের বহুব্যাপ্তি প্রধান হবে, যেহেতু এই নীতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সর্বাঙ্গীন, অতএব আংশিক বা খণ্ডিতভাবে বাস্তবায়িত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন প্রয়োজন। পঞ্চমত, যেহেতু শিক্ষা একটি সমবর্তী বিষয়, তাই অবশ্যম্ভাবী ভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সযত্ন পরিকল্পনা, সংযুক্ত পর্যবেক্ষণ এবং সমণ্বয়পূর্বক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ষষ্ঠত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সময়ানুসারে যেমন- মানবসম্পদ, পরিকাঠামো এবং আর্থিক চাহিদা পূরণ করা, রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় স্তরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে বলা যায় যে, এই নীতিকে বাস্তবায়িত করতে, যে সমস্ত বিভিন্ন সমান্তরাল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সমস্ত পদক্ষেপকে অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশ্লেষণ করতে হবে, তবেই এই নীতি নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হতে পারবে। এর মধ্যে কিছু এমন বিশেষ কার্যপদ্ধতি আছে (যেমন- প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষার পরিকাঠামো) যা শুধুমাত্র একটি মজবুত ভিত গড়তে সাহায্য করবে, তাই নয়, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ও কার্যপদ্ধতিকে মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে অপরিহার্য হবে।

27.3 সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির সমণ্বয় দ্বারাও তাদের পরামর্শে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরে নির্দিষ্ট বিষয় অনুসারে বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ কমিটির গঠন করা হবে, যারা এই নীতির উদ্দেশ্যগুলি ক্রমপর্যায়ে ও স্পষ্টভাবে প্রাপ্তির যে লক্ষ্য, তা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক বিস্তৃত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে। মানব সম্পদ উন্নয়ক মন্ত্রক এবং রাজ্য কর্তৃক তৈরি নির্দিষ্ট টিম দ্বারা, এই নীতির বাস্তবায়িত করার যে লক্ষ্য ধার্য হয়েছে, সেই অনুসারে প্রত্যেক বছর সমীক্ষা করা হবে এবং ক্যাব (CABE) এর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। 2030-40 এর মধ্যে, এই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা হবে এবং এর পরে আরো একটি সর্বাঙ্গীণ ও বিস্তৃত সমীক্ষা করা হবে।

অ্যাব্রিভিয়েশন

এবিসি	অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট
এআই	আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স
এসি	অটোনোমাস ডিগ্রী গ্র্যান্টিং কলেজ
এইসি	অ্যাডাল্ট এডুকেশান সেন্টার
এপিআই	অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস
এওয়াইইউএসএইচ	আয়ুর্ভেদা, যোগা অ্যান্ড ন্যাচ্যুরোপাথি, উনানি, সিদ্ধা এন্ড হোমিওপ্যাথি
বি এড	ব্যাচেলর অফ এডুকেশন
বিউও	ব্লক এডুকেশন অফিসার
বিআইটিই	ব্লক ইনস্টিটিউট অফ টিচার এডুকেশান
বিওএ	বোর্ড অফ অ্যাসেসমেন্ট
বিওজি	বোর্ড অফ গভর্নরস্
বিআরসি	ব্লক রিসোর্স সেন্টার
বি ভিওসি	ব্যাচেলর অফ ভোকেশনাল এডুকেশান
সিএবিই	সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ এডুকেশান
সিবিসিএস	চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম
সিবিএসই	সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান
সিআইইটি	সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল টেকনোলজি
সিএমপি	ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট এন্ড প্রোগ্রেশান
সিওএ	কাউন্সিল অফ আর্কিটেকচার
সিপিডি	কন্টিনিউয়াস প্রোফেশনাল ডেভলপমেন্ট
সিআরসি	ক্লস্টার রিসোর্স সেন্টার
সিডব্লুএসএন	চিল্ড্রেন উইথ স্পেশাল নীডস্
ডিএই	ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি
ডিবিটি	ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি
ডিইও	ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশান অফিসার
ডিআইইটি	ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং
ডিআইকেএসএইচএ	ডিজিটাল ইনফ্রাস্টাকচার ফর নলেজ শেয়ারিং
ডিএসই	ডিরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশান
ডিএসটি	ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
ইসিসিই	আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার এন্ড এডুকেশান
ইইসি	এমিনেন্ট এক্সপার্ট কমিটি
জিসিইডি	গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশান
জিডিপি	গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট
জিইসি	জেনারেল এডুকেশান কাউন্সিল
জিইআর	গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও
জিএফআর	জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুল
এইচইসিআই	হায়ার এডুকেশান কমিশন অফ ইন্ডিয়া

এইচইজিসি	হায়ার এডুকেশান গ্রান্টস্ কাউন্সিল
এইচইআই	হায়ার এডুকেশান ইন্টিটিউশন
আইসিএআর	ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ
আইসিএইচআর	ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিকাল রিসার্চ
আইসিএমআর	ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ
আইসিটি	ইনফর্মেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি
আইডিপি	ইনস্টিটিউশনাল ডেভলপমেন্ট প্লান
আইজিএনওইউ	ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি
আইআইএম	ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
আইআইটি	ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি
আইআইটিআই	ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সলেশন এন্ড ইন্টারপ্রিটেশান
আইএসএল	ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ
আইটিআই	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
এমএড	মাস্টার অফ এডুকেশান
এমবিবিএস	ব্যাচেলর অফ মেডিসিন এন্ড ব্যাচেলর অফ সার্জারি
এমইআরইউ	মাল্টিডিসিপ্লিনারিএডুকেশান এন্ড রিসার্চ ইউনিভার্সিটিস
এমএইচএফডব্লু	মিনিস্ট্রি অফ হেল্থ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার
এমএইচআরডি	মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট
এমওই	মিনিস্ট্রি অফ ডেডুকেশান
এমওওসি	ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স
এমওইউ	মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং
এম ফিল	মাস্টার অফ ফিলসফি
এমডব্লুসিডি	মিনিস্ট্রি অফ ওম্যান এন্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট
এনএসি	ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
এনএএস	ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে
এনসিসি	ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস
এনসিইআরটি	ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং
এনসিএফ	ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক
এনসিএফএসই	ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশান
এনসিএফটিই	ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর টিচার এডুকেশান
এনসিআইভিই	ন্যাশনাল কমিটি ফর দ্য ইন্টিগ্রেশান অফ ভোকেশনাল এডুকেশান
এনসিপিএফইসিসিই	ন্যাশনাল কারিকুলার এন্ড পেডাগগিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার এন্ড এডুকেশান
এনসিটিই	ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশান
এনসিভিইটি	ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল এডুকেশান এন্ড ট্রেনিং
এনইটিএফ	ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরাম
এনজিও	নন-গভর্মেন্টাল অর্গানাইজেশন
এনএইচইকিউএফ	ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান্স ফ্রেমওয়ার্ক
এনএইচইআরসি	ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশান রেগুলেটরি কাউন্সিল

এনআইওএস	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং
এনআইটি	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি
এনআইটিআই	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া
এনপিই	ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশান
এনপিএনসটি	ন্যাশনাল প্রোফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ফর টিচার্স
এনআরএফ	ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন
এনএসকিউএফ	ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশানস ফ্রেমওয়ার্ক
এনএসএসও	ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস
এনটিএ	ন্যাশনাল এস্টিং এজেন্সী
ওবিসি	আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস
ওডিএল	ওপেন অ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
পিএআরএকেএইচ	পার্ফর্মেন্স অ্যাসেসমেন্ট, রিভিউ অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ নলেজ ফর হলিস্টিক ডেভলপমেন্ট
পিসিআই	ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া
পিএফএমএস	পাবলিক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
পিএইচডি	ডক্টর অফ ফিলজফি
পিএসএসবি	প্রোফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি
পিটিআর	পিউপিল টিচার রেশিও
আরঅ্যান্ডআই	রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন
আরসিআই	রিহ্যাবিলিটেশান কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া
আরপিডব্লুডি	রাইটস অফ পার্সনস উইথ ডিসঅ্যাবিলিট
এসএএস	স্টেট অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে
এস সি	সিডিউল্ড কাস্ট(স)
এসসিডিপি	স্কুল কমপ্লেক্স/ ক্লাস্টার ডেভলপমেন্ট প্লান্স
এসসিইআরটি	স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং
এসসিএফ	স্টেট কারিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক
এসসিএমসি	স্কুল কমপ্লেক্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি
এসডিজি	সাস্টেনেবল ডেভলপমেন্ট গোল
এসডিপি	স্কুল ডেভলপমেন্ট প্লান
এসইডিজি	সোশিও-ইকোনমিক্যালি ডিজঅ্যাভান্টেজ গ্রুপ
এসইজেড	স্পেশাল এডুকেশান জোন
এসআইওএস	স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং
এসএমসি	স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি
এসকিউএএএফ	স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক
এসএসএ	সর্ব শিক্ষা অভিযান
এসএসএস	সিম্পল স্ট্যান্ডার্ড সান্সক্রিট
এসএসএসএ	স্টেট স্কুলস স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি
এসটি	শিডিউলড ট্রাইবস্
এসটিইএম	সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স
এসটিএস	স্যান্সক্রিট থ্রু স্যান্সক্রিট

এসডব্লুএওয়াইএএম	স্টাডি ওয়েবস অফ অ্যাক্টিভ লার্নিং ফর ইয়ং অ্যাসপাইরিং মাইন্ডস
টিইআই	টিচার এডুকেশন ইস্টিটিউশন
টিইটি	টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট
ইউ-ডিআইএসই	ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম ফর এডুকেশ্ন
ইউজিসি	ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন
ইউএনইএসসিও	ইউনাইটেড নেশন্স এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন
ইউটি	ইউনিয়ন টেরিটরি
ভিসিটি	ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া

*****